মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

এম. ফিল থিসিস

গবেষক

মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
এম. ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ– ২০১৩-২০১৪
রেজিঃ নং– ৫১/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারি ২০১৬

মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক

মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
এম. ফিল গবেষক
শিক্ষাবর্ষ– ২০১৩-২০১৪
রেজিঃ নং– ৫১/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুপারভাইজার

ড. মুহা. আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মুহা. আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৭৭৮-২৭৮৫৩০

Dr. Abdul Baque
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Cell: 01778-278530

সূত্র ঃ

তারিখ–.....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম কর্তৃক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি কোন যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়; বরং গবেষকের নিজের মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষায় এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আগাগোড়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জিত করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে আমি গবেষককে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এটি উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

সুপারভাইজার

ড. মুহা. আবদুল বাকী
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা"** শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোন যৌথ প্রয়াস নয়। এটি আমার একক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।

মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
এম. ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়নপত্র	৩
ঘোষণাপত্র	৪
ভূমিকা ঃ	৬
অধ্যায় ঃ ১ হাদীসের সংজ্ঞা	৯
অধ্যায় ঃ ২ জাল ও যঈফ হাদীস পরিচিতি	১৬
অধ্যায় ঃ ৩ জাল ও যঈফ হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১৯
অধ্যায় ঃ ৪ হাদীস মৌযূ হওয়া এবং যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ। কারা হাদীস মৌযূকারী এবং কারা যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী	২৪
অধ্যায় ঃ ৫ হাদীস কি জাল ও যঈফ হতে পারে? হলে আমলযোগ্য কি?	৫২
অধ্যায় ঃ ৬ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মূলনীতি, ইহা বর্জন করায় উপকার ও বর্জন না করলে ক্ষতি কি	৬৩
অধ্যায় ঃ ৭ মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব	৭৩
অধ্যায় ঃ ৮ বর্তমান সময়ে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন ও আমাদের প্রস্তাবনা	১১৬
উপসংহার ঃ	১২০
গ্রন্থপঞ্জী ঃ	১২২

ভূমিকা

শরী'আতের উৎস চারটি। হাদীস তন্মধ্যে অন্যতম। হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় পবিত্র কুরআনের সাথে যাতে হাদীসের সংমিশ্রণ না ঘটে সে জন্য মহানবী (সা.) হাদীস লিখতে নিষেধ করেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

لا تكتبوا عني فمن كتب عني غير القرآن فليمحه

– তোমরা আমার থেকে হাদীস লিখে রেখো না। আর যদি কেউ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে রাখে তাহলে তার উচিত তা মুছে ফেলা।

মহানবীর এই ইরশাদের পর হাদীস লিপিবদ্ধ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবত হাদীস লিপিবদ্ধ না হওয়ার ফলে কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে বা রাজনৈতিক কারণে বা কেউ রাজা-বাদশাকে খুশি করার জন্য বা ধর্মীয় কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বা ইসলামকে ক্ষতি করার জন্য হাদীস (জাল হাদীস) বানিয়ে প্রচার করতে থাকে।

যদিও যুগ যুগ ধরে হাদীস বিশারদগণ ঐ চক্রের বিরুদ্ধে বিরামহীন, বিশ্রামহীন ও আপোষহীন বক্তব্য কাগজে কলমে সংগ্রাম করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম ব্যক্তি হযরত উমর বিন আবদুল আযীয। তিনি খলীফা হওয়ার পর অনুধাবন করলেন, যারা হাদীসকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করেছিলেন তাদের ইন্তিকালে বা সাহাবীদের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে সত্যিকার হাদীস এক স্থানে না পাওয়া যাওয়ার আশংকায় বা হাদীস যেহেতু কুরআনের ব্যাখ্যা সেহেতু কুরআনের পাশাপাশি হাদীসগুলো হাতের নাগালে থাকা প্রয়োজন। এসব কারণে খলীফা সত্যিকার হাদীসগুলোকে অনুসন্ধান করে লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সত্যিকার হাদীস সংরক্ষিত হলেও দীর্ঘদিন হাদীস লিপিবদ্ধ না হওয়ার ফলে জাল হাদীস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে

পড়ে। সমাজে জাল ও যঈফ হাদীস অনুপ্রবেশের কারণে মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামের সঠিক দিক-নির্দেশনা বিতারিত হয়ে তদীয়স্থানে ভ্রান্ত আমল জায়গা করে নিয়েছে। ফলে সমাজে ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে। পাশাপাশি সহীহ হাদীসের বিশাল ভান্ডার সর্বত্র অবহেলিত হয়েছে। ইতোপূর্বে জাল ও যঈফ হাদীসের ব্যাপারে কিছু লেখালেখি থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে বা পূর্ণাঙ্গ জাল ও যঈফ হাদীস সম্পর্কে কোন লেখা আমার নজরে আসেনি। এমনকি সমাজ জীবনে যে তা যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব হয়েছে তাও পূর্বের লেখাগুলোতে উপেক্ষিত হয়েছে। এ অভাব পূরণের মানসেই আমি উক্ত শিরোনামে গবেষণা করতে প্রয়াস পাচ্ছি। গবেষণাটি ভূমিকাসহ মোট ৮টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায় বিন্যাস ঃ ভূমিকা, অধ্যায় ঃ ১ হাদীসের সংজ্ঞা। অধ্যায় ঃ ২ জাল ও যঈফ হাদীস পরিচিতি। অধ্যায় ঃ ৩ জাল ও যঈফ হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। অধ্যায় ঃ ৪ হাদীস মৌযূ হওয়া এবং যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ। কারা হাদীস মৌযূকারী এবং কারা যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী। অধ্যায় ঃ ৫ হাদীস কি জাল ও যঈফ হতে পারে? হলে আমলযোগ্য কি? অধ্যায় ঃ ৬ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মূলনীতি, ইহা বর্জন করায় উপকার, বর্জন না করলে ক্ষতি কি? অধ্যায় ঃ ৭ মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব। অধ্যায় ঃ ৮ বর্তমান সময়ে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন ও আমাদের প্রস্তাবনা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জী। এ সম্পর্কে সামগ্রিক পরিকল্পিত গবেষণা ইতোপূর্বে তেমন হয়নি। তাই এক্ষেত্রে আমাকে প্রাথমিক কাজের সকল ক্ষেত্রে অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং দেশের জ্ঞানী-গুণীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার ও বহু প্রতিষ্ঠান আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি যিনি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় প্রফেসর ডক্টর মুহা. আবদুল বাকী। তাঁর প্রগাঢ় পান্ডিত্য, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, ভালবাসা এ গবেষণাকর্মে সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, সত্যিই তার তুলনা হয়না। এ জন্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। গবেষণার কাজে বাবা-মা ও আমার সহধর্মিণীও আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার দপ্তরের সচিব (উপরেজিষ্টার) মো. সফিকুল ইসলাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক ডক্টর শফিকুর রহমান-এর কাছ থেকে আমি যে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাও আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ ছাড়া যেসকল বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন গবেষণার কাজে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর বান্দার এ খিদমতটুকু কবুল করে নেন এবং সকলকে উত্তম পারিতোষিক দানে পরিতৃপ্ত করেন। আমীন ॥

অধ্যায় ঃ ১

হাদীসের সংজ্ঞা

আল-কুরআন ইসলামের মূল উৎস। আর হাদীস হলো এর ব্যাখ্যা। ইসলামী জীবন দর্শন ও মানব সভ্যতা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য হাদীস এক অপরিহার্য সম্পদ। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দুনিয়াবী কল্যাণ ও শান্তিময় জীবনযাপনে এবং পরকালীন অনাবিল সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের পাশাপাশি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হাদীসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস

হাদীস শব্দটির মূল ধাতু **حدث**। যার অর্থঃ এমন নতুন বিষয় যা পূর্বে ছিল না, নবোদ্ভুত বস্তু।[১] হাদীস শব্দটি এক বচন। এর বহুবচন **أحاديث** (আহাদীস)।[২]

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ কথা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَبِاَیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَهٗ یُؤْمِنُوْنَ[৩]

– সুতরাং কুরআনের পর তারা কোন কথায় ঈমান আনবে।

হাদীস শব্দের অর্থ খবর। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ هَلْ اَتٰىكَ حَدِیْثُ مُوْسٰى[৪]

---

১. আবুল হাসান আহমদ ইবন ফারিস, **মু'জামু মিকইয়াসিল লুগাহ,** তাহকীকঃ আব্দুস সালাম মুহাম্মদ হারুন, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯/১৯৭৮), ২য় খন্ড, পৃ. ৩১।

২. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ডক্টর, **আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান**, (আল-কামূসুল ওয়াজীয), পঞ্চদশ সংস্করণ, (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ২৮১।

৩. সূরা আরাফ, ৭ ঃ ১৮৫।

৪. সূরা ত্বা-হা, ২০ ঃ ৯।

– আর মূসার খবর তোমার কাছে পৌছেছে কি?

হাদীস শব্দের অর্থ সংবাদ। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ[৫]

– তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর (কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে?

হাদীস শব্দের অর্থ বর্ণনা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ[৬]

– তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর।

হাদীস শব্দের অর্থ বাণী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا[৭]

– আল্লাহর চেয়ে সত্য বাণী (কথা) আর কার হবে'?

হাদীস শব্দের বিপরীত শব্দ কাদীম বা পুরাতন।[৮]

মুদ্দাকথা, কুরআনুল কারীমের ব্যবহার ও আরবি অভিধানের দৃষ্টিতে হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ কথা, বাণী, খবর, সংবাদ, বর্ণনা, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

হাদীস শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআনুল কারীমে প্রায় চৌদ্দ জায়গায় কুরআনকে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৯]

---

৫. সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ১।

৬. সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১১।

৭. সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ৮৭।

৮. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, আল-কাসিমী, **কাওয়া'ইদুত-তাহদীস মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীস,** ১ম সংস্করণ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃ. ৬১।

৯. আয়তগুলো হল ঃ সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ৭৮, ৮৭; আরাফ, ৭ ঃ ১৮৫; ইউসুফ, ১২ ঃ ১১১; কাহাফ, ১৮ ঃ ৬; ত্বা-হা, ২০ ঃ ৯; যুমার, ৩৯ ঃ ২৩; জাসিয়াহ, ৪৫ ঃ ৬, তুর; ৫২ ঃ ৩৪, নাজম, ৫৩ ঃ ৫৯; কলম, ৬৮ ঃ ৪৪; ওয়াকিয়াহ, ৫৬ ঃ ৮১; মুরসালাত, ৭৭ ঃ ৫০; গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ১। (–মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী সংকলিত আল-মু'জামুল মুফাহরিস, (বৈরুত ঃ দারুল জীল, ১৪০৭/১৯৮৭), পৃ. ১৯৫)।

হাদীসে কুরআনকে হাদীস নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেনঃ

فإن خير الحديث كتاب الله[১০]

– অতঃপর উত্তম হাদীস হল আল্লাহর কিতাব।

রাসূল (সাঃ) স্বয়ং তার বাণীকে হাদীস নামে অভিহিত করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য কোন ব্যক্তির হবে? নাবী (সাঃ) বলেনঃ আমি মনে করি এ 'হাদীস' সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউ আমায় জিজ্ঞেস করেনি। এ কারণে যে, হাদীস শোনার জন্য তোমাকে সর্বাদিক আকাঙ্খিত ও আগ্রাহান্বিত দেখতে পাচ্ছি। কিয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশে ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে তার খাঁটি মন থেকে বলে ' আল্লাহ ছাড়া আর প্রকৃত কোন উপাস্য নেই'।[১১]

হাদীসের পারিভাষিক অর্থ

হাদীসের পারিভাষিক অর্থে সহীহ বুখারীর ভূমিকায় বলা হয়েছেঃ হাদীস এমন বিশেষ জ্ঞানের নাম যার দ্বারা রাসূল (সাঃ) এর কথা, কাজ ও তাঁর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় তাকে হাদীস বলে।[১২] রাসূল (সাঃ) এর কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি এবং তাঁর সৃষ্টিগত বা মানবীয় কার্যাবলী ও যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলীকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১৩] The

---

১০. ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, আল- খতীব, আত- তিবরিযী, **মিশকাতুল মাসাবীহ,** (দিল্লীঃ আসাহহুল মাতাবে প্রেস, ১৩৫০/১৯৩২), পৃ.২৭; **মিশকাতুল মাসাবিহ,** তাহকীকঃ নাসির উদ্দীন আলবানী, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫), ১ম খন্ড, পৃ. ৫১।

১১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, **সহীহ বুখারী**, (মীরাট ঃ হাশেমী প্রেস, ১৩২৮), ২য় খন্ড, পৃ. ৯৭২; ইবন হাজার আল- আসকালানী, **ফাতহুল বারী,** (কায়রো ঃ মাতবা'আ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭৮/১৯৫৯), ১ম খন্ড পৃ. ২০৪; **সহীহ আল বুখারী,** (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া), ৭ম খন্ড, পৃ. ২০৪।

১২. সহীহ বুখারী মুকাদ্দমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৩. মুহাম্মদ আদীব সালিহ, ডক্টর, **লামহাত ফী উসূলিল হাদীস**, ৩য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবা আল ইসলামী, ১৩৯৯), পৃ. ২৭)

Encyclopaedia of Islam-এ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: Hadith with the definite article is used for traditions, being an account of what the prophet said or did or of his tacit approval of something said or done it this presence.[14]

– হাদীস বলতে বুঝায় এমন কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয়কে যা রাসূল (সাঃ) বলেছেন বা করেছেন, কিংবা তার সামনে কোন কথা বলা হয়েছে বা কোন কাজ করা হয়েছে এবং তাতে তাঁর মৌন সম্মতি ছিল।

আল্লামা ইবনু হাজার[১৫] আসকালানী (৭৭৩-৮৫২) বলেনঃ শরী'আতে যা

কিছু নাবী (সাঃ) এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তাই হাদীস নামে পরিচিত।[১৬] রাসূল (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম পৌছানোর উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে কথা বলতেন, আলোচনা করতেন, বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন, ভাষণের মাধ্যমে সম-সাময়িক বিষয়ে গভীর ব্যাখ্যা দিতেন, বিভিন্ন

---

১৪. The Encyclopaedia of Islam, (Leiden: E.J, Brill, 1971), vol-iii, P.23.

১৫. ইবনু হাজার আসকালানী ঃ পুরো নাম ঃ শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মাহমূদ ইবন আহমদ আল-আসকালানী আশ-শাফিঈ আল-মিসরী। তিনি অধিক পরিচিত ইবন হাজার নামে । ৭৭৩ হিজরীতে মিসরের নীল নদ তীরবর্তী এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। শিশু অবস্থায় মাকে এবং চার বছরের সময় বাবাকে হারান । মিসরের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সাহিত্য ও কবিতায় বিশেষ পারদর্শিতা থাকলেও হাদীসশাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের জন্য তিনি জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাৎহুল বারী। তিনি ৮৫২ সনে ইন্তিকাল করেন। (সুয়ূতী, জীবনীগ্রন্থ তাবাকাতুল হুফ্ফায, তাহকীকঃ আলী মুহাম্মদ ওমর, (কায়রো ঃ মাকতাবা ওয়াহবাহ ১ম সংস্করণ, ১৩৯৩/১৯৭৩), পৃ. ৫৪৭-৪৮।)

১৬. জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবূবকর, আস-সুয়ূতী, **তাদরীবুর রাবী,** তাহকীকঃ আব্দুল ওয়াহাব আব্দুল লতিফ, (মদীনা ঃ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৭৯/১৯৫৯), পৃ. ৬; আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ তাব্বারা, রুহুদ্দীন আল-ইসলামী, (বৈরুত ঃ দারুল ইলম লিল মাল্লাঈন, ৩০তম সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ৪৯৯।

প্রেক্ষাপটে শরী'আতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে মানুষদের বুঝানোর চেষ্টা করতেন এটাই হাদীস।[১৭]

কেহ কেহ বলেনঃ রাসূল (সাঃ) আল্লাহর যাবতীয় হুক্ম-আহকাম বাস্তব জীবনে পালন করেছেন, আমলের মাধ্যমে সাহাবীদেরকে দেখিয়েছেন এবং আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে বিরামহীন চেষ্টা করেছেন ইহাই হাদীস নামে পরিচিত।[১৮]

ইমাম সাখাভী (রহঃ) (মৃ. ৯০২/১৪৯০) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর যাবতীয় কথা, কাজ, সমর্থন-অনুমোদন এবং যাবতীয় গুণাগুণ জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর গতিবিধিও হাদীস নামে পরিগণিত।[১৯]

নওয়াব সিদ্দীক হাসান[২০] (মৃ. ১৩০৭/১৮৯০) বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর কথা, কাজ ও অবস্থা জানার নাম যেমন হাদীস বলা হয় অনুরূপভাবে সাহাবীদের কথা, কাজ, সমর্থন এবং তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি বা সমর্থনকেও হাদীস বলা হয়।[২১] দাইরাতুল মা'আরিফ গ্রন্থে হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ রাসূল (সাঃ) যে সকল কথা বলেছেন, কর্ম করেছেন বা কথা, কর্ম ও কাজের অনুমোদন-সমর্থন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে

---

১৭. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মওলানা, **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**, ১৫তম প্রকাশ, (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৪২১/২০১২), পৃ. ২৩।

১৮. ঐ

.১৯ ইবনু হাজার আসকালানী, **হাশিয়াতু নুযহাতুন নযর ফী তাওযিহী নুখবাতুল ফিকর**, (দেওবন্দ ঃ মাকতাবা থানবী, তারিখ বিহীন), পৃ. ৫।

২০. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী ঃ তিনি ভারতের কন্নৌজে ১২৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৫ বছর বয়সে বাবা হারান। ভারতের স্বনাম ধন্য আলিম ও সংস্কারক ছিলেন। ১২৮৫ হিজরীতে ভূপালের ২য় রানী শাহজাহান বেগম বিধবা হলে তাঁকে বিবাহ করে নওয়াব উপাধী লাভ করেন। তিনি ভূপালী নামে বেশ পরিচিত। অনেক মাদ্‌রাসা, ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ছোট-বড় ২২২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হাদীসের কিতাব ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। (নওশাহরবী, **তারাজিম উলামায়ে হাদীসে হিন্দ,** (ফয়সালাবাদ ঃ জামি'আ সালাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৩৯১/১৯৮১), পৃ.২৪১; নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান, **ইবকাউল মিনান বিইলকাইল মিহান,** (লাহোর ঃ দারুদ দাওয়াতীস সালাফিয়া, ১৯৮৬), পৃ. ২৮)।

২১. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, **হাদীস সংকলনের ইতিহাস,** পূর্বোক্ত, পৃ.২৮ ।

প্রমাণিত, তা-ই হাদীস নামে পরিচিত।[২২] রাসূল (সাঃ) এর সামনে কোন সাহাবী কোন কথা বললে অথবা এমন ধরনের কাজ করলেন যা রাসূল (সাঃ) কিছু বলেননি মুহাদ্দিসগণের নিকটে এটাও হাদীস হিসাবে গৃহিত। কেননা সাহাবীরা শরী'আত বিরোধী কাজ করবে আর রাসূল (সাঃ) এটা মেনে নিবে তা অসম্ভব।[২৩]

মুদ্দাকথা, রাসূল (সাঃ) এর নবূওয়াতী জীবনে যে সকল কথা, কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন, অনুমোদন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত ও বর্ণিত হয়েছে ইহাই হাদীস নামে পরিচিত।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী যে হাদীসের উৎস তার বাস্তব প্রমাণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ[২৪]

– আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) ও হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ হিকমাত শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হাদীস। আল্লামা ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে হিকমাত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেনঃ এখানে হিকমাত দ্বারা রাসূল (সাঃ) এর মহামূল্যবান হাদীসকে বুঝানো হয়েছে।[২৫]

হাদীস সম্পর্কে বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন ঃ 'আমাকে আল্লাহ তায়ালা কুরআন দিয়েছেন এবং উহার মত আরো একটি জিনিস'।[২৬] রাসূল (সাঃ)

---

২২. বতরূস আল-বুস্তানী, **দাইরাতুল মা'আরিফ,** (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১২৯৯/১৮৮২), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৭১৫; মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, ডক্টর, **আল-হাদীস আন-নবভী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু,** (বৈরুত ঃ আল- মাকতাব আল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০২/১৯৮২), পৃ. ১৩৯ ।

২৩. মোঃ শফিকুল ইসলাম, ডক্টর, **হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান,** ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৩১/২০১০), পৃ. ২৫

২৪. সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ১১৩।

২৫. ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর, **তাফসীরু কুরআনিল আযীম,** ১ম সংস্করণ, (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯২), ১ম খন্ড, পৃ. ৬১০।

২৬. **মিশকাতুল মাসাবীহ,** পূর্বোক্ত পৃ. ২৯; **সুনান আবু দাউদ,** ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩২; **সুনান ইবন মাজাহ,** পৃ. ৩।

কোন সিদ্ধান্ত দিলে এটা উম্মাতের জন্য পালন করা অপরিহার্য হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ[২৭]

– যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করে দেন তখন সে ব্যাপারে মু'মিন নর-নারীর নিজস্ব কোন ঐচ্ছিকতা থাকে না।

আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবন কাসীর বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) এক আনসারী মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করলে মেয়ের মাতাপিতা তাতে প্রত্যাখান করলে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।[২৮] বিষয়টি ছিল বিবাহ সংক্রান্ত অথচ আল্লাহ বিষয়টির গুরুত্ব দিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস দুই জিনিস হলেও মূলত উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে উৎসারিত। কারণ রাসূল (সাঃ) নিজে থেকে কোন কথা বলতেন না, যতক্ষন আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী হতো।[২৯] এ কারণে মৌলিকতা, প্রামাণিকতা এবং অবশ্য অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার দিক দিয়ে উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং হাদীস আল্লহর পক্ষ থেকে সরাসরি ওহী নয় বলে কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন বা অবহেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই।

---

২৭. সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৬।

২৮. ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮৯।

২৯. সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩, ৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ২
জাল ও যঈফ হাদীস পরিচিতি

জাল হাদীস

আভিধানিক অর্থ ঃ موضوع শব্দটি পুংলিঙ্গ। এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো **موضوعة** যার অর্থ প্রণীত, বানানো।[১] এটি উঁচু শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২] আল-মৌযূ শব্দটির ক্রিয়ামূল হল আল-ওয়ায'উ। যার অর্থ সৃষ্টি করা, তৈরি করা ইত্যাদি।[৩]

মুদ্দাকথা, মৌযূ শব্দটি তৈরি করা, সৃষ্টিকরা, প্রণীত, বানানো প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পারিভাষিক অর্থ ঃ আল-মৌযূ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ইমাম নবভী[৪] (৬৩১-৬৭৬) বলেনঃ রচিত, তৈরিকৃত বা বানোয়াট, নিকৃষ্টতম দুর্বল বর্ণনাকে মৌযূ হাদীস বলে।[৫]

ফী ইলমিল মুসতালাহ গ্রন্থে এসেছে ঃ নিজে হাদীস তৈরি বা রচনা করে সমাদৃত হওয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) এর নামে চালিয়ে দেয়াকে জাল হাদীস বলে।[৬]

---

১. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫৯।

২. জামালুদ্দীন ইবন মানযূর, **লিসানুল আরাব**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারু-সাদির, ১৪১০/১৯৯০), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৯৬।

৩. জুবরান মাসউদ, **আর-রাইদ**, ৩য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ ১৩৬৮/১৯৭৮), ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৫৭।

৪. নবভী ঃ পুরো নাম ঃ মুহিউদ্দিন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া বিন শারফ হুরানী শাফেঈ (৬৩১-৬৭৬)। তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও দুনিয়া ত্যাগী চির কুমার ছিলেন। দামেস্কের দারুল হাদীস আশরাফিয়ায় শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ ও রিয়াদুস সালেহীনসহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। অতি অল্প সময়ে ইসলামের বিরাট খিদমত করে ৪৫ বৎসর বয়সে ৬৭৬ সনে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। (সুয়ূতী, তাবাকাতুল, হুফ্ফায, পৃ. ৫১০; ইন্দোনেশিয়ার ছাপা রিয়াদুস সালেহীন এর ভূমিকা)।

৫. মুযাফফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, ১ম প্রকাশ, (রাজশাহী ঃ বাঘা, ১৪৩০/২০০৯), পৃ. ২৭।

৬. আব্দুল কারীম মুরাদ ও আব্দুল মুহসিন আল-ইবাদ, **মিন আত্বইয়াবিল মানহি ফী ইলমিল মুসত্বালাহ**, ১ম প্রকাশ, অনুদিত ঃ আব্দুল খালেক, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ২০১১, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

জাল হাদীসের সংজ্ঞায় ড. ত্বহান বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) এর দিকে সমন্ধ করে যত প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট বা তৈরিকৃত হাদীস রয়েছে সবই জাল হাদীস নামে পরিচিত।[৭]

জাল হাদীস ইহাকে বলে যা নিজের ইচ্ছামত মনগড়া বানানো বা তৈরিকৃত মিথ্যা বাণীকে স্বেচ্ছায় নবী (সাঃ) এর নামে সম্প্রচার করা।[৮]

ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস গ্রন্থে জাল হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ সাধুর বেশে কিছু অসাধু লোক মিথ্যা হাদীস তৈরি করে বা বানিয়ে রাসূল (সাঃ) এর দিকে সম্পর্ক করাকে মৌযূ হাদীস বলে।[৯]

মুদ্দাকথা, অসাধু লোকের মিথ্যা কথা যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বানোয়াট, তা রাসূল (সাঃ) এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে তাকে মৌযূ বা জাল হাদীস বলে।

যঈফ হাদীস ঃ

আভিধানিক অর্থ ঃ যঈফ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন **ضعفاء** যার অর্থ অপারগ, নরম, অক্ষম ইত্যাদি।[১০] **ضعيف** শব্দের অর্থ দুর্বল।[১১] যঈফ শব্দের অর্থ শক্তিহীন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا[১২]

– নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল শক্তিহীন।

যঈফ শব্দের অর্থ অসহায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

---

৭. মাহমুদ আত-ত্বহান, ডক্টর, **তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস**, (দিল্লী ঃ কুতুবখানা ইশাআতুল ইসলাম, তারিখ বিহীন), পৃ. ৮৯; মুযাফফর বিন মুহসিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮।

৮. আব্দুস সামাদ, আবূ বকর, ডক্টর, **আল-ওয়াযউ ওয়াল ওয়াযউন**, (মদীনা ঃ দারুল বুখারী, ১৪১০/১৯৯০), পৃ. ১০, আল-কাসিমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৯. মুহাম্মদ ইবন আলী আল-বায়দানী, **ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস**, (কায়রো ঃ দারুল ইমাম আহমাদ, ২০০৭), পৃ. ৯১।

১০. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬।

১১. মো. আবদুল বাতেন, মাওলানা, **আল-কাওসার**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৬৮।

১২. সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا[১৩]

– অথচ অসহায় পুরুষগণ, নারীবৃন্দ এবং শিশুরা বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে বর্হিগত করুন।

মুদ্দাকথা, যঈফ শব্দের অর্থ দুর্বল, শক্তিহীন, অসহায়, অক্ষম, নরম, অপারগ ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ ঃ যঈফ হাদীসের পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুকাদ্দমা ইবনুস সালাহ গ্রন্থে এসেছে ঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য যতগুলি শর্ত বা বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন তা নেই তাকে যঈফ হাদীস বলে।[১৪] তাইসিরুল মুসতালাহিল হাদীস গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং বর্ণনাকারী বিভিন্ন দোষে আক্রান্ত তাকে যঈফ হাদীস বলে।[১৫]

আত-তাকয়ীদ গ্রন্থে যঈফ হাদীসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল, সনদের কোন স্তরে রাবীর নাম বাদ পড়া এবং রাবী সরাসরি হাদীস শুনেনি বলে প্রমাণিত বা সন্দেহ হওয়া অথবা কোন দোষত্রুটি থাকলে যঈফ হাদীস বলে গণ্য হবে।[১৬]

যঈফ হাদীসের সংজ্ঞায় ইমাম নবভী বলেন ঃ যে হাদীসে সহীহ বা হাসান স্তরে উন্নীত হওয়ার শর্ত পাওয়া যায় না পূর্ণ মাত্রায় বা স্বল্প মাত্রায় ঘাটতি রয়েছে তাকে যঈফ হাদীস বলে।[১৭]

মুদ্দাকথা, যে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, রাবী যেকোন দোষে অভিযুক্ত বা হাদীসের মাঝে কোন ধরনের ইল্লত পূর্ণমাত্রায় বা স্বল্প মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে তাকে যঈফ হাদীস বলে।

---

১৩. সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ৭৫।

১৪. আবূ আমর ওসমান বিন আবদুর রহমান, ইবনুস সালাহ, **মুকাদ্দমাহ ইবনুস সালাহ**, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখ বিহীন), পৃ. ২০।

১৫. মাহমুদ আত-ত্বহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১.।

১৬. যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন, ইরাকী, **আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ**, ৫ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭), পৃ. ৬২।

১৭. ইমাম মুসলিম, **সহীহ মুসলিম মুকাদ্দমা**, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৪০৩), পৃ. ১৭; সুয়ূতী, **তাদরীবুর রাবী**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ৩
জাল ও যঈফ হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

জাল হাদীসের উৎপত্তি

যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে বিভিন্ন যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এমনকি জন্মভূমিও ছেড়ে দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবেসে সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, যুদ্ধ-জিহাদে পাশে এসে দাড়িয়েছেন, নিজেদের গাঁয়ে তীর, তলোয়ারের আঘাত সহ্য করেছেন কিন্তু রাসূলের গাঁয়ে কাটা বিধবে সহ্য করেনি তারা সেই রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস তৈরি করে বর্ণনা করবে এটা কল্পনাও করা যায় না।

তবে অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এক শ্রেণির অসাধু লোক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাসূলের নামে হাদীস তৈরি করে প্রচার করে। জাল হাদীসের উৎপত্তি কখন থেকে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তথ্যসহ বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি।

জাল হাদীসের সূচনাকাল সম্পর্কে যঈফ ও জাল হাদীসের বর্জন গ্রন্থে এসেছে ঃ ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের শেষদিকে এবং হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন ও রাজনৈতিক মত পার্থক্যেকে কেন্দ্র করে হিজরী ১ম শতাব্দীর শেষার্ধে জাল হাদীসের সূচনা হয়।[১]

ড. আবূ শাহবা এর মতে জাল হাদীসের সূচনা হয় ৪০/৬৬১ সন থেকে। ইসলামকে পৃথিবীর জমীন থেকে মুছে ফেলার জন্য ইহুদী আব্দুলøাহ ইবন সাবা আলী (রা.) এর পক্ষে জাল হাদীস রচনা করে প্রচার শুরচ করে। সে বলে বেড়াত যে, আলী (রা.) হচ্ছেন নবী (সাঃ) এর ওসী। তার বর্ণিত জাল হাদীসটি হলো ঃ প্রত্যেক নবীরই একজন ওসী ছিল। আর আমার ওসী হলো আলী।[২] এভাবে রাসূলের নামে জাল হাদীস রচিত হলো।

---

১. মুযাফফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
২. আবূ বকর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

জাল হাদীসের সূচনা প্রসঙ্গে ফাজরচ্ল ইসলাম গ্রন্থে এসেছে ঃ জাল হাদীসের উৎপত্তি রাসূল (সাঃ) এর যুগ হতে।[৩] মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন। আব্দুলøাহ ইবন বুরাইদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। মদীনার পার্শ্ববতী একটি গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, রাসূল (সাঃ) আমাকে তোমাদের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায় দ্বারা ফায়সালা করতে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে লোকটি জাহিলিয়াতের যুগে সেই গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানায়। তারপর এ মিথ্যা কথা বলে লোকটি সেই মহিলার নিকট গেল। এ ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নবীর কাছে লোক পাঠালে নবী বলেন, আলøাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।[৪]------ এ জন্য রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়। (বুখারী)

আস-সুন্নাহ গ্রন্থে জাল হাদীসের উৎপত্তি সম্পর্কে এসেছে ঃ উসমান (রা.) (২৩/৬৪৩-৩৫/৬৫৫) এর খিলাফতের শেষদিকে এবং হযরত আলী (রা.) এর আমলে বিভিন্ন সমস্যা ও রাজনৈতিক মতবিরোধ তৈরি হয়। তার কারণে জাল হাদীসের উৎপত্তি হয়।[৫]

হাদীস সংকলনের ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ইসলামের চতুর্থ খলীফা ও আমীরে মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফীনের যুদ্ধে (৩৬ হিজরি) সালিশীকে কেন্দ্র করে মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয়। এভাবে খারেজীদের দ্বারা জাল হাদীসের সূত্রপাত হয়।[৬]

মুদ্দাকথা, হযরত উসমান (রা.) এর খেলাফতের শেষদিকে এবং আলী (রা.) এর খেলাফতের সময়ে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে জাল হাদীসের সূত্রপাত হয়। যদিও এর ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল বহু পূর্ব থেকে।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) মানুষকে সালিশ নিযুক্ত করে কবীরা গুণাহ করেছে। তার এই সিদ্ধান্ত না মেনে স্বতন্ত্র ধর্মীয় দলের রূপ

---

৩. আহমাদ আমীন, অধ্যাপক, **ফাজরুল ইসলাম**, ১০ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৩৮৯/১৯৬৯), পৃ. ২১১।

৪. আহমাদ ইবন মুহাম্মদ, আত-তাহাবী, **মুশকিলুল আসার**, ১ম সংস্করণ, (হিন্দুস্তান, দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৩/১৯১৫), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৫।

৫. মুস্তাফা আস-সুবাঈ, ডক্টর, **আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরিইল ইসলামী**, ৩য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২, পৃ. ৭৮-৭৯।

৬. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২।

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করে। এরাই খারেজী নামে পরিচিত। আর এই খারেজীদের হাতে আলী (রা.) শহীদ হন। সর্বপ্রথম হত্যার রাজনীতি খারেজীরা শুরচ করে।[৭]

ইবন সাবার দৃষ্টিতে ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র মদিনা থেকে বহুদূর হওয়ায় প্রধান সেনানিবাস বসরা, কূফা ও মিসরই ছিল তার অপকর্ম করার কেন্দ্রস্থল। আলী (রা.) এর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে বলে বেড়াত যে, কুরআনের ইলম ছাড়াও এক প্রকারের বিশেষ ইলম আছে যা আলী রাসূল (সাঃ) থেকে পেয়েছেন। সে বলে বেড়াত যে, আলী মৃত্যুবরণ করেনি। তিনি মেঘের সাথে জীবিত রয়েছেন। মেঘের গর্জন তার আওয়াজ এবং বিদ্যুৎ তাঁর হাসি। তার অনুসারীরাও এ কথা বিশ্বাস করে। আলীকে হত্যা করা হয়নি বরং তার আকৃতির একটি শয়তানকে হত্যা করা হয়েছে। হযরত আলী আবার দুনিয়াতে ফিরে আসবেন ও পৃথিবীতে ইনসাফ কায়েম করবেন।[৮] এভাবে সে তার অনুসারী নিয়ে আলী (রা.) সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়াতে থাকে। হযরত আলী (রা.) তার শাসনামলে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হন। বিশেষ করে ইবন সাবার[৯] ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে তার অনুচরদেরসহ বিচারের সম্মুখীন করতে খলীফা একটুও দেরী করেননি। পরিশেষে তার অনুসারীসহ সকলকে এমন শাস্তি প্রদান করলেন যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সকলকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন।[১০]

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, খিলাফতের দায়িত্ব পালন, পরিবার-পরিজন দেখাশুনা, ধর্মীয় পরিস্থিতি মোকাবেলা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার

---

৭. মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, শেখ, **ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ**, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২৫৪-৫৫।

৮. আবদুল আযীয, শাহ, **আত-তুহফাতুল ইসনা আশারিয়াহ** (সৌদি আরব ঃ ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ১০; আব্দুল কাদির, ইবন তাহির, **আল ফারকু বাইনাল ফিরাক**, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, তারিখ বিহীন), ২২৫, ২৩৩।

৯. ইবন সাবা ঃ পুরো নাম ঃ আব্দুল্লাহ ইবন সাবা। এই ইহুদী সন্তান সাবায়ীদের প্রতিষ্ঠাতা। সে ইয়েমেনের অধিবাসী। সাবায়ীরা আলীকে খোদা বা অবতার মনে করে। তাদের মতে মেঘের গর্জন যেহেতু তারই আওয়াজ, সে জন্য তারা মেঘের গর্জন শুনলেই বলে 'ওয়া আলাইকাস সালাম ইয়া আমীরাল মুমিনীন। (ইবন তাহির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫-২৩৪)।

১০. আহমাদ ইবন আলী, ইবন হাজার, **লিসানুল মীযান**, ১ম সংস্করণ, (লাহোর ঃ তারিখ বিহীন), ১ম খন্ড, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সমাধানকল্পে হযরত আলী (রা.) সাবায়ীদেরকে পুড়িয়ে মারলেও সম্পূর্ণ শেষ করতে পারেননি বা সুযোগ পাননি।[১১]

জাল হাদীসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছে ঃ আলী (রা.) সাবায়ীদের বিচার করলেও হাদীস জাল করার কু-আদর্শ প্রতিহত করতে পারেননি। যার কারণে উমাইয়াদের আমল ও আব্বাসীয়াদের আমলেও বহু হাদীস জাল করা হয়েছে।[১২] কেহ ইসলাম ধ্বংসের কাজে কেহ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য, আবার কেহ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য জাল হাদীস প্রচার করে।

যেহেতু জাল হাদীস তৈরি করার মৌলিক কারণ হচ্ছে ধর্মীয় মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক কোন্দল। তাই এ সময়ের ভিতরে ইসলামের নামে শীয়া, সুন্নী, খারেজী, মুরজিয়া, জাবরিয়া, কাদিরিয়া[১৩], জাহমিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেকে তার স্ব-স্ব মতের দিকে যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। যার ফলশ্রুতিতে হযরত উসমান ও আলী তাদের হাতে শহীদ হয়। হত্যার রাজনীতি শুরচ হয়ে আজও অব্যাহত আছে। যার পরিণতি দুনিয়াতে ভাল হয়নি ও আখেরাতেও হবে না। হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে উৎপত্তি হয়ে এর ক্রমবিকাশ অব্যাহত রয়েছে। আলিম-উলামা, বক্তা,

---

১১. মুহাম্মদ আলী, **শীয়া মতবাদ ও ইসলাম**, ১ম সংস্করণ (ঢাকা ঃ দারুল ইফতা বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ৩।

১২. নূর মোহাম্মদ আজমী, মাওলানা, **হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা.) লি. ২০০৮), পৃ. ১১২।

১৩. **কাদিরিয়া ঃ** এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) (১০৭৮-১১৬৬)। তিনি পারস্যের গীলান বা জীলান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮/ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ গমন করেন। সেখানে কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও মানতিক শিক্ষা শেষ করে বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সূফী আবুল খায়ের মুহাম্মদ ইবন মুসলিম দরবেশের নিকট তাসাউফ শিক্ষা লাভ করেন এবং শেখ আবূ সাঈদ মাখজুমী এর নিকট থেকে খিরকা বা সূফীদের বিশিষ্ট পরিধান লাভ করেন। তিনি উচুস্তরের বাগ্মী, পন্ডিত ও শ্রেষ্ঠ সূফী-সাধক ছিলেন। এই তরীকার খাস তালীম হল কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ১২টি হরফ। তাদের বক্তব্য হল এই নুক্তাবিহীন ১২টি হরফের মাঝে পৃথিবীর সকল রহস্য লুকায়িত আছে। এই কালিমাকে চিনলে, জানলে ও সঠিকভাবে গবেষণা করলে সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হবে। (-মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, **গাউসুল আজম জিলানী (রহঃ)'র সংস্কার ও তরীকা**, (চট্টগ্রাম ঃ আন্দরকিল্লাহ, ২০০২), পৃ. ১০; ফকীর আব্দুর রশীদ, **সূফী দর্শন**, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বস্তরের, দায়িত্বশীল জাল হাদীসের গতিরোধ করতে না পারলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

যঈফ হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

ত্রচটিপূর্ণ রাবী সনদের মধ্যে থাকার কারণে হাদীস যঈফ সাব্যস্ত হয়। ফাসিক, অভিযুক্ত ও ত্রচটিপূর্ণ ব্যক্তির কথা বা খবর গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আলøাহ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ[১৪]

– হে মুমিনগণ! যদি ফাসিক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে কষ্ট না পৌঁছাও যাতে পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন লজ্জিত হয়ে যাও।

যঈফ হাদীসের উৎপত্তি কখন থেকে হয়েছে তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে এ কথা বলা যায় যে, সমাজে যেহেতু জাল হাদীসের উৎপত্তি হয়েছে তাই তার সমসাময়িক সময়ে যঈফ হাদীসের উৎপত্তি হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যে যঈফ হাদীস সর্বদা অতিরিক্ত ধারণা প্রবণ।[১৫] যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিসগণ বিরামহীন, বিশ্রামহীনভাবে চেষ্টা করে যঈফ হাদীস নির্ণয় করে তা বর্জন করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম দুর্বল বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায় বলে সমাজের একশ্রেণির আলিম-উলামার সহযোগিতায় যঈফ হাদীসের ক্রমবিকাশ অব্যাহত রয়েছে। যার গতিধারা অব্যাহত থাকলে সহীহ হাদীস উপেক্ষিত হয়ে সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। ইসলামী ঐক্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যঈফ হাদীস বর্জন করা অতীব জরচরী।

---

১৪. সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৬।

১৫. ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী, **আল-কাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীসিয যঈফ,** (বৈরুত ঃ দারু ইবন হাযম, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ. ২৯; মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি,** পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ৪
হাদীস মৌযূ হওয়া এবং যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ কারা হাদীস মৌযূকারী এবং কারা যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী

হাদীস মৌযূ হওয়ার কারণ ঃ

বিশেষ রাজনৈতিক কারণে হাদীস রচনা করা হয়। প্রথমত হযরত আলী (রা.) কে কেন্দ্র করে জাল হাদীস তৈরি হয়। নাবী (সাঃ) এর নামে চালিয়ে দেয়া আলী (রা.) এর খিলাফতের সমর্থনে নিম্নের জাল হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। রাসূল (সাঃ) বিদায় হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় 'গাদীরে খাম' বা খুম নামক স্থানে সাহাবীগণকে সমবেত করে আলী (রা.) এর হাত ধরে বলেন ঃ

هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه[১]

– এই আলী আমার ওসী আমার ভাই ও আমার পরে খলীফা। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আদেশ পালন করবে।

আলী (রা.) এর মর্যাদা বৃদ্ধি ঃ হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অতি আবেগি সমর্থক হাদীস জাল করে।

من لم يقل على خير الناس فقد كفر[২]

– আলী (রা.) কে যে, সর্বোত্তম ব্যক্তি বলল না, সে কুফরী করল।

কাউকে তিরস্কার করার জন্য ঃ একজন অন্যজনকে তিরস্কার করার জন্য জাল হাদীস তৈরি হয়েছে। মুয়াবিয়া (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.) এর নিন্দায় জাল হাদীস তৈরি হয়েছে ঃ

اللهم أركسهما في الفتنة ودعهما في النار دعا[৩]

– হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে যুদ্ধে জড়াও এবং উভয়কেই জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।

---

১. আস-সুবাঈ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০; মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪।

২. মুহাম্মদ ইবন আলী, আশ-শাওকানী, **আল-ফাওয়াইদুল মাজমু'আহ**, (মক্কা আল-মুকাররমা ঃ তারিখ বিহীন), পৃ. ৩৪৭।

৩. আস-সুবাঈ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কিছু ভালো মনে করে ঃ কোন কিছুকে ভালো মনে জাল হাদীস তৈরি হয়েছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন ঃ আমাকে শীয়াদের এক শায়খ বললেন, 'আমরা যখন এক জায়গায় সমবেত হতাম, তখন কোন কিছুকে ভাল মনে করলে তাই হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতাম।[৪]

ব্যক্তির প্রশংসায় ঃ যারা মুয়াবিয়াকে অতি ভক্তি প্রদর্শন করত তারা হাদীস জাল করে প্রচার শুরু করে। 'তোমরা যখন মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বারে দাড়ানো অবস্থায় খুৎবা দিতে দেখবে, তখন তাকে তোমরা গ্রহণ করিও, কেননা সে বড়ই বিশ্বস্ত-আমানতদার ও সুরক্ষিত।[৫]

খলীফাদের মন জয় করা ঃ নিজেদের খলীফার মান সম্মান উচ্চ করা ও খলীফার মন জয় করার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করা হয়। তৃতীয় আব্বাসীয় খলীফা মুহাম্মদ মাহদী (১৫৮-১৬৯ হিজরি) উন্নত জাতের কবুতর উড়াত। গিয়াস ইবনু ইবরাহীম আন-নাখয়ী সনদ উল্লেখ করে রাসূল (সাঃ) এর নামে জাল হাদীস চালিয়ে দিলেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া ও পাখি ছাড়া আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই। মাহদী খুশি হয়ে ১০ হাজার দিরহাম হাদিয়া প্রদান করেন।[৬]

রাজা-বাদশাকে খুশি করার জন্য ঃ রাজা-বাদশাকে খুশি করার জন্য হাদীস জাল করা হয়েছে। খলীফা হারুন অর-রাশীদ রাষ্ট্রীয় সফরে মদিনায় এসে কালো শেরোয়ানী পরণে থাকায় মসজিদে নববীতে খুৎবা দিতে দ্বিধাবোধ করেন। আবুল বুখতুরী বর্ণনা করেন, আমাকে জাফর সাদিক বলেছেন, জিব্রাঈল কালো শেরোয়ানী পরিধান করে রাসূলের কাছে আগমন করেন। খলীফার মন জয় করার জন্য মিথা কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিলেন।[৭]

অধিক ধর্মপ্রাণ বানানোর জন্য ঃ মানুষের মাঝে ইসলামের বাণী প্রচার-প্রসারে, ওয়াজ-নসীহত দ্বারা অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো ও ইবাদতে উৎসাহিত

---

৪. আল-বাগদাদী, আল-খতীব, **আল-জামিউ লি-আখলাকির রাবী**, (মিশর ঃ দারুল কুতুব, তারিখ বিহীন), পৃ. ১৮।

৫. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৫।

৬. আহমাদ ইবনু আলী, খতীব বাগদাদী, **তারীখ বাগদাদ**, (তারিখ বিহীন), পৃ. ৩২৩-৩২৪।

৭. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঝিনাইদহ ঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৪৩৪/২০১৩), পৃ. ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য হাদীস মৌযূ করা হত। জান্নাতে মিশক ও জাফরানের হুর থাকবে। তাদের নিতম্ব হলো এক মাইল এক মাইল। আল্লাহ ওলীদেরকে স্থান দিবেন শ্বেতমণির প্রাসাধে। এতে থাকবে ৭০ হাজার গুম্বুজ বিশিষ্ট ৭০ হাজার কামরা। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।[৮]

ইমামের প্রশংসায় ঃ নিজেদের প্রিয় ব্যক্তি বা ইমামের প্রশংসায় হাদীস জাল করা হয়েছে। যেমন, কাররামিয়ারা তাদের ইমামের পক্ষে জাল হাদীস রচনা করে প্রচার করে।

يجئ في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحي السنة والجماعة هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة.[৯]

– শেষ যুগে এমন একজন লোক আসবে যার নাম হবে মুহাম্মদ ইবন কাররাম। যে আমার সুন্নাত ও জাম'আতকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার খুরাসান থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত হিজরত করা আমার মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর্যায়ে গণ্য হবে। তাদের ইমামের পক্ষে ফাযাইলে মুহাম্মদ ইবন কাররাম নামে একটি কিতাব রচনা করা হয়। যার একটি হাদীসও সহীহ নয়।

যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণ ঃ

রাসূল (সাঃ) এর কোন কথাই যঈফ নয়। বর্ণনাকারীর বিভিন্ন দোষের কারণে হাদীস যঈফ হয়ে থাকে।

অসাবধানতা ঃ হাদীস বর্ণনাকারীদের অসাবধানতার কারণে যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

অসচেতনতা ঃ যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে তাদের কারণে অথবা গ্রহণকারীর অসচেতনতার কারণে যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

৮. ইবন কুতায়বা, **তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীস**, ১ম সংস্করণ, (মিশর ঃ ১৩২৬/১৯০৮), পৃ. ৩৫৭।

৯. আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, **আল-লা'আলীউল মাসনূ'আহ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ**, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৩/১৯৮৩), ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

ধারণাভিত্তিক ঃ বেশীরভাগ যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে রাবীর ধারণার ভিত্তিতে। যা কখনো কাম্য নয়।

আবেগ ঃ অনেক সময় দেখা গেছে উত্তম বাক্য হওয়ায় বিবেক বিসর্জন দিয়ে আবেগের কারণে যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অলৌকিক বিশ্বাস ঃ কোন ব্যক্তি গল্প বা কাহিনী বর্ণনা করায় কেউ কেউ অলৌকিক বিশ্বাস করার মাধ্যমে যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

গুরুত্ব না বুঝার কারণে ঃ যতগুলি কারণে যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মাঝে অন্যতম হলো যারা হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়েছেন। বর্ণনাকারীগণ অতটুকু মর্যাদা বা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যতটুকু গুরুত্ব রাসূল (সাঃ) এর হাদীসের রয়েছে।

আলেমদের শিথিলতা ঃ কোন কোন আলেমদের বক্তব্য হলো আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। আর এই সুযোগে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল-মুনকার হওয়াঃ সিকাহ রাবীর বিপরীতে যঈফ রাবীর বর্ণনাকে মুনকার বলে। নিম্নের হাদীসটি মুনকার–

يخرج قوم هلكي لا يفلحون قائدهم امرأة قائدهم في الجنة[১০]

– যাদের নেতৃত্ব দিবে নারী এমন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি প্রকাশ পাবে, তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবে না। তবে তাদের নেতৃত্ব দানকারী জান্নাতী হবে।

এই হাদীসের সনদে উমার ইবনু হাজান্না সম্পর্কে উকায়লীর অনুসরণ করে হাফিয যাহাবী বলেন, তাকে চেনা যায় না।

কারা হাদীস মৌযূকারী ঃ

যাদের মাধ্যমে ইসলামের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে বা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছে রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস তৈরি করে সমাজে চালিয়ে দিয়েছে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন হাদীস মৌযূকারীর নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১। হাতিম ঃ তার সম্পর্কে মুহাদ্দিগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তার পিতৃ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মিথ্যাবাদীর হাদীস নিম্নরূপ ঃ

---

১০. আবূ মানসূর ইবনু আসাকির, **আল-আরবা'উন ফী মানাকিবে উম্মাহাতিল মু'মেনীন**, তারিখ বিহীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

اشتراني النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية عشر دينارا فأعتقني فكنت معه اربعين سنة.[১১]

– নবী (সাঃ) আমাকে আঠার দীনারের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়ে আযাদ করে দেন। এরপর থেকে আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে থাকি।

হযরত আনাস (রা.) দশ বছর রাসূলের খিদমতে ছিলেন যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই মিথ্যাবাদী চল্লিশ বছর খিদমাতে থাকার ঘটনা কোন সহীহ গ্রন্থে নেই। অতএব সে যে, মিথ্যাবাদী তার বক্তব্য থেকে বুঝা যায়।

২। আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা ঃ এই ইহুদী বাহ্যত ঃ হযরত উসমান (রা.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেও গোপনে গোপনে ইসলাম ধ্বংসের বিভিন্ন কাজে অংশ নিতেন। এমনকি রাসূলের নামে মৌযূ হাদীস প্রচার করে। তার তৈরিকৃত মৌযূ হাদীস বহু রয়েছে তার মাঝে হযরত আলীকে কেন্দ্র করে মৌযূ হাদীস হলো ঃ 'আলী মোরতাজাই স্বয়ং খোদা বা খোদার অবতার'।[১২]

আল্লাহর যতগুলি সিফাতি নাম রয়েছে তার ভিতরে খোদা নেই। অপরদিকে খোদার অবতার আলী হওয়ার কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সৃষ্টিজীবের আকার ধারণ করা বা আকার ধারণ করে পৃথিবীতে আগমন করা ইসলামী শরী'আতের আকীদা পরিপন্থী। অতএব এই জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস রাখা অবস্থায় মৃত্যু হলে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হতে হবে।

৩। আসাদ ইবনুল কাসিম আত-তুরকী ঃ সে মৌযূ হাদীস রচনা করার পাশাপাশি নিজেকে সাহাবী পর্যন্ত দাবী করেছে। তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.[১৩]

---

১১. উমার ইব্ন হাসান, ফালাতা, ডক্টর, **আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস**, (দিমাশ্ক ঃ মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১/১৯৮১), পৃ. ১৭।

১২. নূর মোহাম্মদ আজমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১।

১৩. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ শামসুদ্দীন, আয-যাহাবী, **আত্-তাজরীদ,** ১ম সংস্করণ, (হায়দারাবাদ ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফাতিন্ নিযামিয়াহ, ১৩৩৫/১৯১৭), ১ম খন্ড, পৃ. ১৪; ফালাতা, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

– আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকদের জন্য দু'আ করেন।

ইমাম যাহাবী এই রেওয়াতকে মিথ্যা বলেছেন। তাঁর বিখ্যাত আত-তাজরীদ গ্রন্থেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এই বর্ণনাকে সত্য ধরে নিলে পিছনের কাতারে সালাত আদায় করতে কেউ রাজি হবে না। অপরদিকে মসজিদে সামনের বা প্রথম কাতারে দাড়ানো নিয়ে মারামারি করা শুরু হবে। যদিও প্রথম সারিতে দাড়ানোর ফযীলত রয়েছে তথাপি এই মৌযূ হাদীসের উপর বিশ্বাস করা প্রয়োজন নেই।

৪। বিশর ইবনু হুসাইন ঃ সে মিথ্যুক। তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

الحدة لا تكون إلا في صالحي أمتي وأبرارها ثم تفئ.[১৪]

– ধর্মীয় চেতনা শুধুমাত্র আমার উম্মাতের নেককার ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই হবে। অতঃপর তা ফিরে যাবে।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ বিশর ইবনু হুসাইন জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।

যদিও ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা বা চেতনা আল্লাহভক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশী জাগ্রত থাকে। তথাপি এই মৌযূ হাদীসের উপর ইয়াকীন করা ঠিক নয়।

৫। জাবালাত ইবনু সুলায়মান ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

الدنيا حرام على أهل الآخرة- والآخرة حرام على أهل الدنيا- والدنيا والآخرة حرام على أهل الله.

– আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য আখেরাত হারাম। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই হারাম আল্লাহওয়ালাদের জন্য।[১৫]

সে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মিথ্যুক। কোন বিবেকবান ব্যক্তি এমন হাদীস মেনে নিতে পারে না। রাসূল (সাঃ) এমন হাদীস বলতে পারেন না। আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

---

১৪. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, ২য় প্রকাশ, (রিয়াদ ঃ মাতকাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২০/২০০০), ১ম খন্ড, পৃ. ১০২।

১৫. পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

– তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন (সূরা বাকারা, ২ঃ ২৯)

সমাজে প্রচলিত এই মৌযূ হাদীস বর্ণনা করা ঠিক নয়।

৬। আবূ সাহাল বাদর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মাসীসী ঃ সে মিথ্যাবাদী ও মৌযূ হাদীস বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

من حج حجة الإسلام وزار قبري- وغزا غزوة وصلى على في المقدس – لم يسأله الله افترض عليه.

– যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ করবে, আমার কবর যিয়ারত করবে, একটি যুদ্ধে লড়াই করবে এবং কুদুস নগরীতে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে ঐ বস্তুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না, যা তার উপর ফরজ করা হয়েছে।[১৬]

এই হাদীসটি যে, রাসূল (সাঃ) এর উপর বানানো তাতে সন্দেহ না করা কোন বিবেকবান লোকের কাজ হতে পারে না। কারণ হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়া শরী'আতে আরো কাজ রয়েছে যা আদায় করা ফরজ। উক্ত জাল হাদীসের উপর ভরসা করে অন্যান্য ফরজ ইবাদাত ত্যাগ করা যাবে না।

৭। আবূ আসমা নূহ ইবন আবী মারইয়াম ঃ এই মিথ্যাবাদী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরার ফযীলত সম্পর্কে হাদীস জাল করে মানুষের মাঝে প্রচার করেছে।[১৭]

নিম্নে আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ জালকারীর নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

৮। ইবরাহীম ইবন আবূ সালিহ

৯। ইবরাহীম ইবন শুকর আল-উসমানী

১০। আবান ইবন সুফইয়ান আল-মাকদিসী

১১। ইবরাহীম ইবন সুলায়মান

১২। ইবরাহীম ইবন রাজা

১৩। ইবরাহীম ইবন যায়দ আত-তাফলীসী

১৪। ইবরাহীম ইবন সালাম

১৫। আবান ইবন আবূ আইয়াশ

---

১৬. পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৯।

১৭. আস-সুবাঈ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ইবরাহীম ইবন বকর আশ-শায়বানী
১৭। আবান ইবন জাফর আন-নুজাইরামী
১৮। আবান ইবনে মাহবার
১৯। ইবরাহীম ইবন আল-হাজ্জাজ।
২০। ইবরাহীম ইবন জুরাইজ আল-রাহাবী।
২১। ইবরাহীম ইবন সারমা আল-আনসারী
২২। ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন খালিদ
২৩। ইবরাহীম ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম
২৪। ইবরাহীম ইবন আলী আল-আমিদী।[১৮]
২৫। আহমাদ ইবন জাফর ইবন সাঈদ
২৬। আহমাদ ইবন জাফর ইবন ফযল
২৭। আহমাদ ইবন জামহুর আল-গাসসানী
২৮। আবরাদ ইবনুল আশরাস
২৯। ইবরাহীম ইবন মানকূশ আয-যুবাইদী
৩০। ইবরাহীম ইবন ফযল আল-ইস্পাহানী
৩১। আহমাদ ইবন হাসান আল-মাক্কী
৩২। আহমাদ ইবন হামিদ আবূ সালামা আস-সামারকান্দী
৩৩। আহমাদ ইবন হাফস আস-সাদী
৩৪। আহমাদ ইবন হুসাইন আশ-শাফিঈ
৩৫। আহমাদ ইবন আবূ ইসহাক
৩৬। আহমাদ ইবন আহজাম
৩৭। আহমাদ ইবন ইবরাহীম আল-মাযান্নী
৩৮। আহমাদ ইবন ইবরাহীম আল-বাযূরী
৩৯। আহমাদ ইবন সাঈদ
৪০। আহমাদ ইবন সালিম।
৪১। আহমাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন মাইসারা
৪২। আহমাদ ইবন আবদির রহমান
৪৩। আহমাদ ইবন আবদিল কারীম

---

১৮. আল-কিনানী, **তানযীহুশ শরী'আতিল মারফু'আহ**, (বৈরুত ঃ ১৩৯৯/১৯৭৯), ১ম খন্ড, পৃ. ১৯-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। উবাই ইবন নাফি ইবন আমর
৪৫। ইবরাহীম ইবন হিশাম ইবন ইয়াহইয়া
৪৬। আহমাদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াযীদ আল-বালখী
৪৭। আহমাদ ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম
৪৮। ইবরাহীম ইবন আলী আত-তাইফী
৪৯। ইবরাহীম ইবন উকাইল ইবন হারশ
৫০। ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ আস-সাঈদী
৫১। ইবরাহীম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র আল-কূফী
৫২। ইদরীস ইবন ইয়াযীদ
৫৩। আহমাদ ইবন ইয়াকুব আল বালখী
৫৪। ইসহাক ইবন ইবরাহীম
৫৫। আহমাদ ইবন মূসা আল-জুরজানী
৫৬। আহমাদ ইবন আল-কিনানা আশ-শামী
৫৭। ইসহাক ইবন ইবরাহীম আত-তাবারী
৫৮। ইসহাক ইবন খালিদ
৫৯। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন জাবির
৬০। আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আল হাজ্জাজ
৬১। ইসহাক ইবন ওয়াসিল
৬২। ইসহাক ইবনুল ইয়াসীন
৬৩। ইসমাঈল ইবন হাতিম আল-মারূযী
৬৪। আসাদ ইবন যায়দ ইবনুন নাজীহ আল-হাশিমী
৬৫। ইসমাঈল ইবন ফযল
৬৬। ইসমাঈল ইবন উবাইদ
৬৭। ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ
৬৮। ইসমাঈল ইবন মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ
৬৯। জাবির ইবন আবদিল্লাহ আল-ইয়ামামী
৭০। জাবির ইব্ন সুলাইম
৭১। আশ আস ইবন মুহাম্মদ আল-কিলাবী
৭২। সাওবান ইবন ইবরাহীম আল-মিসরী
৭৩। আসবাগ ইবন খলীল আল-কুরতুবী

Dhaka University Institutional Repository

৭৪। সামামা ইবন উবাইদ আবূ খলীফা আল-আবদী আল-বাসরী।
৭৫। আনাস ইবন আবদিল হুমাইদ
৭৬। সাবিত ইবন মূসা আদ-দাব্বী আল-কূফী
৭৭। আইয়ূব ইবনুয যুহাইর
৭৮। সাবিত ইবন হাম্মাদ আবূ যায়দ আল-বাসরী
৭৯। আইয়ূব ইবন আবদিস সালাম
৮০। তামাম ইবনুন নাজীহ
৮১। বাহুলুল ইবন উবাইদ আল-কান্দী আল-কূফী
৮২। বাযাম আবূ সালিহ, মাওলা উম্মে হানী
৮৩। বকর ইবন আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-কাবী
৮৪। বাহর ইবন কুনাইয আল-বাহিলী
৮৫। বকর ইবন যিয়াদ আল-বাহিলী
৮৬। বদর ইবন আবদিল্লাহ
৮৭। বারাকা ইবন মুহাম্মদ আল-হালাবী
৮৮। বকর ইবন খুনাইস আল কূফী আল-আবিদ
৮৯। বকর ইবন আসওয়াদ
৯০। বাশার ইবন আবদিল ওয়াহাব
৯১। জাবির ইবন ইয়াযীদ ইবন হারিস আজ-জুফী
৯২। হাসান ইবন দীনার আবূ সাঈদ আত-তামিমী
৯৩। জামি ইবনুস সাওয়াদ
৯৪। জুবাইর ইবন হারিস
৯৫। হাসান ইবন খারিজা
৯৬। আল জাররাহ ইবন মিনহাল
৯৭। হাসান ইবন আহমাদ আল-হামাদানী
৯৮। জাফর ইবন উৎবাহ ইবন আবদির রহমান
৯৯। হাসান ইবন আহমাদ আল-হারবী
১০০। জাফর ইবন আহমাদ ইবন আলী ইবন বায়ান
১০১। হাস্‌সান ইবনুল গালিব
১০২। জাফর ইবন ইদরীস আল-কাযবীনী
১০৩। হাস্‌সান ইবন বারহুন ইবন হাস্‌সান আস-সাকাফী

Dhaka University Institutional Repository

১০৪। জাফর ইবনুয যুবাইব
১০৫। হারাম ইবন উসমান আল-আনসারী আল-মাদানী
১০৬। জাফর ইবন আমির আল-বাগদাদী
১০৭। হাবীব ইবন আবূ হাবীব আয-যারতুতী
১০৮। জাফর ইবন আলী ইবন সাহল
১০৯। হামিদ ইবন হাম্মাদ আল-আসকারী
১১০। জাফর ইবন আবূ লাইস
১১১। আল-হারস ইবন আবদিল্লাহ আল-হামাদানী
১১২। জাফর ইবন মুহাম্মদ আল-খরাসানী
১১৩। হাতিম ইবন উসমান আল-আকিরী
১১৪। জামীল ইবনুল হাসান আল-আহওয়াযী
১১৫। জাফর ইবনুন নাসতুর
১১৬। জাফর ইবন হারুণ আল-ওয়াসিতী
১১৭। জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবন হিবাতুল্লাহ
১১৮। খালিদ ইবন ইসমাঈল ইবন ওয়ালীদ
১১৯। হাসান ইবন উসমান ইবন আয-যিয়াদ
১২০। খারিজা ইবন মাস'আব
১২১। হাসান ইবন আলী আস-সামিরী
১২২। হাইয়ান ইবন আবদিল্লাহ
১২৩। হাসান ইবন আলী ইবন আয-যাকারিয়া
১২৪। হুমাইদ ইবন আলী ইবন হারুন আল-কাইসী
১২৫। হাসান ইবন আলী আন-নাখঈ
১২৬। হামযাহ ইবন আবূ হামযাহ আল জূফী
১২৭। হাসান ইবন ফযল।
১২৮। হামযাহ ইবন ইসমাঈল আত-তাবারী
১২৯। হাসান ইবন লাইস ইবন আল-হাজির
১৩০। হাম্মাদ ইবন আস-সাঈদ
১৩১। হাসান ইবন মুসলিম আল-মারুযী
১৩২। হাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবনুল মুখতার
১৩৩। হুসাইন ইবন ইবরাহীম আল-বাবী

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪। হাকাম ইবন আবদিলাহ ইবনুল খাত্তাফ
১৩৫। হুসাইন ইবন আহমাদ
১৩৬। হাকামা বিনত উসমান
১৩৭। হুসাইন ইবন আহমাদ আল-কাদিসী
১৩৮। হাফস ইবন আমর ইবন দীনার
১৩৯। হুসাইন ইবন ইসহাক আল-বাসরী
১৪০। হুসাইন ইবন আবদিল আউয়াল
১৪১। যুহাইর ইবন আলা
১৪২। যিয়াদ ইবন আবূ হাফসাহ
১৪৩। যাকারিয়া ইবন হাকীম আল-হাবতী
১৪৪। যুরআ ইবন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী
১৪৫। যিয়াদ ইবন মাইমূন আল-সাকাফী
১৪৬। রুকন ইবন আবদিল্লাহ আশ-শামী
১৪৭। রাজা ইবন সালামা
১৪৮। যায়দ ইবন হাসান ইবন যায়দ
১৪৯। রতন আল হিন্দী
১৫০। রবী ইবন মাহমূদ
১৫১। যায়দ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী
১৫২। রাশিদ ইবন মা'বাদ
১৫৩। সালিম ইবন আবদিল আলা
১৫৪। যাকির ইবন মূসা ইবন আশ-শায়বা
১৫৫। সা'আদ ইবন তারীফ আল-আসকাফ
১৫৬। দীনার ইবন আবদিল্লাহ
১৫৭। সা'আদ ইবন আলী আল-কাযী
১৫৮। খলীল ইবন আবদিল মালিক
১৫৯। সা'ঈদ ইবন জাবির ইবন মূসা
১৬০। সালাম ইবন রাযীন
১৬১। সালমা ইবন হাফস আস-সা'দী
১৬২। দাউদ ইবন ইয়াহইয়া আল-মাদানী
১৬৩। সুলায়মান ইবন আহমাদ

Dhaka University Institutional Repository

১৬৪। দাউদ ইবন ওয়ালীদ
১৬৫। দাউদ ইবন আমর
১৬৬। সুলায়মান ইবন আমর আবূ দাউদ
১৬৭। সুলায়মান ইবন ঈসা
১৬৮। দাউদ ইবন আবূ সালিহ আল-মাদানী
১৬৯। দাউদ ইবন সুলায়মান ইবন জুন্দল
১৭০। সুলায়মান ইবন উসমান আল-ফাওযী
১৭১। সাম'আন ইবনুল মাহদী
১৭২। দাউদ ইবনুল রাশিদ
১৭৩। দাউদ ইবনুল আইয়ূব
১৭৪। দাউদ ইবন ইবরাহীম
১৭৫। নাসতূর আর-রুমী
১৭৬। সাহল ইবন আলী
১৭৭। সাইফ ইবনুল মিসবীন
১৭৮। শাবীব ইবন সুলাইম
১৭৯। খালিদ ইবন কিলাব
১৮০। সালিহ ইবন আখতার
১৮১। সালিহ ইবন হাইয়ান
১৮২। সুবাইহ ইবন সাঈদ
১৮৩। সালিহ ইবন মুহাম্মদ আত-তিরমিযী
১৮৪। খুসাইব ইবনুজ জাহাদার
১৮৫। আবদুল আযীয ইবন আমর
১৮৬। আবদুস সালাম ইবন আবদিল কুদ্দুস
১৮৭। আবদুর রহমান ইবন ইসহাক
১৮৮। সাখর ইবন মুহাম্মদ আল-হাজী
১৮৯। যাহ্হাক ইবন হামযাহ
১৯০। দিরার ইবন মাসউদ
১৯১। যিয়া ইবন মুহাম্মদ আল-কূফী
১৯২। আব্দুল্লাহ ইবন আলী আল-বাহিলী
১৯৩। আব্বাস ইবন মুহাম্মদ আল-মুরাদী

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪। আব্বাস ইবন হাসান আল-বালখী

১৯৫। আসিম ইবন তালহা

১৯৬। যাফর ইবনুল লাইস

১৯৭। তাহির ইবন ফযল আল-হালাবী

১৯৮। উবাইদ ইবন কাসীর ইবনুল কায়স

১৯৯। আমির ইবন মুহাম্মদ আল মিসরী

২০০। তাহির ইবন হাম্মাদ ইবন আমর

এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হাদীস জালকারীর নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হলো। উল্লেখ থাকে যে, হাদীস জালকারীর নামের সাথে কিছু যঈফ হাদীস বর্ণনাকারীর নাম চলে আসা অস্বাভাবিক নয়। কারণ কোন কোন মুহাদ্দিস এ মন্তব্য করেছেন।

হাদীস জালকারী দল বা গোষ্ঠী ঃ

খারেজী ঃ যে সকল দল বা সম্প্রদায় হাদীস জাল করেছে খারেজী[১৯] তাদের মাঝে অন্যতম। যেমন, ইবন লাহী'আ বর্ণনা করেন,

إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم فأنا كنا إذا هو ينا أمرا صيرنه حديثا

– এই হাদীসসমূহ দ্বীন ইসলামের অন্যতম ভিত্তি। দ্বীনের এই ভিত্তিগত জিনিস তোমরা যার নিকট হতে গ্রহণ কর, তার প্রতি দৃষ্টি রাখ। কেননা

১৯. খারেজী ঃ ইসলামের ইতিহাসে ঐ সম্প্রদায়কে খারেজী বলা হয়। যারা সিফ্ফীনের যুদ্ধে সালিশকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রা.) এর দল ত্যাগ করে আলাদা হয়ে যায়। এরা উগ্রপন্থী। তাদের মতের বিরুদ্ধে কিছু বললে অস্ত্রধারণ করতে দেরি করে না।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যখন কোন কিছু ইচ্ছে করতাম তখনি এটাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিতাম।[২০]

শীয়া ঃ যারা জাল হাদীস রচনা করেছে তাদের মাঝে সর্বপ্রথম জালকারী সম্প্রদায় হলো শীয়া।[২১] তারা নিজেদের মতের পক্ষে হাদীস জাল করে। শীয়া সম্প্রদায়ের মুখতার ইবনে আবূ উবাইদ প্রকাশ্যে হাদীস জাল করতেন। তিনি জনৈক মুহাদ্দিসকে বলেন, 'আমার জন্য রাসূলের নামে এমন কিছু হাদীস রচনা কর, যা দ্বারা প্রমাণ হবে যে, তিনি (মুখতার) তাঁর পরে খলীফা হবে।[২২]

শীয়াদের সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহঃ) এর অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করা যাবে না এবং তাদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করা যাবে না।[২৩]

হযরত আলীকে কেন্দ্র করে এই শীয়া সম্প্রদায় অগণিত হাদীস জাল করে প্রচার করেছে তার ইয়াত্ত্বা নেই। তাদের মতে হযরত আলী (রা.) কোন ভুল করতে পারে না। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভুল ছিলেন। তাঁর সকল সিদ্ধান্তই সঠিক।[২৪]

যিন্দীক সম্প্রদায় ঃ হাদীস জালকারীদের মাঝে যিন্দীক সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করে কখনো শীয়া, কখনো সূফী আবার কখনো দার্শনিক সেজে ইসলাম ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে। তাদের রচিত জাল হাদীস হল ঃ

---

২০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩

২১. শীয়া ঃ হযরত আলী (রা.) এর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে, একদল লোক বলতে থাকে রাসূল (সা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো হযরত আলী। তিনিই বৈধ খলিফা। আলীর বংশধর একমাত্র ইমামতের প্রকৃত হকদার। এরাই শীয়া নামে পরিচিত। (-মুহাম্মদ ইবন আবদিল করিম, আশ-শাহরিস্তানী, আল-মিলাল ও ওয়ান নিহাল, ২য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৬৫/১৯৭৫), পৃ. ১৯৫।

২২. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩।

২৩. ইবন তাইমিয়া, **মিনহাজুস সুন্নাহ**, (মিসর ঃ মাকতাবাতুল আমীরিয়াহ, ১৩২১/১৯০৩), ১ম খন্ড, পৃ. ১৩।

২৪. আবুল হাসান, আল-আশয়ারী, **মাকালাতুল ইসলামিঈন ওয়া ইখতিলাফিল মুসাল্লীঈন**, (কায়রো ঃ মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, তারিখ বিহীন), ১ম খন্ড, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

رأيت ربي ليس بيني وبينه حجاب فرأيت كل شيئ منه حتى رأيت ياجا مخوصا من اللؤلؤ.

– আমি আমার রবকে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তাঁর ও আমার মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। আমি তাঁর সবকিছুই দেখেছি। এমনকি মুক্তা জড়ানো বিশেষ মুকুটটিও।[২৫]

এরা প্রথমে মানুষদেরকে ভালো কাজের উপদেশ দেয়। যেমন, দুনিয়ার যাবতীয় অশ্লীলতা ছেড়ে দরবেশী জীবন-যাপন করা, আখেরাতের কর্ম করা। তারপর বলে গোশত খাওয়া হারাম, গোসল করা ঠিক নয়। দু খুদার প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান করে। ভাইবোনের বিবাহ, প্রস্রাব দ্বারা গোসল করাকে হালাল মনে করে তারা মানুষদেরকে বিপদগামী করার উদ্দেশ্যে ছোট বাচ্চা চুরি করে থাকে।[২৬]

ভাষার দ্বন্দ্ব ঃ যার যার ভাষার মর্যাদা ঠিক রাখার জন্য হাদীস জাল করা হয়েছে। যেমন বলা হয়-

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية.

– নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন ক্রোধান্বিত হন, তখন ওহী নাযিল করেন আরবী ভাষায়, আর যখন খুশি থাকেন, তখন ওহী নাযিল করেন ফারসী ভাষায়।[২৭]

মুরজিয়া সম্প্রদায় ঃ হাদীস জাল করণে এই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের নাম রয়েছে। তারা মানুষদেরকে আল্লাহর ক্ষমার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ফরজ কাজ পরিত্যাগ করা, কবীরা গুণাহসহ বিভিন্ন প্রকারের পাপাচারে উৎসাহিত করত। তারা বলে, 'আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর মা'রিফতের নামই ঈমান। আমল

২৫. আস-সুবাঈ, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৪।

২৬. মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, **তারীখুত তাবারী**, (কায়রো ঃ দারুল মা'রিফা, তারিখ বিহীন), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪।

২৭. আবদুর রহমান ইবনু আলী, ইবনুল জাওযী, **আল-মাওযূআত**, (করাচী ঃ মুহাম্মদ সা'ঈদ এন্ড সন্স, ১৩৮৬/১৯৬৬), ১ম খন্ড, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

এর ঈমানের অর্ন্তভুক্ত নয়'।[২৮] তারা আরো বলে থাকে যে, কোন মানুষ যদি শিরক না করে তাওহীদের উপর প্রাণ ত্যাগ করে তাহলে পরকালে নাজাতের জন্য যথেষ্ট। এই আকীদাপন্থী মানুষ বলে, শিরক হতে নিকৃষ্ট যত বড় পাপ মানুষ করুক না কেন আল্লাহ অবশ্যই মাফ করে দিবেন।[২৯]

যেমন, মুরজিয়ারা নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাল রচনা করে বলে বেড়াত।

قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك نسألك عن الإيمان أيزيد أو ينقص؟ قال الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي. وزيادته كفر ونقصانه كفر.[৩০]

– সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা.) এর নিকট আগমন করে বললো যে, আমরা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। তিনি বললেন, ঈমান অন্তরে পাহাড়ের ন্যায় বদ্ধমূল থাকে। এর হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাস করা কুফরীর শামিল।

ভন্ড সূফী সম্প্রদায় ঃ সাধারণ মানুষ থেকে একটু আলাদা হয়ে সূফী নাম ধারণ করে নিজেদের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য বহু হাদীস জাল করে প্রচার করেছে।

এক শ্রেণির ভন্ড সূফীদের বিশ্বাস পীরের বারজাখ, মৃত পীরের সাক্ষাৎলাভ ও গুরুধ্যান ইত্যাদি তারা কাশ্‌ফ দ্বারা হাসিল করে থাকে। তাদের এই আকিদা-বিশ্বাস মুহাদ্দিসগণ দলীল, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ভুল প্রমাণ করলেও তারা মানতে রাজি নয়। যদি বলা হয় এ হাদীস জাল। তখন তারা বলে 'জাল বললেই জাল'? আমরা স্বপ্নযোগে বা কাশ্‌ফ দ্বারা রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে জেনে নিয়েছি। রাসূল আমাদিগকে এই হাদীস সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তারা বহু সহীহ হাদীসকেও জাল বলে চালিয়ে দিয়ে থাকে।[৩১]

---

২৮. আবূ জাফর, আত-তাবারী, **তাহযীবুল আ-সা-র** (কায়রো ঃ মাতবা'আতুল মাদানী, তারিখ বিহীন), পৃ. ৬৬০।

২৯. মুহাম্মদ ইবন আবদিল করীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

৩০. ইবনুল জাওযী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১।

৩১. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, **মোস্তফা চরিত**, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য আফসোস করে ইমাম মালিক (রহ.) বলতেন ঃ মদিনাতে বহু দরবেশ রয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের কাছে আমানত রাখতে রাজি আছি কিন্তু তাদের থেকে বর্ণনাকৃত একটি হাদীসও আমি গ্রহণ করতে রাজি নই।[৩২]

কাহিনীকার সম্প্রদায় ঃ কথক বা কাহিনীকার সম্প্রদায় হাদীস জাল করণে ভূমিকা রাখে, এরা জানা-অজানা, কিস্‌সা-কাহিনী সুললিত কণ্ঠে বর্ণনা করে থাকে। তাদের একটি জাল হাদীস হলো ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ মানুষ যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ তার প্রত্যেক শব্দ হতে এক-একটা পাখি সৃষ্টি করেন যার ঠোঁট স্বর্ণের আর পালক মুক্তার।[৩৩] এদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন একদিন ইবন উমর জনৈক কথককে তাঁর মজলিস থেকে চলে যেতে বলেন, ঐ কথক যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন ইবন উমর পুলিশ ডেকে কথককে মজলিস থেকে বের করে দেন।[৩৪]

যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী ঃ

১। সুলায়মান ইবনু দাউদ আল-ইয়ামামী ঃ সে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যঈফ হিসেবে পরিচিত। যেমন, তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ

لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد[৩৫]

– মসজিদ ছাড়া মসজিদের প্রতিবেশীর সালাত হবে না।

২। আম্বাসা ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের নিকটে সে যঈফ হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস ঃ

تعشوا ولو بكف من خشف فإن ترك العشاء مهزمة.

– তোমরা নৈশ খাদ্য গ্রহণ কর যদিও তা নিকৃষ্ট মানের খাদ্যের এক হাতের তালু পরিমাণও হয়। কারণ নৈশ খাদ্য পরিত্যাগ করা বাধর্ক্যের কারণ।[৩৬]

---

৩২. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩; আমীন আবু লাবী, ডক্টর, **ইলমু উসূলিল জারহি ওয়াত তা'দীল**, তারিখ বিহীন, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

৩৩. আল-কিনানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৩৪. আস-সয়ূতী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮।

৩৫. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৩৬. হাসান ইবনু মুহাম্মদ, সাগানী, **আহাদীসুল মাওযূ'আহ**, ২য় প্রকাশ, (দামেশক ঃ দারুল মামূন, ১৯৮৫), পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সাঈদ ইবনু মুহাম্মদ আল-ওররাক ঃ তার সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ সে দুর্বল বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত হাদীস

السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار- والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار وجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل[৩৭]

– দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, নিকটবর্তী জান্নাতের এবং নিকটবর্তী মানুষের আর দূরবর্তী জাহান্নামের। অপরপক্ষে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং লোকদের থেকেও দূরে আর নিকটবর্তী জাহান্নামের। অজ্ঞ দানশীল আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় বখীল আবেদ থেকে।

৪। যুহায়ের ইবনু মুহাম্মদ আত-তামীমী ঃ মুহাদ্দিসগণ তার হাদীস গ্রহণ করেননি। সে দুর্বল হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস হলো-

لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة[৩৮]

– নারীদের সাথে মিলিত হবার সময় তোমরা বেশী কথা বলবে না, কারণ তা থেকে বোবা ও ধবল রোগের সৃষ্টি হয়।

৫। মুহাম্মদ ইবনু উসমান ঃ হাদীস বর্ণনায় তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস-

حق الجوار إلى اربعين دارا وهكذا وهكذا وهكذا يمينا وشمالا وقدام وخلف[৩৯]

– প্রতিবেশীদের হক হচ্ছে চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত। এদিকে এদিকে তথা ডানে-বামে, সম্মুখে ও পিছনে।

৬। হাসান ইবনু আবী জাফার আল জা'ফারী ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন। তার বর্ণিত হাদীসটি হলো ঃ

من قرأ (قل هو الله أحد) مئتي مرة غفرت له ذنوب مئتي سنة.[৪০]

---

৩৭. ইবনুল জাওযী, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।

৩৮. আবদুর রহমান ইবন আবী বকর, জালাউদ্দিন আস-সুয়ূতী, **আল-লা' আলীউল মাসনূ'আহ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০।

৩৯. হাফিয ইরাকী, **তাখরীজুল ইহইয়া**, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৪), ২য় খন্ড, পৃ. ১৮৯।

৪০. আস-সুয়ূতী, **আল-লা আলী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

– যে ব্যক্তি কুলহু আল্লাহ আহাদ সূরা দুইশত বার পাঠ করবে, তার দুইশত বছরের গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

৭। হুসাইন আল-আশকারী ঃ তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين- والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب.[৪১]

– অগ্রগামী হচ্ছে তিনজন ঃ মূসা (আ.) এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইউশা ইবনু নূন, ঈসা (আ.) এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে ইয়াসিনের সাথী এবং মুহাম্মদ (সা.) এর দিকে অগ্রগামী হচ্ছে আলী ইবনু আবী তালিব।

৮। মুহাম্মদ ইবনু আল ফিরইয়ারী ঃ তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু দুর্বলই নন কেহ কেহ তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তার বর্ণনাকৃত হাদীস হলো ঃ

هذه يد لا تمسها النار.[৪২]

– এই হাতকে আগুন স্পর্শ করবে না।

(সায়াদ ইবনু আবূ মু'য়াযের হাতকে চুমু খেয়ে রাসূল (সা.) এ কথা বলেন)

৯। শুরায়েক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী ঃ হাদীস বর্ণনায় সে দুর্বল ব্যক্তি। তার বর্ণিত হাদীস হল ঃ

نهينا عن صيد كلب المجوسي وطائرة.[৪৩]

– আমাদেরকে অগ্নিপূজকের কুকুর ও তার পাখী দ্বারা শিকারকৃত পশু (ভক্ষণ করা) হতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম বাইহাকীও দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১০। ইসহাক ইবনু আব্দিল্লাহ ঃ এই ইসহাকের ভিন্ন নাম রয়েছে। সে ইবনু আবী ফারওয়াহ নামেও পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস হল ঃ

---

৪১. ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর, **তাফসীর কুরআনিল আযীম**, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭০।

৪২. ইবনুল জাওযী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১; আস-সুয়ূতী, **আল-লা আলী**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪।

৪৩. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা, আত-তিরমিযী, **জামে আত-তিরমিযী**, (দিল্লী ঃ আসাহহুল মাতাবে, তারিখ বিহীন), ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

من وجد ما له في الفيء قبل أن يقسم فهو له- ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء.[৪৪]

– যে ব্যক্তি তার মাল বন্টন করার পূর্বে ফায়ের মালের মধ্যে পাবে তা তার জন্যই। আর যে ব্যক্তি বন্টন করার পরে পাবে তার জন্য তা হতে কোন কিছুই নেই।

ইমাম দারাকুতনীও দুর্বল বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১১। সালেহ আল-মুররী ঃ সকলের নিকট যঈফ রাবী হিসেবে পরিচিত। সে ইবনু বাসীর আল মুররী নামে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ لَوَصُولًا لِلرَّحِمِ، فَعُولًا لِلْخَيْرَاتِ، وَاللهِ لَوْلَا حُزْنٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَيْكَ، لَسَرَّنِي أَنْ أَتْرُكَكَ حَتَّى يَحْشُرَكَ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - أَمَا وَاللهِ، عَلَى ذَلِكَ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ كَمِثْلَتِكَ "، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِهَذِهِ السُّورَةِ، وَقَرَأَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَكَفَّرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ».[৪৫]

– আল্লাহর রহমত আপনার উপর আমি আপনাকে যতটুকু জানি অবশ্যই আপনি রক্তের সম্পর্ক দৃঢ়কারী এবং উত্তম কর্মগুলো বাস্তবায়নকারী। আল্লাহর শপথ আপনার পরে কেউ যদি আপনার জন্য চিন্তিত না হতো; তাহলে অবশ্যই আমাকে খুশি করত আপনাকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। যাতে করে আল্লাহ আপনার হাশর করেন পশু-পাখীর পেট হতে অথবা অনুরূপ কথা বলেছেন। আল্লাহর কসম আপনাকে যেরুপ মুসলা করেছে অনুরূপভাবে তাদের সত্তরজনকে আমি মুসলা করবো। জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট এ সূরা (আয়াত) নিয়ে অবতরণ করলেন এবং পাঠ করলেন 'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়--------- (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। অতঃপর রাসূল

৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ইমাম যায়লাঈ, **নাসবুর রায়া**, (কায়রো ঃ দারুল হাদীস, ১৩৫৭), ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৩৫।

৪৫. আলী ইবনু আবী বকর, হায়সামী, **মাজমাউয যাওয়াইদ,** ৩য় প্রকাশ, (বৈরুত ঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৮২), ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

(সা.) তাঁর কসমের কাফ্ফারা দিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করা হতে বিরত থাকলেন।

১২। আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ আল-মাকবুরী ঃ সে যঈফ রাবী। ইমাম দারাকুতনী তাকে মাতরূক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, ইমাম বুখারী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তার বর্ণিত হাদীস হলো :

إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق[৪৬]

– তোমরা লোকদেরকে তোমাদের সম্পদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করো না। তোমরা তাদেরকে তোমাদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এবং সুন্দর আচরণ দ্বারা পরিতৃপ্ত কর।

১৩। মারুফ ইবনু হাস্সান আস-সামারকান্দী ঃ হাদীস বর্ণনায় মুহাদ্দিসদের নিকটে সে যঈফ রাবী হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

«إذا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوا، يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوا ; فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ» ".[৪৭]

– যদি তোমাদের কোন ব্যক্তির পশু মরুভূমিতে হঠাৎ করে ছুটে যায়, তাহলে সে যেন ডাক দেয় : হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমার জন্য ধর, হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমার জন্য ধর। কারণ যমীনে আল্লাহর উপস্থিতি বান্দা রয়েছে সে দ্রুত তাকে তোমাদের জন্য ধরে আনবে।

১৪। উবাইন ইবনু সুফিয়ান আল-মাকদেসী ঃ হাদীস বর্ণনায় সে খুবই যঈফ রাবী হিসেবে পরিচিত। নিম্নের হাদীসটি তার প্রমাণ ঃ

اتخذوا السودان فأن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم- والنجاشي وبلال المؤذن[৪৮]

– তোমরা সুদানকে গ্রহণ কর। কারণ তাদের মধ্যে হতে তিনজন হচ্ছে জান্নাতীদের সর্দার ঃ লোকমান আল-হাকীম, নাজ্জাসী এবং মুয়ায্যিন বিলাল।

১৫। মূসা ইবনু উমায়ের আল-আ'মা ঃ হাদীস বর্ণনায় সে খুবই যঈফ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তাকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

---

৪৬. হায়সামী, **মাজমাউয যাওয়াইদ,** ৮ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২।

৪৭. হায়সামী, ১০ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

৪৮. ইবনুল জাওযী, **আল-মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

غبن المسترسل حرام.[৪৯]

– বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হারাম।

১৬। বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ ঃ যঈফ রাবী হিসেবে সে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

من كنوز البركثمان المصائب والأمراض والصدقة.[৫০]

– বিপদাপদ, রোগ-বালা এবং সাদাকাকে গোপন করা হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের রক্ষিত সম্পদগুলোর অর্ন্তভুক্ত।

১৭। ইয়াহইয়া ইবনু আবী সুলায়মান আল-মাদীনী ঃ তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে যঈফ। তার বর্ণনাকৃত হাদীস হলো ঃ

دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه.[৫১]

– তোমরা আমাকে সূদানের ব্যাপারে ছেড়ে দাও। কেননা সে তার পেট এবং গুপ্তাঙ্গের কারণে কালো।

১৮। ঈসা ইবনু ইবরাহীমঃ এই ঈসা হাশেমী হিসেবে পরিচিত। হাকিম বলেন, ঈসা একেবারে যঈফ। তার বর্ণনাকৃত হাদীসটি হলো ঃ

الأمر المفظع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع أظهار البدع.[৫২]

– ভয়ানক কর্ম, বক্রতাকে বহন করা ও অব্যাহত নিকৃষ্ট কর্ম হচ্ছে বিদ'আতকে প্রকাশ করা।

১৯। আয-যুবায়ের ইবনু সাঈদ আল-হাশেমী ঃ সে হাদীস বর্ণনায় যঈফ। হাফিয ইবনু হাজার তাকে যঈফ রাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

من لعن العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء.[৫৩]

---

৪৯. হায়সামী, ৪র্থ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬।

৫০. আস-সুয়ূতী, , ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬।

৫১. ইবনুল জাওযী, **আল-মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩।

৫২. ইবনু ইরাক, **তানযীহুশ শারী'আহ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬; ইবনুল জাওযী, **আল-মাওযূ'আত**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮।

৫৩. ইবনুল জাওযী, **আল-মাওযূ'আত**, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫; ইবনু ইরাক, **তানযীহুশ শারী'আহ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

– যে ব্যক্তি প্রতি মাসের তিন ভোর বেলা মধু চেটে খাবে তাকে বড় ধরনের বালা-মুসীবত গ্রাস করবে না।

২০। বিশর ইবনু ওবায়েদ আদ-দারেসী ঃ হাদীস বর্ণনায় সে যঈফ। কেহ কেহ তাকে মিথ্যুক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার বর্ণনাকৃত হাদীস হলো ঃ

إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض.[৫৪]

– আমাকে আল্লাহ লোকদের সাথে নরম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেরূপ তিনি আমাকে ফরযগুলো আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২১। ইবরাহীম ইবনু রুস্তম আল-খুরাশানী ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে খুবই যঈফ। তার বর্ণনাকৃত হাদীস ঃ

المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة.[৫৫]

– সাওয়াব প্রত্যাশী মুয়ায্যিন নিজ রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায়। সে আযান ও ইকামাতের মধ্যে যা চায় তা আল্লাহর নিকট কামনা করে।

২২। মূসা ইবনু ওবায়দাহ ঃ হাদীস বর্ণনায় সে যঈফ রাবী হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস ঃ

" يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء ثم يقول يا معشر العلماء إنى لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لاعذبكم، انطلقوا فقد غفرت لكم ".[৫৬]

– আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর আলেমদেরকে পৃথক করে বলবেন ঃ হে আলেম সমাজ! তোমাদের সম্পর্কে আমার জানা থাকার কারণেই আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান রেখেছি। আমি আমার জ্ঞান তোমাদের মধ্যে রাখিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। তোমরা চলো, তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

---

৫৪. আস-সুয়ূতী, **আদ-দুররুল মানছুর**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০), ২য় খন্ড, পৃ. ৯০।

৫৫. হায়সামী, **মাজমাউয যাওয়াইদ,** ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৫৬. ইবনুল জাওযী, **আল-মাওযূ'আত**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩; ইবনু কাসীর, **আত-তাফসীর**, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১; হায়সামী, **আল-মাজমা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। আব্দুল হামীদ ইবনু আবী উমাইয়াহ ঃ সে হাদীস বর্ণনায় যঈফ। দারাকুতনী তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তার বর্ণিত হাদীস হল ঃ

فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ، لَا تَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ».[৫৭]

– যে ব্যক্তির রূহ তার কবরে ঋণগ্রস্ত হিসেবে রয়েছে তার জন্য আমার সালাত পড়া তোমাদেরকে উপকৃত করবে না। আল্লাহর নিকট তার রূহ উঠেও যাবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি তার ঋণের দায়িত্ব নিয়ে নেয়, আর আমি তার জন্য দাঁড়াই ও সালাত আদায় করি, তাহলে আমার সালাত তার উপকারে আসবে।

মৃত ব্যক্তির ঋণের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে বুখারীসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে অত্র হাদীসের সনদে আব্দুল হামীদ ইবনু আবী উমাইয়াহ এর কারণে অত্র হাদীসটি সহীহ নয়।

২৪। লাহেক ইবনুল হুসাইন ঃ সে যঈফ বর্ণনাকারী কেউ কেউ তাকে মিথ্যুক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

" إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لعاق، فلا يزال يدعو لهما حتى يكتب عند الله تعالى بارا ".[৫৮]

-কোন বান্দা তার পিতা-মাতা বা যেকোন একজন মারা যাওয়া অবস্থায় অবাধ্য থাকলে, তাদের দু'জনের জন্য সে আল্লাহর নিকট নেককার বান্দা হিসেবে না লেখা পর্যন্ত সর্বদা দু'আ করবে।

মানুষ সর্বদা পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, এটা আল্লাহর নির্দেশ। কখনো পিতা-মাতার অবাধ্যতা কাম্য নয়। তবে এই হাদীসটি সঠিক নয়।

২৫। ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল খুযী ঃ সে শুধু যঈফ রাবী হিসেবে পরিচিত এমনটি নয়। কেহ কেহ তাকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তার বর্ণিত হাদীস হলো ঃ

إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن فإذا التفت قال له الرب- يا ابن آدم إني من تلتفت ؟ إني من (هو) خير لك مني- ابن آدم أقبل على صلاتك فإنا خير لك ممن تلتفت إليه.[৫৯]

---

৫৭. হায়সামী, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০।

৫৮. ইবনুল জাওযী, আল-**মাওযূ'আত**, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

– বান্দা যখন সালাতের মধ্যে দাঁড়ায় তখন সে রহমানের দু'চোখের সম্মুখে হয়। ফলে সে যখন অন্যদিকে দৃষ্টি দেয় তখন প্রভু তাকে বলেন ঃ হে আদম সন্তান! কার দিকে তাকাচ্ছ? কার দিকে তাকাচ্ছ সেকি তোমার জন্য আমার চেয়ে বেশী উত্তম? হে আদম সন্তান! তুমি তোমার সালাতে মনোযোগী হও। কারণ যার দিকে তুমি দৃষ্টি দিচ্ছ তার চেয়ে আমিই তোমার জন্য বেশী উত্তম।

বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন মনোযোগ দিয়ে দাঁড়াতে হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করতে হয়। সালাতে কাকের মত ঠোকর, শিয়ালের মত এদিক-সেদিক তাকানো যাবে না এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে এই হাদীসটি যঈফ।

২৬। ওবাইদুল্লাহ ইবনুল অলীদ আস্‌সাফী আজলী ঃ তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার 'আত্‌তাকরীব' গ্রন্থে যঈফ রাবী হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তার বর্ণনাকৃত হাদীস হলো ঃ

" إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ فَيَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ».[৬০]

– তোমার পিতা আল্লাহকে ভয় করেনি যে, তার ব্যাপারে কোন পথ বের করা যাবে। অতএব তার থেকে স্ত্রী তিন তালাকের দ্বারা বেসুন্নাতী তরীকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট নয়শত সাতানব্বই তালাকের গুনাহ তার কাঁধে।

২৭। ফযল ইবনু আতিয়া ঃ হাদীস বর্ণনায় সে যঈফ হিসেবে পরিচিত। তার বর্ণিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

الحدة تعتري خيار أمتي.[৬১]

– ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে আমার উম্মাতের উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণকে।

---

৫৯. হায়সামী, **আল-মাজমা**, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৮০।

৬০. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৩৮।

৬১. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদিসিয যঈফা**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ ঃ সে মুখস্থ বিদ্যায় খুবই যঈফ। তার বর্ণনাকৃত হাদীস মুহাদ্দিসগণ যঈফ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার বর্ণনাকৃত হাদীস হলো ঃ

سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة- ولا يزكيهم ويقول : أدخلوا الناس مع الداخلين: الفاعل والمفعول به- والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وناكح المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره- والمؤذي لجاره حتى يلعنه.[৬২]

-সাত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাকাবেন না। তাদেরকে পবিত্রও করবে না। তাদেরকে বলবেন, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর ঃ সমকামী, যাকে করা হল, নিজ হাতকে বিবাহকারী, পশুকে বিবাহকারী, মহিলার পিছনের পথকে বিবাহকারী, মহিলা ও তার মেয়েকে বিবাহকারী, নিজ প্রতিবেশীর সাথে ব্যাভিচারকারী এবং প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী এমনভাবে যে, সে এ কারণে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

এ সকল কাজ কবীরাগুণাহ যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে বর্ণিত যঈফ হাদীসটি বিশ্বাস করার প্রয়োজন হয় না।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ৫
হাদীস কি জাল ও যঈফ হতে পারে? হলে আমলযোগ্য কি?

হাদীস কি করে জাল ও যঈফ হতে পারে? শুধু যে, সাধারণ মানুষ অবাক হয়, তা নয় বরং এক শ্রেণির আলিম-উলামা রয়েছে যারা এ কথা বলে থাকে যে, হাদীস কি করে জাল ও যঈফ হতে পারে? সকল হাদীসকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সকল হাদীসই আমলযোগ্য। কখনো কখনো এ বক্তব্যের পক্ষে জনমত তৈরির জন্য ওয়াজ-নসিহত পর্যন্ত করে থাকে।

যে সকল কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি সঠিকভাবে বিশ্বস্ত বর্ণনাসূত্রে রাসূল (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তা কখনো জাল ও যঈফ হয় না বা কেউ জাল ও যঈফ বলার সুযোগ পাবে না।[১] আমরাও বলি যে, রাসূল (সা.) এর সহীহ হাদীস জাল ও যঈফ বলা দূরের কথা, এ সন্দেহ পোষণ করা ঈমান পরিপন্থী কাজ।

যে সকল মানুষ ইসলামের ক্ষতি সাধন করার জন্য বা ইসলামী শরী'আহ বির্তকিত করার জন্য বা নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য হাদীস তৈরি করে রাসূলের নামে চালিয়ে দিয়েছে, যা সমাজে মৌযূ হাদীস নামে পরিচিত। তাহলে এই তৈরিকৃত হাদীস সম্পর্কে আমাদের করণীয় কি? যদি বলা হয় নবী কখনো ভন্ড হয় কিনা? সকলে চিৎকার দিয়ে একবাক্যে বলবেন অসম্ভব। নবী কখনো ভন্ড হয় না। অথচ বাস্তবতা তার উল্টো। নবীও ভন্ড হয়। যেমন, রাসূল (সা.) ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন তাঁর পরে ত্রিশজন ভন্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে।

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله.[২]

– কিয়ামত কায়িম হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে। এরা সবাই নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করবে।

---

১. আব্দুল করীম ইবনু আব্দুল্লাহ, আল-খাযীর, ডক্টর, **আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজু বিহী**, (বৈরুত ঃ দারুল মুসলিম, ১৪১৭/১৯৯৭), পৃ. ১৩০।

২. সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ভন্ড ব্যক্তি যদি নিজেকে রাসূল দাবী করে তাহলে ঐ ভন্ড রাসূলের কথা মিথ্যাচার। নিশ্চয়ই তার কথা হাদীস হতে পারে না। এমন নবী দাবীদার সাজাহ, মুসায়লামা[৩], তোলায়হা, আসওয়াদ প্রমূখ।

আর এ জন্য রাসূল (সা.) সতর্ক করে ঘোষণা করেছেন ঃ

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[৪]

– যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তাহলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

সুতরাং জাল হাদীস তৈরি করে মানুষ রাসূল (সা.) এর নামে চালিয়ে দিবে এটা অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষ যেহেতু রাসূল (সা.) এর নামে মিথ্যা হাদীস তৈরি করার সাহস দেখাবে, আর সেই ধরনের মানুষ যঈফ হাদীস বর্ণনা করবে না তা অবিশ্বাস করা যায় না।

ওহী দু'প্রকার। হাদীস ওহীয়ে গায়রে মাতলু, সুতরাং ওহীর বিরুদ্ধে মানুষ যতই ষড়যন্ত্র করুক তা কখনো সফল হবে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.[৫]

– ওহীর সামনের দিক থেকেও মিথ্যা আসতে পারে না, পিছন দিকে থেকেও আসতে পারে না। এটা মহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

এছাড়া যুগ যুগ ধরে সকল মুহাদ্দিসগণ রাসূল (সা.) এর নাম চালিয়ে দেয়া মৌযূ হাদীস সমাজে প্রচার ও প্রসারের প্রতিরোধকল্পে বিরামহীন, বিশ্রামহীন ও আপোষহীনভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেগুলো চিহ্নিত করে

---

৩. মুসায়লামা ঃ তার নাম মুসায়লামা, উপাধি কায্যাব বা মিথ্যাবাদী। সে নজদের তামাম অঞ্চলের অধিবাসী। সে রাসূল (সা.) এর কাছে দাবী করে রাসূলের ইন্তিকালের পর তাকে নবী বানানোর জন্য। রাসূল (সা.) মুসায়লামার সামনে দাড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, তুমি যদি আমার কাছে খেজুরের ডালও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে দিব না। কারণ আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আল্লাহর ফায়সালা তুমি লঙ্ঘন করতে পারবে না। খালিদ বিন ওয়ালিদ তাকে হত্যা করে। (বুখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৯।)

৪. সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১।

৫. সূরা হা-মীম সিজদা/ফুস্সিলাত, ৪১ ঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে গেছেন। এমনকি তারা জাল হাদীস একত্র করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) মোল্লা আলী কারী ঃ আল-মাসনু ফিল আহাদীসিল মৌযূ।

(খ) মোহাম্মদ তাহের পাট্টানী ঃ তাজকিরাতুল মাওযূ'আত।

(গ) ইবনু জাওযী ঃ আল-মাওযূ'আত।

(ঘ) হাছান সাগানী ঃ আদদুররুল মুল্তাকাত।

(ঙ) ইবনুল কিরানী ঃ আল-মাওযূ'আত।

(চ) জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ লাআলীউল মাসনু'আ প্রভৃতি।[৬]

যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ ঃ

(ক) মোহাম্মদ ইব্ন আমর উকাইলী ঃ কিতাবুজ জু'আফা

(খ) ইমাম নাসাঈ ঃ কিতাবুজ জু'আফা

(গ) ইবনে হিব্বান ঃ কিতাবুজ জু'আফা

(ঘ) ইমাম বুখারী ঃ কিতাবুজ জু'আফা

(ঙ) আবূ আহমাদ ঃ আল কামেল ইবনে আদী প্রভৃতি।[৭]

এছাড়া মুসলিম জাতির চিরশত্রু ইহুদী-খ্রিস্টান, কতিপয় শীয়া সম্প্রদায় ও বিধর্মী সম্প্রদায়ের চক্রান্তে হাজার হাজার হাদীস জাল হয়েছে ও যঈফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সেগুলো কখনো ওহীয়ে গায়রে মাতলু এর মর্যাদা পেতে পারে না।

আমাদের জানা, বুঝা ও উপলব্ধি করার পরেও কি বলব যে, জাল ও যঈফ হাদীস রাসূলের পক্ষ থেকে এসেছে? নিশ্চয়ই না। সুতরাং তারপরেও অজ্ঞ লোকের ন্যায় হাদীস জাল ও যঈফ হয় না বলে মন্তব্য করা, প্রচার প্রসারে অবদান রাখা এবং দেদারসে জাল ও যঈফ হাদীসের উপর আমল কারা কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত তা আমাদের বোধগম্য নয়।

জাল ও যঈফ হাদীস আমলযোগ্য কি ঃ

যুগের পর যুগ আলিম-উলামা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন এতে মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের অস্তিত্ব

---

৬. নূর মোহাম্মদ আজমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

থাকার কথা নয়। অথচ সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের চিত্র দেখা যায়। এক শ্রেণির আবেগী মুসলিম তা বিভিন্ন অজুহাতে অনায়াসে লালন করে আসছেন।

জাল হাদীস আমলযোগ্য কি ঃ

রাসূল (সা.) এর নামে তৈরিকৃত মৌযূ হাদীস কখনো সহীহ হাদীসের মর্যাদা পেতে পারে না। জাল হাদীস রচনা করা বা জাল হাদীসের উপর আমল করা হারাম। জাল কথা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেন না। পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ [৮]

– নবী যদি কোন কথা নিজে রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে তাকে পাকড়াও করতাম, তারপর অবশ্যই কেটে দিতাম তার হৃৎপিণ্ডের শিরা।

রাসূল (সা.) নিজে থেকে কোন কথা বলতেন না যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ পেতেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى [৯]

– আর সে মনগড়া কথাও বলে না। তাতো ওয়াহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।

সুতরাং মানুষের মনগড়া কথা বা যুক্তিসঙ্গত কথা বলে শরী'আতের নামে চালিয়ে দেয়া যাবে না। সহীহ দলীল (কুরআন-সুন্নাহ) থাকার পরেও মতামতের ভিত্তিতে বা মনগড়া আমল করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ [১০]

– যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তাদের মনগড়া মতবাদসমূহের অনুসরণ কর, সে অবস্থায় তুমিও অবাধ্য দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

৮. সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৪৪-৪৬।
৯. সূরা নাজম, ৫৩ ঃ ৩-৪।
১০. সূরা বাকারা, ২ ঃ ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সতর্কতা যদি এমন হয়, তাহলে জাল হাদীসের ব্যাপারে সতর্কতা কেমন থাকা প্রয়োজন।

জাল হাদীস কখনো আমলযোগ্য নয়। এটা যত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর হোক না কেন? এ প্রসঙ্গে যায়েদ বিন আসলাম বলেন ঃ

من عمل بخبر صح أنه كذب فهو من خدم الشيطان.[১১]

– হাদীস মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম।

ইমাম আবূ বকর খতীব বলেন, মুহাদ্দিস ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল, জাল ও বাতিল হাদীসসমূহ বর্ণনা না করা। এর পরও যে ব্যক্তি তা করবে সে প্রকাশ্য গোনাহ করবে এবং সে মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে বিষয়ে রাসূল (সা.) সাবধান করেছেন।[১২]

ড. ওমর ইবনু হাসান বলেন ঃ

وهو اجماع صمني آخر على تحريم العمل بالمجموع.[১৩]

– জাল হাদীসের প্রতি আমল করা ইজমার আওতাধীন বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষ হারাম।

জাল হাদীসের উপর আমল করা হারাম এমনটি নয় বরং তা বর্ণনা করাও হারাম। ইমাম নববী (রহ:) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির উপর জাল হাদীস বর্ণনা করা হারাম যে ব্যক্তি জানে যে তা জাল অথবা সে জাল বলে ধারণা করে। যে ব্যক্তি জাল হাদীস বলে কিন্তু তা জাল বলে প্রকাশ করে না, সে রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারীদের যে শাস্তি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[১৪]

সুতরাং জাল হাদীস বর্ণনা করা, প্রচার করা, প্রসারে সহযোগিতা করা, আমল করা সব কিছুই হারাম। আলিম-উলামা, মুফতী, মুহাদ্দিস, বক্তা-শ্রোতা ছাত্র-শিক্ষক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সর্বস্তরের মুসলিমকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে করে রাসূল (সাঃ) এর নামে তৈরিকৃত জাল

---

১১. মুহাম্মদ তাহের, পাট্টনী, **তাযকিরাতুল মাওযূ'আত**, (বৈরুত ঃ দারুল এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ. ৭।

১২. ওমর ইবনু হাসান, ফালাতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২।

১৪. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩; ইমাম নববী (রহ:), শরহে সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয়। যেহেতু রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ কারীর পরিণতি জাহান্নাম (বুখারী)।

যঈফ হাদীস আমলযোগ্য কি

হাদীসের উপর আমল শুরু করার পূর্বে জেনে নিতে হবে হাদীসটি সহীহ কিনা। যদি সহীহ হয় তাহলে আমলযোগ্য। আর যদি যঈফ হয় তাহলে আমলযোগ্য কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। সাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি ও শর্ত অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

যঈফ হাদীস সর্বদা সন্দেহ সৃষ্টি করে। এছাড়া মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত্য যঈফ বা দুর্বল হাদীস সর্বদা অতিরিক্ত ধারণা প্রবণ।[১৫]

ইসলামী শরী'আতে সন্দেহ বা ধারণা থেকে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّاث اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[১৬]

– তাদের অধিকাংশই কেবল ধারণার অনুসরণ করে, সত্যের মুকাবেলায় ধারণা কোন কাজে আসে না।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে অন্যত্র এসেছে ঃ

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ[১৭]

– তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করে না।

ধারণা করা ঠিক নয়। অনেক ধারণা পাপ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ [১৮]

– হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৫. ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী, **আল কাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীসিস যঈফ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

১৬. সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৬।

১৭. সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬।

১৮. সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা বা ধারণা যে মিথ্যা তা নাবী (সা.) এর বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায়। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث.[১৯]

– তোমরা কল্পনা থেকে সাবধান! কারণ কল্পনা অধিকতর মিথ্যা হয়ে থাকে।

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ধারণা করা পাপ। আবার কোন কোন ধারণা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। যঈফ হাদীস যেহেতু অতিরিক্ত ধারণা দেয়। তাই যঈফ হাদীসের উপর আমল করা আর অধিক ধারণার দিকে অগ্রসর হওয়ার শামিল। মুহাদ্দিসগণ ঐক্যমত্য পোষণ করে বলেন ঃ

إن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به إتفاقا.[২০]

– যঈফ হাদীস কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়দা দেয়, যার প্রতি আমল করা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নাজায়েয।

যঈফ হাদীস আমল করার মাধ্যমে ফাসিক বা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির কাজকে স্বীকৃতি দেয়া। অথচ ফাসিক ব্যক্তির কোনো সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ[২১]

– হে মু'মিনগণ! কোন পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে লও, তা না হলে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসবে, অতঃপর তোমরা যা করেছ সেজন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।

মুহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বর্ণনাকারী কোনো ধরনের দোষী সাব্যস্ত হতে পারবে না। রাবী অভিযুক্ত, দুর্বল,

---

১৯. সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯; মিশকাত, পৃ. ৪২৭।

২০. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আলবানী, **তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ**, (বৈরুত ঃ দারুর রাইয়াহ, ১৪০৯), পৃ. ৩৪।

২১. সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রুটিপূর্ণ, মেধাহীন ও দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও ফাসিক বা পাপাচারী আস্থাহীন ব্যক্তির বর্ণনা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম ত্রুটিমুক্ত জীবনব্যবস্থা। যঈফ হাদীস পালন করা ত্রুটিমুক্ত আমল নয় বরং ত্রুটিযুক্ত আমল করা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ[২২]

– সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীস বর্জন করা নীতি যারা অবলম্বন করেছেন আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী তাদের মাঝে অন্যতম। তিনি বলেন, এ কথা স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে কোন যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, তাদের গ্রন্থদ্বয় (বুখারী ও মুসলিম) কোন প্রকার যঈফ হাদীস বর্ণনা না করাও বাস্তব প্রমাণ।[২৩] ইমাম ইবনুল আরাবী যঈফ হাদীসের উপর আমাল করা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا.[২৪]

– যঈফ হাদীস কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না।

ইমাম ইবনু হিব্বান যঈফ হাদীস প্রসঙ্গে এক চমৎকার বক্তব্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سواء أنه لا يعمل بخبر الضعيف وأن وجودة كعدمه.[২৫]

---

২২. সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৫।

২৩. জামালুদ্দীন কাসেমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩; মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।

২৪. হাফিজ সাখাভী, **আল-কাওলুল বালাগ ফী ফাযলিস সলাতি আলাল হাবীবিশ শাফি**, তারিখ বিহীন, পৃ. ১৯৫।

২৫. মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

– যঈফ হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক হুক্মের ক্ষেত্রে উভয়টিই সমান। অর্থাৎ যঈফ হাদীসের উপর আমল করা যায় না। নিশ্চয়ই এর অস্তিত্ব থাকা-না থাকার মতই।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া যঈফ হাদীসের উপর আমল করা বৈধ কিনা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة.[২৬]

– শরী'আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসসমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা সহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি।

নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন ঃ "নিশ্চয়ই যঈফ হাদীস কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়দা দেয়, ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে যার প্রতি আমল করা বৈধ বা জায়েজ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব"।[২৭]

ইমাম মুসলিম (রহ.) এর মতে যঈফ হাদীস আমল করা তো দূরের কথা বরং বর্ণনা করাই নিষিদ্ধ। তিনি সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দমায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনকি শিরোনাম রচনা করেছেন যঈফ রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।[২৮]

যঈফ হাদীস সর্বদা বর্জন করার পক্ষে যারা, তাদের মাঝে অন্যতম, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইবনুল আরাবী, ইমাম ইবনু হাযম, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসীর, কুরতুবী, ইবনু জাওযী, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, ইমাম মালেক, শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম আওযাঈ, ইমাম যাহাবী, ইমাম শাওকানী প্রমুখ।

---

২৬. ইবনু তায়মিয়া, **কায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ**, তারিখ বিহীন, পৃ. ৮৪; আব্দুল করীম ইবনু আব্দুল্লাহ, আল খাযীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭; মুযাফ্ফর বিন মুহসিন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬।

২৭. নাসির উদ্দিন, আলবানী, **তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ,** পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।

২৮. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা, ১ম খন্ড, ৪র্থ অনুচ্ছেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

ফযীলতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস আমলযোগ্য। এ মতের পক্ষ অবলম্বন করেছেন সুফিয়ান সাওরী, ইমাম কুদামা, ইবনু আব্দুল বার, ইমাম নববী জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে সকলের ঐক্যমত্যে যঈফ হাদীসের প্রতি আমল করা যায়।[২৯]

ইমাম নববী (রহ.) তার "আল-আযকার" গ্রন্থে বলেন, প্রত্যেক মুহাদ্দিসের নিকটে ফাযায়েল সংক্রান্ত হাদীসসমূহ শিথিলযোগ্য।[৩০]

যঈফ হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার কিছু শর্ত আরোপ করেছেন এই শর্ত ৩টি, কেহ কেহ বলেন ৪টি, আবার কেহ বলেন ৬টি। নিম্নে শর্তগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

১। হাদীসের দূর্বলতা যেন স্বল্প হয়। ফলে ঐ ব্যক্তি থেকে মুক্ত হবে, যে মিথ্যুকদের থেকে এবং মিথ্যুক বলে অভিযুক্তদের থেকে বর্ণনা করে আর যে অকথ্য ত্রুটিপূর্ণ হাদীস বর্ণনা করে তার বর্ণনা থেকে মুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত শর্তের ব্যাপারে সকলেই একমত।[৩১]

২। ঐ হাদীস যেন সহীহ হাদীস বিরোধী না হয়।

৩। উক্ত যঈফ হাদীস যেন ফাযায়েলে আমল সংক্রান্ত হয়।

৪। উক্ত দুর্বলতা যেন সাধারণ মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়। ফলে তা নবোদ্ভাবিত বা বিদআত থেকে মুক্ত হবে, যার কোন ভিত্তিই নেই।

৫। উক্ত হাদীসের উপর আমল করার সময় যেন সহীহ হাদীস মনে না করে। কারণ তা রাসূল (সাঃ) এর দিকে সম্বোধন করাই ঠিক নয়। বরং সতর্কতার দিক মনে করবে।

৬। উক্ত হাদীসের আলোকে যা প্রমাণিত হয়েছে তাকে যেন মর্যাদাবান মনে না করা হয়।

---

২৯. আলী কারী, মোল্লা, **আল-আসরারুল মারফুআহ ফিল আখবারিল মাওযূআহ**, (বৈরুত ঃ দারুল কালাম, ১৩৯১/১৯৭১), পৃ. ৩১৫।

৩০. ইমাম নববী, **আল-আযকার আল-মুনতাখাব মিন কালামি সাইয়্যিদিল আবরার**, তাহকীক ঃ ড. মুহাম্মদ তামের ও তার সহযোগী, দারুত তাকওয়া, তারিখ বিহীন, পৃ. ২৩১।

৩১. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, হাফেয, **তাদরীবুর রাবী ফী শরহে তাকরীবিন নববী**, (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল কাওসার, ১৪১৭ হি.), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৫১।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ইবনু হাজার আরো একটি অতিরিক্ত শর্ত উল্লেখ করেছেন।

ঐ হাদীস যেন প্রসিদ্ধি লাভ না করে। যাতে করে মানুষ যঈফ হাদীসের প্রতি আমল করতে গিয়ে যেন তাকে শরী'আত মনে না করে। কারণ তা শরী'আত নয়। অথবা জাহেলরা যেন তাকে সহীহ সুন্নাহ মনে না করে।[৩২]

পরিশেষে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা চলবে কি চলবে না অথবা কোন শর্ত সাপেক্ষে আমল চলবে কি-না এ সম্পর্কে 'আল-আজবিবাতুল ফাদিলা গ্রন্থে চমৎকার বক্তব্য রয়েছে। এ সম্পর্কে আব্দুল হাই লাখনাবী (রহঃ) বলেছেন ঃ

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ যঈফ হাদীস দ্বারা আমল করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। এটি দুর্বল মত। তাদের কেউ কেউ এটাকে নিঃশর্তভাবে বৈধ বলেছেন। এটি চপল উদারতা। আবার তাদের কেউ কেউ যঈফ হাদীস দ্বারা আমল করার বৈধতাকে ও অবৈধতাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং শর্তযুক্ত করেছেন। আর এটিই সঠিক পথ।[৩৩]

---

৩২. মুযাফ্ফর বিন মুহসীন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

৩৩. লুৎফর রহমান সরকার (সম্পাদিত), **ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা**, ৫৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (ঢাকা ঃ গবেষণা বিভাগ, ই.ফা.বাং, এপ্রিল-জুন, ২০১৫), পৃ. ৫০; আব্দুল হাই লাখনাবী, **আল-আজবিবাতুল ফাদিলা**, (কায়রো ঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৩), ১ম খন্ড, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ৬
জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মূলনীতি
ইহা বর্জন করায় উপকার ও বর্জন না করলে ক্ষতি কী?

রাসূল (সাঃ) এর হাদীস জানা সত্ত্বেও জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে অধিকাংশ সাহাবী হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত ছিলেন। কারণ সাহাবীগণ রাসূলের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এমনকিছু মূলনীতি প্রয়োগ করেছিলেন যা পালন করা অনেকের জন্য দুঃসাধ্য ছিল। তাদের উদ্দেশ্য যাতে করে হাদীসের সাথে জাল ও যঈফ হাদীসের মিশ্রণ না ঘটে সেই দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা। জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মূলনীতি, ইহা বর্জন করায় উপকার ও বর্জন না করলে ক্ষতি কি হবে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মূলনীতি ঃ

১। শপথ করা ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, এটা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস তখন তার হাদীস গ্রহণ করা হত। যদি শপথ করতে অস্বীকৃতি জানাত তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করা হতো না। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) এই মূলনীতি প্রয়োগ করেন। এ সম্পর্কে আসমা ইবনু হাকাম বলেন ঃ

عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : سمعت عليا يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني [به] وإذاحدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا خلف لي صدقته.[১]

– আসমা ইবনু হাকাম আল ফাযারী (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি এমন ব্যক্তি, রাসূল (সা.) থেকে যখন কোন হাদীস শুনি তখন আল্লাহ আমাকে তার থেকে উপকার দেন, তিনি আমাকে যতটুকু উপকার দিতে চান। আর তার সাহাবীদের মধ্যে থেকে কোন সাহাবী যখন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে তখন আমি তাকে শপথ করতে

---

১. জামে আত-তিরমিযী, ২য় খন্ড, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে ইমরান অনুচ্ছেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

বলি। যখন তিনি আমার নিকট শপথ করেন তখন সেই হাদীসেকে বিশ্বাস করি।

২। **সনদ বর্ণনা করা** ঃ হাদীস বর্ণনা করার পূর্বে সনদ বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করা হয়। এই জন্য সনদ বর্ণনা করা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি।

ফলে হাদীস বলা ও লিখার ক্ষেত্রে সনদ বর্ণনা করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। এই সনদের মাধ্যমে বুঝা যায় হাদীস কার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। শরহে মাওয়াহিবে এসেছে হযরত আলী (রা.) নির্দেশ প্রদান করে শিক্ষার্থীদেরকে বলেন ঃ

أنه أمر طلبة الحديث لا ينسخوا الحديث إلا بإسناده.[২]

– হযরত আলী (রা.) হাদীস শিক্ষার্থীগণকে সনদ ব্যতীত হাদীস না লিখতে নির্দেশ প্রদান করেন।

এই জন্য দেখা যায় যে, হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রেও সনদ বর্ণনা করা প্রয়োজন হয়। এ রকম পদ্ধতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতি পেশ করতে পারেনি। ইমাম ইবনে হাজম সত্যই বলেছেন ঃ 'সনদ আল্লাহর একটি বিশেষ দান যা এই জাতিকে আল্লাহ দান করেছেন।

৩। **সমর্থন থাকা** ঃ শুধু হাদীস বর্ণনা করলে চলবে না। যিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার পক্ষে অন্যের সমর্থন থাকা জরুরী। অন্যের সমর্থন পাওয়া না গেলে হাদীস বর্জন করা হতো। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এই মূলনীতি গ্রহণ করেছিলেন। 'বুসর ইবনু সাঈদ বলেন, উসমান (রা.) একদা 'মাকাইদ' নামক স্থানে আসলেন। অতঃপর ওযূর পানি চাইলেন। তারপর কুলি করে নাক ঝাড়লেন। তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করে দুই হাত তিনবার করে ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসাহ করে দুই পা তিনবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (সাঃ) কে এইভাবে ওযু করতে দেখেছি। হে লোক সকল! তিনি কি এইভাবে ওযূ

২. নূর মুহাম্মদ আজমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩; শরহে মাওয়াহিব, পৃ. ৪৭৪; তারীখুল হাদীস, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন না? তারা বলল হ্যাঁ। তখন তার কাছে সাহাবীদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।[৩]

৪। সনদ পরীক্ষা করা ঃ হাদীস যারা জাল করতে পারে সনদ জাল করতে তাদের জন্য কঠিন কিছু নয়। এই জন্য মুহাদ্দিসগণ সনদ পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন। রাবীর জীবনী, কোথায় জন্ম, নামের উপাধীসহ পরীক্ষা শুরু করেন। এর ফলে জাল হাদীস রচনাকারী ও যঈফ হাদীস বর্ণনাকারীদের পৃথক করা সহজ হয়।[৪]

৫। সাক্ষী তলব করা ঃ হাদীস বর্ণনাকারীর পক্ষে সাক্ষী হাজির করা অন্যতম মূলনীতি। এ ব্যাপারে খলীফা হযরত ওমর (রা.) সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেন। বুসর ইবনু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা একদা মদিনায় আনছারদের মজলিসে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় আবূ মূসা আমাদের নিকট আসলেন আতঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। আমরা বললাম, তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, ওমর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর বাড়ির দরজার নিকট গেলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি। ফলে আমি ফিরে আসি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমার নিকট যেতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আপনার নিকট আমি গিয়েছিলাম এবং তিনবার সালাম দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সালামের উত্তর না দেওয়ায় আমি ফিরে এসেছি। আর রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাইলে যদি অনুমতি না দেয় তাহলে সে যেন ফিরে আসে। ওমর (রা.) বলেন, তুমি এ কথার উপর প্রমাণ পেশ কর। অন্যথা তোমাকে কঠোর শাস্তি দিব বা শাস্তি দিয়ে হত্যা করব। (ঘটনা শুনার পর) উবাই ইবনু কাব (রা.) বললেন, এই দলের মধ্যে যে সবার ছোট সে তার পক্ষে সাক্ষী হবে। তখন আবূ সাঈদ বললেন, আমিই সবার ছোট। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তার সাথে যাও।[৫] ওমর (রা.) তার

---

৩. ইমাম আহমাদ, **মুসনাদে আহমাদ**, ২য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৮/১৯৭৮), ১ম খন্ড, পৃ. ৩৭১-৭২।

৪. নূর মোহাম্মদ আজমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৫. মুসলিম, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি এতই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন যে, উবাই ইবনে কাব বলেছিলেন, আপনি কখনো রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীগণের উপরে এরূপ শাস্তির ভয় দেখাবেন না, তখন ওমর (রা.) উত্তরে বলেছিলেন, সুবহানাল্লাহ! আসলে আমি যখন কোন কিছু শুনি তখন তার প্রতি আস্থাশীল হতে পছন্দ করি।[৬]

মুওয়াত্তার বর্ণনায় রয়েছে, ওমর (রা.) এর সামনে সাক্ষী হাজির করা হলে আবূ মূসাকে ওমর (রা.) বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে অভিযুক্ত করতে চাইনি, বরং আমি আশংকা করছিলাম যে, লোকেরা রাসূল (সাঃ) এর নামে কোন মিথ্যা কথা রচনা করছে কি-না?[৭]

৬। আল্লাহর ভয় ঃ মানুষের ভিতর যদি আল্লাহর ভয়-ভীতি না থাকে তাহলে সে যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই আল্লাহর ভয় থাকা হাদীস বর্ণনাকারীর জন্য অন্যতম মূলনীতি। বিখ্যাত সাহাবী আনাস (রা.) বলেন ঃ

قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.[৮]

– আনাস (রা.) বলেন, তোমাদের নিকট বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেওয়ার কারণ হল, রাসূল (সা.) বলেছেন, কেউ যদি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যারাপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

৭। সন্দেহ দূর করা ঃ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি যদি সন্দেহ হয় যে, হাদীসটি যঈফ হতে পারে বা হাদীসটি যঈফ কিনা তাহলে সে হাদীস প্রচার করা হতে বিরত থাকা আবশ্যক। তারপরও কেউ যদি এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সে নাবী (সাঃ) এর উপর মিথ্যারোপকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সন্দেহ বা ধারণা কখনো বিশুদ্ধ ও ভাল কাজের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) এর একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য ঃ

---

৬. মুসলিম, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০।

৭. ইমাম মালেক, **মুয়াত্তা**, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তারিখ বিহীন), ১ম খন্ড, পৃ. ৯৬৪।

৮. সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حدث عني بحديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين.[৯]

– রাসূল (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করে, যার সম্পর্কে সে ধারণা করে যে উহা মিথ্যা, তাহলে সে হবে মিথ্যুকদের একজন।

আল মাজরুহীন গ্রন্থে আবি হাতিম ইবনু হিব্বান উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদীসটি সহীহ না গায়রে সহীহ এরূপ প্রত্যেক সন্দেহকারী ব্যক্তি উক্ত হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের অর্ন্তভুক্ত হবেন। যদিও তিনি ইলমে তারীখ, দুর্বল বা শক্তিশালী বর্ণনাকারীদের নামগুলো অজানা।[১০]

৮। শোনা কথা প্রচার করা ঃ যেকোন কথা শুনেই প্রচার করা বা আমল করা চলবে না। আর হাদীসের বেলায় এটা পালন করা আরো জরুরী। হাদীস সঠিক না বেঠিক সাধ্যমত যাচাই করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে। এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে।

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ».[১১]

– হাফস ইবন আসেম (রা.) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই বর্ণনা করবে।

মোট কথা সকল সাহাবী্ নাবী (সা.) এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সবসময় ভয়ে, চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তারা সকল বিষয়ে আপোসহীন নীতি গ্রহণ করতেন। তাবেঈগণও সেই পথ অবলম্বন করেছেন।

মুসতালাহুল হাদীস গ্রন্থে ড. মাকবুলী বলেন ঃ

وقد اتبع هذا المنهج سائر الصحابة .... ثم التابعين من بعدهم.[১২]

---

৯. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমা, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

১০. ইবনু হিব্বান, **আল-মাজরূহীন**, (হালাব ঃ সিরিয়া, দার আল-ওয়াঈ, তারিখ বিহীন), ১ম খন্ড, পৃ. ৮; আশরাফ ইবনু সাঈদ, **হুকমুল আমাল বিন হাদীসিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আমল** (কায়রো ঃ মাকতাবুস সুন্নাহ, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ২৫।

১১. সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দমাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

– সকল সাহাবী এই মূলনীতির অনুসরণ করেছেন। ------ অতঃপর তাদের পরবর্তী তাবেঈগণ উক্ত মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করায় উপকার ঃ

জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করায় যে সকল উপকার রয়েছে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সঠিক দ্বীন প্রচার ঃ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মাধ্যমে সঠিক দ্বীন প্রচার করা সম্ভব। কারণ জাল ও যঈফ হাদীস প্রচারের মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের বিশাল ক্ষতি হচ্ছে। হয়তবা এক সময়ে সঠিক দ্বীন প্রচার বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যারা জড়িত তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) এর একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য।

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

– আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুণ যে ব্যক্তি আমার কোন কথা শুনে মুখস্থ করে উত্তমরূপে অনুধাবন করেছে ও অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। কেননা এমন অনেক বাহক আছে যারা নিজেরা জ্ঞানী নহে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যেতে পারে। যে বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। (আহমাদ)

সুতরাং জ্ঞানের কথা বহনকারী তথা দ্বীন প্রচারকারীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী।[১৩]

২। সহীহ হাদীসের মর্যাদা রক্ষা ঃ ইসলামী শরী'আতে হাদীসের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশী। কিন্তু জাল হাদীস ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাকারীর যঈফ হাদীস সহীহ হাদীসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করলে সহীহ হাদীসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্য ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন-

إذا صح الحديث فهو مذهبي.[১৪]

---

১২. হাসান মুহাম্মদ মাকবুলী আল-আহদাল, ডক্টর, **মুসতালাহুল হাদীস ও রিজালুহু**, (সান'আ-সৌদি আরব ঃ মাকতাবাতুল জীল আল-জাদীদ, ১৪১৪/১৯৯৩), পৃ. ৩৮।

১৩. নূর মোহাম্মদ আজমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

– যখন হাদীস সহীহ হবে জানবে সেটাই আমার মাযহাব।

৩। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা সহজ ঃ রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করার মাধ্যমে আজও সেইভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। অন্যথায় সমাজ ও দেশে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির হাওয়া বয়ে বেড়াবে।

৪। হাদীস বুঝা সহজ হবে ঃ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মাধ্যমে সহীহ হাদীস বুঝা, শিক্ষা গ্রহণ ও অনুধাবন করা সহজ হবে। কারণ জাল ও যঈফ হাদীসের কারণে সমাজে ভিন্ন আমল ও ভিন্ন ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যখন জাল ও যঈফ হাদীস থাকবে না পাশাপাশি সহীহ হাদীস নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করবে তখন সকলের নিকট হাদীস বুঝা সহজ হয়ে যাবে। যেমন, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন ঃ

تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث.[১৫]

– তোমরা পরস্পর হাদীস নিয়ে আলোচনা কর, কারণ আলোচনাই হাদীসকে স্মরণ করে দিবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ

تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكيرته.[১৬]

তোমরা পরস্পর হাদীস নিয়ে আলোচনা কর কেননা আলোচনাতেই হাদীসের জীবন।

৫। মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকা ঃ সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকবে এটাই চূড়ান্ত কথা। জাল ও যঈফ হাদীসের কারণে মুসলিম সমাজ ভিন্ন ভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। যা মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রচলিত দলাদলি ও মারামারি বন্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়।

---

১৪. আব্দুল ওয়াহ্হাব, শা'রাণী, **মীযানুল কুবরা**, (দিল্লীঃ ১২৮৬ হি.) ১ম খন্ড, পৃ. ৩০।

১৫. মুসনাদে দারেমী, (বৈরুত ঃ দারু ইহয়ায়িস সুন্নতিন নববীয়া, তারিখ বিহীন), ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৪; নূর মোহাম্মদ আজমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

১৬. মুসনাদে দারেমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

Dhaka University Institutional Repository

৬। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা ঃ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর আনুগত্য করা হয়। কারণ জাল হাদীস রাসূল (সা.) এর হাদীস নয়। জাল হাদীস মানুষের তৈরি। হাদীসের উপর আমল করার মাধ্যমে রাসূলের আনুগত্য করা হয়। আর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ

– যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল।[১৭]

জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে ক্ষতি ঃ

জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে ইসলামী শরী'আতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নিম্নে আলোচনা করা হলে।

১। অত্যাচারীকে স্বীকৃতি দেওয়া ঃ জাল হাদীস তৈরি করা হারাম। কেননা জাল হাদীসের মাধ্যমে শরী'আতের নতুন আমলের সূচনা করা হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ[১৮]

– সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম (অত্যাচারী) আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, যাতে সে বিনা ইলমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।

সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে। যা কোন মুসলিমের জন্য কাম্য হতে পারে না।

২। হাদীস নিয়ে সমালোচনার সুযোগ ঃ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে মুসলিমের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। এমনিতে রাসূল (সা.) এর হাদীস অনেকে অস্বীকার করছে বা সন্দেহ সৃষ্টি করেছে তাদের মাঝে পাশ্চাত্যে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন গোল্ডযিহের (১৮৫০-১৯২১), জোসেফ শাখত,

---

১৭. সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮০

১৮. সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মার্গোলিয়থ, কার্ল, ব্রোকেলম্যান, আলফ্রেড হিউম, হেনরী ল্যামেন্স ও টমাস আর্ণল্ড প্রমুখ। প্রক্ষান্তরে প্রাচ্যেও এমন ব্যক্তি রয়েছেন মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু ও তার অনুসারীবৃন্দ ও ভারতে স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও তার অনুসারীবৃন্দ।[১৯]

ধর্মের নামে আমলের বাহানা করে জাল হাদীস তৈরি করে যারা ইসলামের ক্ষতি করছে, তাদের সাথে ঐক্যমত্য হয়ে সহীহ হাদীসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। সুতরাং জাল হাদীস ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে হাদীস অস্বীকারকারীগণ আরো বাজে মন্তব্য করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

৩। রাসূলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে ঃ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে হাদীসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে যাবতীয় আমল আল্লাহ গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ[২০]

– হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট করো না।

রাসূল (সা.) এর আনুগত্য তাঁর হাদীসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীস কখনো সহীহ হাদীসের মর্যাদা পেতে পারে না। তাই যাবতীয় আমল আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় করতে হলে রাসূল (সা.) এর আনুগত্য তথা হাদীসের উপর আমল করতে হবে অন্যথায় যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেলে জাহান্নামে যেতে হবে।

৪। হাদীস মুছে যাবে ঃ জাল ও যঈফ হাদীসের কারণে সমাজে সহীহ হাদীসের মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে। হাদীসের পঠন ও শিক্ষণ দুটোই ঠিকমত হচ্ছে না। জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে সহীহ হাদীস মানুষের কাছ থেকে উঠে যাবে। এমনকি মানুষের অন্তর থেকে মুছে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.) এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم ان لم تفعلوا يدرس.[২১]

---

১৯. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ, আল-গালিব, ডক্টর, **হাদীসের প্রামাণিকতা,** ১ম প্রকাশ, (রাজশাহী ঃ হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫/২০০৪), পৃ. ১৭।

২০. সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ ঃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

– তোমরা পরস্পর মিলিত হবে এবং বেশী করে হাদীস আলোচনা করবে, অন্যথায় হাদীস তোমাদের অন্তর হতে মুছে যাবে।

সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে মুসলিম উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

৫। ফিৎনায় পড়ার সম্ভাবনা ঃ জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিৎনায় পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ[২২]

– যারা রাসূলের আদেশ-নিষেধের বিরোধিতা করে, তারা যেন এ বিষয়ে ভয় করে যে, তাদেরকে (দুনিয়াবী জীবনে) গ্রেফতার করবে নানাবিধ ফিৎনা এবং (পরকালীন জীবনে) গ্রেফতার করবে মর্মান্তিক আযাব।

সুতরাং হাদীসের বিরোধিতা করার মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর বিরোধিতা করা হয়। আর হাদীসের উপর আমল করার মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর আনুগত্য করা হয়। জাল হাদীস কখনো রাসূলের হাদীস নয় এ কথা সবর্জন স্বীকৃত। তাই জাল হাদীস বর্জন না করলে দুনিয়া ও আখেরাতে ফিৎনায় পড়তে হবে।

---

২১. দারেমী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০; নূর মোহাম্মদ আজমী, পৃ. ৫২।
২২. সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ৭

মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীস। এই হাদীসের মর্যাদা যেন কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত থাকে, কোনভাবে যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেই দিকে ইশারা করে রাসূল (সা.) চূড়ান্ত হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ[১]

– যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে তাহলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

সাহাবীগণ উক্ত হুশিয়ারীর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারপরেও ইহুদী-খ্রিস্টান চক্র, শীয়া সম্প্রদায় এবং পথভ্রষ্ট কতিপয় মুসলিম নামধারী সম্প্রদায় ইসলামের নামে বা নিজেদের স্বার্থে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরি করে ও যঈফ হাদীস বর্ণনা করে সহীহ হাদীসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছে।

এরই ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে আমল-আখলাকে, ইবাদাত-বন্দেগীতে ও ঈমান-আকিদার ক্ষেত্রে জাল ও যঈফ হাদীসের ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। যেসব ক্ষেত্রে বেশি বিস্তার করেছে, নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব ঃ

জাল ও যঈফ হাদীস মুসলিম সমাজে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। যেখানে মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা, জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবে মতানৈক্য হয়েছে। এমনকি এই মতানৈক্যকে 'রহমত' হিসেবে আখ্যায়িত করে হাদীস তৈরি করে প্রচার করে থাকে। বলা হয় ঃ

اختلاف أمتي رحمة.[২]

– আমার উম্মাতের মতভেদ রহমত স্বরূপ।

আল্লামা মানাবী, শাইখ জাকারিয়া, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং ইবনু হাযম বলেন, এটা ভিত্তিহীন হাদীস। এই ভিত্তিহীন হাদীসকে কেন্দ্র করে

---

১. সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১; মিশকাত, পৃ. ৩২।

২. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতিল আহাদীসিয যঈফা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় আলিম-উলামা মতানৈক্য করার জন্য মানুষকে উৎসাহ দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا[৩]

– আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেয়োনা।

তারা আরো বাড়িয়ে গর্বের সাথে প্রচার করে থাকে ঃ

اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى[৪]

– আলিমদের মতানৈক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ।

আল্লামা আজলূনী বলেন, এটা কোন হাদীস নয়। আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। জাল ও যঈফ হাদীস কখনো কখনো সমাজে এতো বেশী প্রভাব বিস্তার করে যে, সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মারামারি পর্যায়ে নিয়ে যায়। অথচ এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে নিজেরা দুর্বল হয়ে শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলছে এদিকে একটুও ফিরে তাকাচ্ছেনা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا[৫]

– আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তোমরা আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মনের দৃঢ়তা ও শক্তি বিলুপ্ত হবে, আর তোমরা ধৈর্যসহকারে সব কাজ করবে।

আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে। অন্যাথায় নিজেরা দ্বন্দ্ব-সংঘাত করে দুর্বল হয়ে যাব। আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের কোন ধরনের গরমিল নেই। অথচ এই জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবে সমাজে সব জায়গায় গরমিল দেখা যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا[৬]

---

৩. সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩

৪. ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ, আল-আজলূনী, আল-জাবাহী, **কাশফুল খাফা ওয়া মুযীনুল আলবাস আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আল সিনাতিন নাস**, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৪২০/২০০০), ১ম খন্ড, পৃ. ৭৬।

৫. সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

– তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে হতো তবে তারা ওতে বহু গরমিল পেতো।

ইবাদাতের মধ্যে সালাত হল সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। যা দিনে রাতে পাঁচবার আদায় করতে হয়। জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতে মত পার্থক্য দেখা যায়। সালাতের আরকান, আহকাম, সুন্নাত ও মুস্তাহাব নিয়ে দ্বন্দ্ব। ঝগড়া, মারামারি প্রয়োজনে জাম'আত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নতুন জাম'আত সৃষ্টি করা। এমনকি সাক্ষাতে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সালাম পর্যন্ত দিতে চায় না। সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ ও বিসমিল্লাহ পাঠ স্বরবে না নীরবে তা নিয়েও বাহাস-মুনাজারাহ কম হচ্ছে না। গবেষণায় দেখা যায় সবক্ষেত্রে মতবেধ রয়েছে। যার মূলে এই জাল ও যঈফ হাদীস।

ফকীহদের উপর জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব পড়েছে। মাযহাব ও তরীকাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মতের সমর্থনে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব লক্ষণীয়। নিজের ইমামের মর্যাদা ও রায়কে টিকিয়ে রাখতে ও প্রতিপক্ষকে তিরস্কার বা ঘায়েল করতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য জাল হাদীস। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ

يكون في أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتى من إبليس، ويكون في أمتى رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتى هو سراج أمتى[৭]

– আমার উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যাকে বলা হবে মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস। সে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীসের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর হবে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যাকে বলা হবে আবূ হানীফা। সে হবে আমার উম্মাতের চেরাগ।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী ও ইমাম হাকিম এই হাদীসকে জাল বলেছেন।

ফকীহদের বক্তব্যও ভুল হতে পারে। এতে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মারজানী হানাফী বলেন ঃ মূলত ফকীহদের বক্তব্যে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে গেছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, সেগুলো সনদবিহীন। -----

---

৬. সূরা আন-নিসা, ৪ ঃ ৮২।

৭. ইবনুল জাওযী, **মাওযূআত**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭, নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা**, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে তা জাল হওয়ারই প্রমাণ বহন করে, যা অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে।[৮]

আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী (রহঃ) বলেন ঃ অনেক বিশ্বস্ত কিতাব, যার উপর বড় বড় ফকীহগণ নির্ভরশীল, সেগুলো জাল হাদীসসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষ করে ফাতাওয়ার কিতাবসমূহ গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়নকারীগণ যদিও পূর্ণ ইলমের অধিকারী, কিন্তু হাদীসসমূহ সংকলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অলসতা প্রদর্শনকারী।[৯]

সুতরাং জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব যুগে যুগে ছিল। আর এই জন্য মুহাদ্দিসগণ বহু কষ্ট করে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জনের জন্য বক্তব্য প্রদান করেছেন ও গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব যেন বিস্তার করতে না পারে সে জন্য আমাদের প্রিয় ইমাম, ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন ঃ

إذا صح الحديث فهو مذهبي.[১০]

-যখন হাদীস সহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব।

ইমাম, মুফতী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, দাঈ, মিডিয়াসহ সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ খেয়াল রাখতে হবে যে, কোনভাবে যেন জাল ও যঈফ হাদীস সমাজে বিস্তার করতে না পারে। পাশাপাশি কথা বলা, বক্তব্য প্রদান করার পূর্বে জেনে নিতে হবে আলোচনা সহীহ না জাল ও যঈফ হাদীস ভিত্তিক হচ্ছে।

জাল ও যঈফ হাদীস যেসকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে ঃ

সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাল ও যঈফ হাদীস প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

---

৮. মুযাফ্ফর বিন মুহসীন, **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি,** পূর্বোক্ত, পৃ. ১২; হাকীকাতুল ফিকহ, পৃ. ১৪৬।

৯. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আলবানী, **সিফাতু সালাতিন নাবী মিনাত তাকবীরি ইলাত তাসলীম কা আন্নাকা তারাহু,** (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১১/১৯৯১), পৃ. ৩৭; আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, জামে সগীর, এর ভূমিকা, পৃ. ১৩।

১০. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, **মীযানুল কুবরা,** (দিল্লী ঃ ১২৮৬ হিজরী), ১ম খন্ড, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

১। زينوا موائدكم بالبقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية.[১১]

– তোমাদের দস্তরখানগুলো সবজি দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত কর, কারণ তা বিসমিল্লার সহিত আহার করলে শয়তানকে বিতাড়নকারী যন্ত্র।

এই হাদীসের সনদে আলা ইবনু মাসলামা রয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনুল জাওযী তাঁর মাওযূআত গ্রন্থে বলেন ঃ আলা ইবনু মাসলামী হাদীস জালকারী।

২।

عليكم بالقرع- فإنه يزيد في الدماغ- وعليكم بالعدس فإنه قدس العدس على لسان سبعين نبيا[১২]

-তোমরা লাউ (কদু) অপরিহার্য করে নাও, কারণ তা অনুভূতি বৃদ্ধি করে। তোমরা ডালকে অপরিহার্য করে নাও, কারণ তার পবিত্রতা সত্তরজন নবীর ভাষায় হয়েছে।

হাদীসটির সনদে আমর ইবনুল হুসাইন রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত।

ইবনু তাইমিয়া তাঁর মাজমূউ ফাতাওয়া গ্রন্থে জাল হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

লাউ রাসূল (সাঃ) পছন্দ করতেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এই বাক্যে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।

৩। كان يأكل العنب خرطا [১৩]

– তিনি আঙ্গুর খেতেন টুকরো টুকরো করে।

এই হাদীসের সনদে কাদিহ ইবনু রাহমা রয়েছে। সে মুহাদ্দিসগণের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত।

---

১১. ইবনুল কাইয়িম, **আল-মানার আল মুনীফ**, (সিরিয়া ঃ হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১৯৭০), পৃ. ৩২; ইবনুল জাওযী, **মাওযূআত**, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৯৮।

১২. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৪, ২৯৫; সাগানী, **আহাদীসুল মাওযূ'আহ**, পৃ. ৯।

১৩. নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪; ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পৃ. ২৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪।

اذيبوا طعامكم يذكر الله والصلاة۔ ولا تناموا عليه۔ فتقسوا قلوبكم[১৪]

– তোমরা তোমাদের খাদ্যকে আল্লাহর যিক্‌র ও সালাত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ এবং তোমরা তার উপর নিদ্রা যেওনা, কারণ তাহলে তোমাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে যাবে।

সনদে বাযী আবী খলীল সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী 'আল-মিযান' গ্রন্থে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তার বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৫। **ربيع أمتي العنب والبطيخ.** [১৫]

– আমার উম্মাতের শাক-সবজি হচ্ছে আঙ্গুর এবং তরমুজ

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এই হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনু যাউ রয়েছে। সে মিথ্যুক। ইবনুল কাইয়িম হাদীসটি আল-মানার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শাক-সবজির ফযীলতে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং মিথ্যাবাদীর হাদীস আমলযোগ্য নয়।

৬। **البطيخ قبل الطعام بغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا** [১৬]

– খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তরমুজ খেলে তা পেটকে ধৌত করে এবং রোগকে সমূলে বিনাশ করে।

এই হাদীসের সনদে আহমাদ ইবনু ইয়াকূব রয়েছে। তার সম্পর্কে বায়হাকী বলেন ঃ সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম হাকিম এই আহমাদকে হাদীস জালকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে কিভাবে তার হাদীস আমলযোগ্য হতে পারে? তাছাড়া লোকমুখে হাদীসটি প্রসিদ্ধ থাকলেও, রাসূলের হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়।

৭। **الباذنجان شفاء من كل داء**[১৭]

---

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩; ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬৯।

১৫. সুয়ূতী, **আল-লাআলী**, ২য় খন্ড, পৃ. ২১০; ইবনু ইরাক, **তানযীহুশ শারী'আহ**, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৭।

১৬. নাসিরুদ্দীন, আলবানী, **সিলসিলাতিল আহাদীসিয যঈফা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮৫; সুয়ূতী, **মাওযূ'আত** পৃ. ১৩৬।

১৭. মোল্লা আলী, আল-কারী, **আল-মাওযূআতুল কাবীর**, (করাচীঃ মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তারিখ বিহীন), পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

– বেগুন সকল রোগের শিফা।

আল্লামা সাখাবী বলেন ঃ এটা যিন্দীকদের বানোয়াট হাদীস।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন ঃ হাদীসটি সম্পর্কে আমি অবগত নই। সুতরাং এমন হাদীস বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৮।

من أكل الملح قبل الطعام وبعد الطعام فقد أمن من ثلاث مئة وستين نوعا من الداء أهونها الجذام والبرص.[১৮]

– যে ব্যক্তি খাবারের আগে ও পরে লবণ খায়, সে তিনশত ষাটটি রোগ হতে নিরাপদ। তার মধ্যে সর্বনিম্ন হল কুষ্ঠ ও ধবল।

আল্লামা ইবনু আররাক এই হাদীসকে জাল বলে নির্ণয় করেছেন। এটি জাল হাদীস এতে সন্দেহ নেই। আল্লামা সুয়ূতী অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। অতএব এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

যঈফ হাদীস ঃ

৯।

كُلُوْا التِّيْنَ لَوْ قُلْتُ إِنّ فَاكِهَةً نَزَلَتْ مِنْ الْجَنّةِ بِلَا عَجَمٍ لَقُلْتُ وَهِيَ التِّيْنُ وَأَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَوَاسِيرَ وَتَنْفَعُ مِنْ النّقْرس.[১৯]

– তোমরা তীন ফল (ডমুর) খাও। আমি যদি বলি যে, জান্নাত হতে বীচি ছাড়া একটি ফল নাযিল হয়েছে, তাহলে বলব ঃ সেটি হচ্ছে তীন ফল (ডমুর)। তা অর্শ্ব রোগকে দূরিভূত করে এবং নুকরাস নামক রোগের জন্য উপকার করে।

দায়লামী তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবূ যার হতে বিনা সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন মুহাদ্দিস সনদ না থাকার কারণে জাল হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এমন হাদীস আমলযোগ্য নয়।

১০। **بركة الطعام الوضوء قبله وبعده.**[২০]

---

১৮. মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮, সুয়ূতী, **যাইলুল লাআলিল মাসনূ'আ**, পৃ. ১৪২।

১৯. ইবনুল কাইয়িম, **যাদুল মা'আদ**, ১ম সংস্করণ, (কায়রো ঃ আল-মাতবা'আতুল মিসরিয়া, ১৩৪৭/১৯৮২), ৩য় খন্ড, পৃ. ২১৪; নাসির উদ্দিন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা,** ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

– খাদ্যের বরকত হচ্ছে তার পূর্বে ও পরে ওযূ করাতে।

এই সনদে কায়স ইবনু বারী রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী তাকে যঈফ বলেছেন।

১১। اللحم بالبر مرقة الأنبياء.[২১]

– গমের সাথে গোশত নাবীগণের ঝোল।

হাদীসটি আহমাদ ইবন আতা রুযবারী কর্তক বর্ণিত। তিনি যঈফ।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ সনদটি খুবই দুর্বল। আহমাদ ইবনু আতা সম্পর্কে আল-খতীব বলেন ঃ হাদীস বর্ণনায় সে ভুল করত।

খাদ্য মহান আল্লাহর দান। মানুষের কল্যাণে হালাল খাদ্য গ্রহণ করা ইসলামী শরী'আতে নির্দেশ রয়েছে। সহীহ হাদীস ব্যতীত মৌযূ হাদীস সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে হালাল খাদ্যের পরিবর্তে মানুষ কখনো হারাম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

ইলম বা বিদ্যা বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

১২। اطلبوا العلم ولو بالصين.[২২]

– চীন দেশে গিয়ে হলেও তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর।

এই হাদীসের সনদে আবূ আতিকা রয়েছে। যাকে মুহাদ্দিসগণ চিনেন না। যার কারণে হাদীসটি বাতিল। সুয়ূতী তাঁর লাআলী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৩। أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.[২৩]

– দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর।

শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ বলেন ঃ **ليس بحديث نبوي.**

---

২০. আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ, ইবনু আবী হাতীম, **আল-ইলাল**, (বৈরুত ঃ দারুল মারিফাহ, ১৪০৫ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ১০।

২১. নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা,** ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১০।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০০, ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৫।

২৩. মুতীউর রহমান, মাওলানা, **প্রচলিত জাল হাদীস**, ১ম প্রকাশ, (ঢাকাঃ মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, ১৪২৪/২০০৩), ১ম খন্ড, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

এটা হাদীসে নববী নয়, বরং প্রবাদ বাক্য। ইল্‌ম আমৃত্যু শিক্ষা গ্রহণ করবে এতে ইসলামী শরী'আত উৎসাহিত করেছে। সুতরাং হাদীস হিসেবে এটা গ্রহণীয় নয়।

১৪। [২৪] – من تعلم بابا من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين نبيا.

– যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির নিয়তে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইলমে দ্বীনের কিছু শিক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে সত্তরজন নবীর সাওয়াব দান করবেন।

ইলম অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর রাসূল (সা.) ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী ও আল্লামা ইবন আররাক জাল হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লামা তাহের পাট্টনী (রহ.) তাঁর তাযকিরাতুল মাওযূআত গ্রন্থে জাল হিসেবে নির্ণয় করেছেন।

১৫। [২৫] علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.

– আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীতুল্য।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন, তাদের মধ্যে ইবনে হাজার আসকালানী, সুয়ূতী ও মোল্লা আলী কারী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর মনোনীত নবীর সমতুল্য কেহ হতে পারে না। অপরদিকে রাসূল (সা.)-এর হাদীসেও এমন কথা পাওয়া যায় না।

১৬। [২৬] حضور مجلس علام أفضل من صلاة ألف ركعة.

– একজন আলিমের মজলিসে হাজির হওয়া এক হাজার রাক'আত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

---

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১; আল-কিনানী, **তানযীহুশ শরী'আতিল মারফু'আ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫।

২৫. মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২; নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৯।

২৬. ইমাম শাওকানী, **আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬; তাহের পাট্টানী, **তাজকিরাতুল মাওযূ'আত**, ৩য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

এটি একটি জাল হাদীস। আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (রহ.) বলেন ঃ এটি মিথ্যা হাদীস। ইমাম শাওকানী ও তাহের পাট্টানীও মৌযূ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৭। قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له.[২৭]

– মানুষের মূল্যায়ন তার জ্ঞানে। যার জ্ঞান নেই তার কোন ধর্মও নেই।

এই হাদীসের সনদে দাউদ ইবনু মুহাব্বার নামক ব্যক্তি রয়েছে। সে হাদীস চুরি করে বর্ণনা করত। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮। فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة.[২৮]

– এক ঘণ্টা গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাত থেকেও অতি উত্তম।

সনদে উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট সে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ সে জাল হাদীস বর্ণনাকারী। ইমাম হাকিম ও অনুরূপ মত দিয়েছেন। লোকমুখে প্রসিদ্ধ হলেও এটা সহীহ হাদীস নয়। সুতরাং আমলযোগ্য নয়।

১৯।

إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية فإن الله تعال يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما.[২৯]

– যখন কোন আলিম বা শিক্ষার্থী কোন জনপদ অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তা'আলা সে জনপদের কবরস্থান হতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আজাব উঠিয়ে নেন।

আল্লামা সুয়ূতী ও মোল্লা আলী কারী বলেন ঃ এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। অথচ সমাজে প্রচলিত রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে। যতবেশী প্রসিদ্ধ হোক না কেন, এই ভিত্তিহীন কথা বিশ্বাস করা যাবে না।

২০। مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء.[৩০]

---

২৭. নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৬।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২; ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, পূর্বোক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৪৪।

২৯. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, **প্রচলিত জাল হাদীস**, ২য় প্রকাশ, (চট্টগ্রাম ঃ আফকার প্রকাশনী, ১৪৩২/২০১১), ১ম খন্ড, পৃ. ৬৫; মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

– বিদ্বানদের কলমের কালি শহীদদের রক্তের চেয়ে উত্তম।

শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে এই হাদীস রাসূলের বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটি একটি প্রবাদ বাক্য। ইলম অর্জন করা ফরজ। যা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যঈফ হাদীস ঃ

২১। من نام بعد العصر – فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. [৩১]

– যে ব্যক্তি আসরের পরে ঘুমাবে, তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। ফলে সে তার নিজেকেই শুধু দোষারোপ করবে।

ইবনুল জাওযী হাদীসটি তাঁর মাওযূ'আত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ খালিদ অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বর্ণনা করেছেন।

খতীব বাগদাদী (রহ.) অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তবে এটা যঈফ হাদীস হিসেবে পরিচিত।

ইবনু হিব্বান আয-যো'আফা ওয়াল মাতরূকীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২২। قليل العمل ينفع مع العلم وكثير العمل لا ينفع مع الجهل. [৩২]

– জ্ঞানের সাথে অল্প আমল উপকারী, অজ্ঞতার সাথে বেশী আমল উপকারী নয়।

এই হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনু রাওহ রয়েছে। সে যঈফ রাবী। হাফিয ইরাকী বলেছেন ঃ এটি যঈফ হাদীস।

ইল্‌ম অর্জন করা ফরজ। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মানুষ যদি সঠিক ইলম গ্রহণ না করে মৌযূ হাদীস অনুযায়ী ভুল শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে সমাজে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি নেমে আসবে। যা সকলের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে।

পবিত্রতা বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

২৩। الدم مقدار الدرهم – يغسل وتعاد منه الصلاة. [৩৩]

---

৩১. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

৩২. হাফিয ইরাকী, **তাখরীজুল ইহইয়া**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭; সূয়তী, **যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

– রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হলে, তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

এই হাদীসের সনদে নূহ ইবনু আবী মারিয়াম রয়েছে। যে মিথ্যার দোষে দোষী।

ইবনুল জাওযী তাকে মিথ্যুক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী তা সমর্থন করেছেন। অতএব এই হাদীস আমলযোগ্য নয়।

২৪। **اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار.**[৩৪]

– এক দিনারের বিনিময়ে এক গ্লাস পানি দ্বারা হলেও তোমরা জুম'আর দিবসে গোসল কর।

এই হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনুল বুহতারী রয়েছে। সে জাল হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে স্বীকৃত। জুম'আর দিন গোসল করার বিধান সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এই জাল হাদীসের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।

২৫।

من قدم لأخيه إبريقا يتوضأ منه فكأنما قدم جوادا وأكرموا طهوركم[৩৫]

– যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের জন্য এক বদনা অজুর পানি পেশ করল সে যেন নিজেকে দানশীল হিসেবে পেশ করল এবং তোমরা তোমাদের অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীকে সম্মান কর।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন ঃ এটি বানোয়াট বা মৌযূ হাদীস। আল্লামা সুয়ূতীও মৌযূ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর হাদীস হিসেবে প্রমাণতি না হওয়ায় আমলযোগ্য নয়।

২৬। **غسل الإناء وطهر الفناء يورثان الغني.**[৩৬]

– প্লেট ধোয়া এবং আঙ্গিনা পরিষ্কার করা ধন-দৌলত বৃদ্ধি করে।

---

৩৩. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫; যায়লাঈ, **নাসবুর রায়া**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২, সুয়ূতী, **আল-লাআলী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৩৪. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪; ইবনু ইরাক, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৮।

৩৫. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১; আযলূনী, **কাশফুল খাফা**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

৩৬. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে জাল হিসেবে নির্ণয় করেছেন। আল্লামা শাওকানীও একই মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থে এমন হাদীস পাওয়া যায় না। তাই এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

২৭।

بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمسبحته اليمنى وختم بإبهامه اليمنى- وابتدأ في اليسري الخنصر إلى الإبهام.[৩৭]

– রাসূল (সা.) ডান হাতের তর্জনী হতে নখ কাটা আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করতেন।

আল্লামা সাখাবী ও ইবনু হাজার আসকালানী বলেন ঃ নখ কাটার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূল (সা.) থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই। হাফেজ ইরাকীও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তবে নখ কেটে পরিষ্কার থাকবে এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২৮।

من سمى في وضوئه لم يزل ملكان يكتبان له الحسنات حتى يحدث من ذلك الوضوء.[৩৮]

– যে ব্যক্তি ওজূতে বিসমিল্লাহ পড়বে, দুইজন ফিরিশতা তার জন্য সেই ওযূ ভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকবে।

ওযূতে বিসমিল্লাহ বলা বা সকল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এই হাদীসের সনদে হুসাইন ইবনে উলওয়ান নামক হাদীস জালকারী রয়েছে। ইমাম শাওকানী তাকে জালকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মোল্লা আলী কারী অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

২৯। যে ব্যক্তি জুম'আর দিন নিয়ত সহকারে সাওয়াবের আশায়, জানাবতের কারণে নয় বরং জুম'আর পবিত্রতার জন্য গোসল করবে। আল্লাহ তার মাথার প্রত্যেকটি চুল, দাড়ি এবং পুরা শরীরের লোম যা সে গোসলের পানি দ্বারা ভিজিয়েছে এর পরিবর্তে দুনিয়াতে একটি নূর লিপিবদ্ধ করেন।[৩৯]

---

৩৭. মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯; তাখরীজে ইহ্ইয়া, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪১।
৩৮. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০; মওজু'আতে কুবরা, পৃ. ২৩৪।
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১; সুয়ূতী, **আল-লাআলী**, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীসের সনদে উমর ইবনে সুবহ বসীর রয়েছে। সে হাদীস মৌযূকারী।

জুম'আর দিন গোসল করা সাওয়াবের কাজ, যা অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এই জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।

যঈফ হাদীস ঃ

৩০। **الوضوء من كل دم سائل.**[৪০]

– প্রত্যেক প্রবাহিত খুনেই (রক্তেই) ওযূ করতে হবে।

এই হাদীসের সনদে বাকিয়া নামক বর্ণনাকারী রয়েছে। তাকে কোন কোন মুহাদ্দিস মিথ্যুক বলে মন্তব্য করেছেন। তবে এই হাদীস যঈফ।

৩১। **الوضوء على الوضوء نور على نور.**[৪১]

– ওযূর উপর ওযূ করা মানে আলোর উপর আলো অর্জন করা।

হাফেজ ইরাকী বলেন ঃ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন ঃ হাদীসটি যঈফ। মুহাদ্দিস রাজীন তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

ওযূ করা সাওয়াবের কাজ। তবে আলোচ্য হাদীস নিয়ে যেহেতু মতপার্থক্য রয়েছে অতএব এই হাদীসের উপর বিশ্বাস করা ঠিক নয়। ওযূর ফযীলতে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। মৌযূ হাদীসের কারণে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। যা কখনো কাম্য নয়।

আহলে বাইত ও সাহাবা বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

৩২। **أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.**

– আমার পরিবারের সদস্যগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের যেকোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিকপথ পাবে।[৪২]

এই হাদীসের সনদে আহমাদ ইবনু ইসহাক রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট সে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত। এই ধরনের হাদীস সহীহ কোন গ্রন্থে

---

৪০. যায়লাঈ, **নাসবুর রায়া**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭; মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮১

৪১. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০।

৪২. সুয়ূতী, **যায়লুল আহাদীসিল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১; ইবনু ইরাক, **তানযীহুশ শরী'আহ**, ২য় খন্ড, পৃ; ৪১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় না। যাহাবী বলেন, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম শাওকানী ও তার মাওযূ'আহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৩৩। যে ব্যক্তি আদমের জ্ঞান, নূহের পরহেযগারী, ইবরাহীমের ধৈর্য, মূসার ব্যক্তিত্ব ও ঈসার ইবাদাত দেখতে ইচ্ছে করে, সে যেন আলীর দিকে তাকায়।[৪৩]

এটি শীয়াদের তৈরি একটি জাল হাদীস। এভাবে আলী এর মর্যাদায় অসংখ্য জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে। আলীর মর্যাদায় সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে আলোচ্য হাদীসটি জাল।

৩৪। **هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا.**[৪৪]

– এই আলী আমার ওসী, আমার ভাই ও আমার পরে খলীফা। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আদেশ পালন করবে।

রাসূল (সাঃ) কোন ব্যক্তিকে খলীফা মনোনীত করেননি। এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৫। **من لم يقل على خير الناس فقد كفر.** [৪৫]

– আলীকে যে সর্বোত্তম ব্যক্তি না বলল, সে কুফরী করল।

এভাবে শীয়ারা আলীকে প্রাধান্য দিয়ে বহু হাদীস তৈরি করেছে।

৩৬। **خلقت إنا وعلى من نور وكنا على يمين العرش.**[৪৬]

– আমাকে ও আলীকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। আর আমরা উভয়েই আরশের ডান পাশ্বে ছিলাম।

রাসূল (সা.)-এর সমগ্র সহীহ হাদীস খুজে এই হাদীস পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসগণ এটাকে শীয়াদের তৈরি জাল হাদীস হিসেবে উল্লেখ করছেন।

৩৭। **لو عاش إبراهيم لكان نبيا.**[৪৭]

---

৪৩. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ডক্টর, **রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৬/২০০৫), পৃ. ১৫৪।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।

৪৫. মুহাম্মদ ইবন আলী, আশ-শাওকানী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭; জামাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪।

৪৬. মুহাম্মদ আজ্জাজ, আল-খতীব, ডক্টর, **আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন**, (মক্কাতুল মুকাররমা, ১৩৮৩/১৯৬৩), পৃ. ১৯৮।

৪৭. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

– যদি ইবরাহীম জীবিত থাকত তাহলে সে নবী হত।

এই হাদীসের সনদে আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান আবসী নামক ব্যক্তি রয়েছে। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ সে পরিত্যাজ্য ব্যক্তি। এছাড়া এই হাদীস কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকীদা প্রমাণ করার জন্য বানোয়াট হাদীস।

ইমাম নববী এই হাদীস বাতিল বলে মন্তব্য করেছেন।

৩৮। **أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.**[৪৮]

– আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যেকোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।

এই হাদীসের সনদে সালাম ইবনু সুলাইম রয়েছে। সে জাল হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে মুহাদ্দিসগণের নিকটে পরিচিত। তার সম্পর্কে ইমাম হাযমও একই মন্তব্য করেছেন। আল্লামা ইবনু খার্‌রাশ বলেন ঃ সে মিথ্যুক।

৩৯। আমার মৃত্যুর পরে যে বিষয়ে আমার সাথীগণ মতভেদ করেছেন, সে বিষয়ে আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাই তিনি আমাকে ওহী মারফত জানিয়েছেন, হে মুহাম্মদ! তোমার সাথীগণ আমার নিকট আসমানের নক্ষত্রতুল্য। যাদের কতজন অন্যজনের চেয়ে অতি উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি তাদের মতভেদকৃত বস্তু থেকে কিছু গ্রহণ করেছে সে আমার নিকট সঠিক পথের উপরেই রয়েছে।[৪৯]

এই হাদীসের সনদে আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আমী রয়েছে। সে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ সে বহু ভুল করত। ইবনু মাঈন বলেন ঃ সে মিথ্যুক। ইবনুল জাওযীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

৪০। **أنا مدينة العلم وعلى بابها.**[৫০]

– আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।

---

৪৮. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭।

৫০. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঝিনাইদহ ঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৪৩৪/২০১৩), পৃ. ৪০৯; ইবনুল জাওযী, **আল-মাউযূ'আত**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম বুখারী ও যাহাবী মৌযূ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও সমাজে বহুল প্রচলিত কথা।

৪১। আলীকে ডাক, সে আশ্চর্য কর্মাদি প্রকাশ করে, তাকে তুমি বিপদে আপদে তোমার সহায়ক পাবে। হে মুহাম্মদ! আপনার নবুওয়াতের ওসীলায়। হে আলী! আপনার বেলায়াতের ওসীলায়।[৫১]

আলোচ্য হাদীস যে, শীয়াদের বানানো তা এমনিতেই বুঝা যায়। কারণ বিপদে কাউকে ডাকা যায় না। একমাত্র আল্লাহকে বিপদে ডাকতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ

– আল্লাহ তোমাকে দুঃখ, দুর্দশা দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৭)

বিপদে পড়ে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটা যে জাল হাদীস এতে সন্দেহ নেই। কারণ তারা মানুষকে শিরক শিক্ষা দিচ্ছে।[৫২]

৪২। সালমান (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আদম (আ.) কে সৃষ্টির পূর্বেই আমি ও আলী চৌদ্দ হাজার বছর আল্লাহর নিকটে নূর হিসেবে সংরক্ষিত ছিলাম। আদম সৃষ্টির সময় তিনি এ নূরকে দুই ভাগে ভাগ করেন তার একটি অংশ আমি এবং অন্য অংশ আলী।[৫৩]

ইসলামের বৈধ তিন খলীফা যথা ঃ আবূ বকর, ওমর, উসমান (রা.) কে বাদ দিয়ে আলীর মর্যাদা বৃদ্ধি করাই শীয়াদের মূল কাজ। আলোচ্য জাল হাদীসটি তার প্রমাণ। এই জাল হাদীস বিশ্বাস করলে ইসলামী খিলাফতকে বিতর্কিত করা হবে। যা আদৌ কারো কাম্য নয়।

৪৩। **النظر إلى على عبادة.**[৫৪]

---

৫১. ঐ; আজলূনী, **কাশফুল খাফা**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৯।

৫২. রফীকুর রহমান, প্রফেসর, **আশ্ শিরক**, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩২/২০১১), পৃ. ১০২।

৫৩. তরিকুল ইসলাম, ডক্টর, **হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি**, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩১/২০১০), পৃ. ৯০; ইবনুল জাওযী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১; ইবনু জাওযী, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

– আলীর দিকে দৃষ্টিদান ইবাদাত।

এই হাদীসের উপর আমল করার কোন সুযোগ ইসলামী শরী'আতে নেই। কারণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস প্রমাণ করে দৃষ্টি নিম্নগামী করে চলবে। আর কারো চেহারার দিকে তাকালে ইবাদত হবে এমন কথা অবিশ্বাস্য।

৪৪। **النظر إلى الوجه الجميل عبادة.**[৫৫]

– সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো ইবাদাত।

এই হাদীসের উপর আমল করলে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করা হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরাআনে নির্দেশ প্রদান করেন পুরুষদেরকে নারীদের থেকে আর নারীদেরকে পুরুষদের থেকে দৃষ্টি নিম্নগামী রাখার জন্য।[৫৬]

সুতরাং উপরে বর্ণিত উভয় হাদীসের উপরে আমল করলে গুনাগার হতে হবে। কুরআন বিরুধী কিছু গ্রহণযোগ্য নয়।

আহলে বাইত ও সাহাবীদের ফযীলতে সহীহ হাদীস রয়েছে। তবে জাল ও যঈফ হাদীসের কারণে সমাজে আহলে বাইত ও সাহাবীদের সম্পর্কে কেহ কেহ মন্তব্য করে থাকে, যা থেকে বেঁচে থাকা মুসলিম হিসেবে একান্ত কর্তব্য।

কুরআনুল কারীম বিষয়ক জাল হাদীস

৪৫। **من قرأ القرآن معكوسا القى في النار منكوسا.**[৫৭]

– যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীমকে উল্টোভাবে পড়বে, তাকে উল্টো করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

মুহদ্দিসগণ এই হাদীসকে জাল বা মৌযূ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মাওযূ'আতে কুবরা গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী বলেন ঃ হাদীসটি বানোয়াট। আল্লামা আজলূনী বলেন ঃ হাদীসটি মৌযূ। তবে উল্লেখ থাকে যে, কুরআন কখনো উল্টো করে পড়া যাবে না। কেহ যদি পড়ে তাহলে ঈমান পরিপন্থী কাজ হবে।

---

৫৫. আবূ আব্দুল্লাহ, আয্যারঈ, **নাকলুল মানকুল ওয়াল মুহিকুল মুমায়িয বায়নাল মারদুদ ওয়াল মাকবুল**, (রিয়াদ, পূর্বোক্ত, **১৪১১** হিজরি), **১ম** খন্ড, পৃ. ৫৪।

৫৬. সূরা নূর, ২৪ ঃ ৩০-৩১।

৫৭. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আতে কুবরা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০; আজলূনী, **কাশফুল খাফা**, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। যে ব্যক্তি সূরা আল-ওয়াকেয়াহ পাঠ করবে এবং তা শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত লিখা হবে না এবং সে ও তার বাড়ীর সদস্যরা অভাবে পতিত হবে না।[৫৮]

এই হাদীসের সনদে আব্দুল কুদ্দুস ইবনু হাবীব রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। একজনে সূরা পাঠ করবে আর বাড়ীর সদস্যরা অভাবমুক্ত হবে এটা অযৌক্তিক। এমনতে কেহ সূরাটি পাঠ করলে সাওয়াব পাবে। এতে সন্দেহ নেই।

৪৭। যে ব্যক্তি দু'শত বার 'কুল-হু-আল্লাহ আহাদ' পাঠ করবে, যদি তার উপর কোন ঋণ না থাকে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য এক হাজার পাঁচশত সাওয়াব লিখে দেন।[৫৯]

এই হাদীসের সনদে হাতিম ইবনু মায়মূন রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ তাকে বর্জন করেছে। ইমাম বুখারী বলেন ঃ সে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছে। খতীব বাগদাদী বলেন ঃ হাদীসটি বানোয়াট। ইবনুল জাওযী অনুরুপ মত প্রকাশ করেছেন।

৪৮। যে ব্যক্তি কুল-হু-আল্লাহ আহাদ তার সেই রোগের মধ্যে পাঠ করবে যাতে তার মৃত্যু হবে, তার কবরে তাকে ফেতনায় পড়তে হবে না। সে কবরের চাপ খাওয়া হতে নিরাপদ থাকবে এবং ফেরেশতারা কিয়ামত দিবসে তাকে (হাতের) তালু দ্বারা বহন করে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[৬০]

এই হাদীসের সনদে আবূ হারিস নাসর ইবনু হাম্মাদ আল-বালখী রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত। ইবনু মাঈন বলেন ঃ সে মিথ্যাবাদী। অতএব মিথ্যাবাদীর হাদীস আমলযোগ্য নয়।

যঈফ হাদীস ঃ

৪৯। **من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت.**[৬১]

---

৫৮. সুয়ূতী, **যায়লুল আহাদিসীল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭; নাসিরুদ্দিন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৯।

৫৯. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪; ইবনু হিব্বান, **আয-যো'য়াফা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০।

৬০. নাসিরুদ্দিন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

– যে ব্যক্তি কুরআন জমা করবে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তাকে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করবেন।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সহীহ হাদীস ও বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেন ঃ সনদ দুর্বল। লোকমুখে হাদীসটি প্রসিদ্ধ হলেও সহীহ হাদীসের মর্যাদা পায়নি।

৫০। **لا حبس (أي – وقف) بعد سورة النساء.**[৬২]

– সূরা নিসার পরে ওয়াক্‌ফ নেই।

এই হাদীসের সনদে ঈসা ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট সে যঈফ বর্ণনাকারী।

৫১। যে ব্যক্তি কুল-হু-আল্লাহ আহাদ সূরা দুইশত বার পাঠ করবে, তার দুইশত বছরের গুণাহ ক্ষমা করা হবে।[৬৩]

সনদে হাসান ইবনু আবী জা'ফার রয়েছে। যাকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কুরআনুল কারীমের মর্যাদা ও ফজীলতে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। জাল ও যঈফ হাদীসের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। যদি নির্ভর করা হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি হবে।

দুনিয়া ও পরকাল বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

৫২। পৃথিবী একটি পাথরের উপর। পাথরটি একটি ষাড়ের শিং এর উপর। যখন বলদ শিং হেলায় তখন পাথর নড়ে উঠে, সাথে সাথে পৃথিবীও প্রকম্পিত হয়। আর এটিই ভূমিকম্প।[৬৪]

ভূমিকম্প মহান আল্লাহর একটি নিদর্শন এটা কারো ইচ্ছায় হয় না। আল্লাহ যখন প্রয়োজন মনে করেন তখন মানুষকে সতর্ক করেন। আবূ হাইয়্যেন ও ইবনুল কায়্যিম এই হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

৫৩। **الملك والدين توأمان.**[৬৫]

– রাজত্ব এবং ধর্ম যমজ বাচ্চার সমতুল্য।

---

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১।

৬৩. সুয়ূতী, **আল-লাআলী**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯।

৬৪. মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩।

৬৫. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিসগণের নিকট এটা মৌযূ হাদীস। যদিও সমাজে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ রয়েছে। রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস হিসেবে ভিত্তি নেই। অতএব এই হাদীস বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৫৪। **الدنيا جيفة وطلابها كلاب.**[৬৬]

– দুনিয়া দুর্গন্ধময় মৃতদেহ, আর দুনিয়া অন্বেষণকারীগণ কুকুরের ন্যায়।

মুহাদ্দিসদের নিকটে এটা মৌযূ হাদীস হিসেবে পরিচিত। আল্লামা আযলূনী বলেন ঃ এটা কোন হাদীস নয়।

৫৫। তুমি দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কর্ম কর, যেন তুমি অনন্তকালের জন্য জীবনধারণ করবে। আর আখিরাতের জন্য এমনভাবে আমল কর, যেন তুমি কালকেই মৃত্যুবরণ করবে।[৬৭]

যদিও মানুষের মুখে এই হাদীস পরিচিত। রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা হায়সামী 'আল-মাজমা' গ্রন্থে বলেন ঃ এই হাদীসের সনদে আবূ আকীল রয়েছে, সে মিথ্যুক। তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৫৬। আল্লাহ দুনিয়ার নিকট ওহী মারফত বলেছেন যে, তুমি খেদমত কর ঐ ব্যক্তির যে আমার খেদমত করে এবং কষ্ট দাও ঐ ব্যক্তিকে যে তোমার খেদমত করে।[৬৮]

এই হাদীসের সনদে হুসাইন বিন দাউদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট সে নির্ভরশীল নয়। হাদীসের ভাষ্য যুক্তিসম্মত নয়। সুতরাং এই জাল হাদীসের উপর আমল করা ঠিক নয়।

৫৭। আখিরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য আখিরাত হারাম। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই হারাম আল্লাহওয়ালাদের জন্য।[৬৯]

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ এই হাদীসটি জাল।

---

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭।

৬৭. হায়সামী, **আল-মাজমা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

৬৮. আবূ বকর আহমাদ বাগদাদী, আল খতীব, **তারীখে বাগদাদ,** তারিখ বিহীন, ৮ম খন্ড, পৃ. ৪৪।

৬৯. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূআহ**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীসের সনদে জাবালাত ইবনু সুলায়মান রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট সে নির্ভরশীল নয়। কেহ কেহ তাকে মিথ্যুক হিসেবে নির্ণয় করেছেন। সুতরাং এই হাদীস গ্রহণযোগ নয়।

যঈফ হাদীস ঃ

৫৮। দুনিয়া থেকে তোমরা বেঁচে চল, কারণ তা হচ্ছে হারূত ও মারূতের চাইতেও অধিক যাদুকর।[৭০]

এই হাদীসের সনদে আবূ দারদা রয়েছে। হাদীসটি যঈফ হওয়ার জন্য সে দায়ী। কেহ কেহ বলেন ঃ সে কে তা জানা যায় না। অতএব অপরিচিত ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করা উচিত নয়।

৫৯। **حب الدنيا كل خطيئة.**[৭১]

– দুনিয়া প্রীতি সকল পাপের মূল।

মুহাদ্দিস ইবনুল গরস হাদীসটিকে যঈফ বলে অভিহিত করেছেন। কেহ কেহ বলেন এটা কোন বিদ্বান ব্যক্তির বক্তব্য। ইমাম বায়হাকী হাদীসটিকে হাসান বসরী থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (সা.) দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ চাওয়ার পদ্ধতি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। জাল ও যঈফ হাদীস অনুযায়ী দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড ত্যাগ করলে মুসলিম সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে। যা ইসলাম সমর্থন করে না।

আযান ও সালাত বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

৬০। আযান দেওয়ার সময় এবং আযান শ্রবণের সময় দুনিয়াবী কোন কথা বললে চল্লিশ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যায়।[৭২]

আল্লামা মুতীউর রহমান বলেন ঃ এটা রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়।

আযান শ্রবণের পর জবাব দেওয়া রাসূল (সা.)-এর উপর দরুদ পাঠ করা ও দু'আ করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সময়ে কথা বললে চল্লিশ বছরের নেকী নষ্ট হয়ে যাওয়া অযৌক্তিক। যদি কোন ব্যক্তির বয়স চল্লিশ বছর আর সে সাধ্যমত ভাল কাজ করছে আল্লাহর ভয়ে। এখন সে যদি

---

৭০. হাফেজ ইরাকী, **তাখরীজুল ইহইয়া**, ৩য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭, নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফ**, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৬।

৭১. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, **প্রচলিত জাল হাদীস**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

৭২. মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

আযানের সময় দুনিয়াবী কথা বলে তাহলে কি সব নেকী নষ্টের কারণে জাহান্নামে যাবে? এটা অসম্ভব।

৬১। **من تكلم عند الأذان خيف عليه زوال الإيمان.**[৭৩]

– যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আল্লামা সাগানী বলেন ঃ আলোচ্য হাদীস জাল।

ঈমান নষ্ট হওয়ার যতগুলি কারণ রয়েছে আযানের সময়ে কথা বলা সেইগুলির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আযানের জবাব দেওয়া সাওয়াবের কাজ।

৬২। যে ব্যক্তি সঠিক নিয়্যতের সাথে এক বছর আযান দিবে, তার জন্য কোন পারিশ্রমিক চাইবে না, তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের এক দরজার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে, তুমি যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করো।[৭৪]

এই হাদীসের সনদে মূসা আত-তাবীল রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ সে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করত। ইবনুল জাওযী বলেন ঃ সে মিথ্যুক। মিথ্যাবাদীর হাদীস আমলযোগ্য নয়।

৬৩। **من حافظ على الأذان سنة وجبت له الجنة.**[৭৫]

– যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এক বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

এই হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল-মাসলূব রয়েছে।

আল-খতীব বলেন ঃ আল্লাহর কসম সে হাদীস জালকারী। আযান দেওয়া সাওয়াবের কাজ। তবে এই জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস রাখা যাবে না।

৬৪। যে ব্যক্তি সাত বছর সাওয়াবের প্রত্যাশায় আযান দিবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত হওয়াকে ফরয করে দিবেন। হাদীসটি যঈফ।

---

৭৩. আজলূনী, **কাশফুল খাফা**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬; ঐ।

৭৪. ইবনু ইরাক, **তানযীহুশ শারী'আহ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬; সুয়ূতী, **যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ**, পৃ. ১০৪।

৭৫. সুয়ূতী, **আল লাআলী**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩; ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র হাদীসের সনদে ইবনু ইয়াযীদ আল জু'ফী নামক ব্যক্তি রয়েছে। হাদীস বর্ণনায় সে যঈফ। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাকে দুর্বল বলেছেন।[৭৬] কেহ কেহ তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

৬৫। সাওয়াব প্রত্যাশী মুয়াযযিন নিজ রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায়। সে আযান ইকামাতের মধ্যে যা চাই তা আল্লাহর নিকট কামনা করে।[৭৭]

এই হাদীসের সনদে ইবরাহীম বিন রস্তম রয়েছে। যে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম হাকিম তাকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ সে দুর্বল।

৬৬। **صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.**[৭৮]

– আংটি পরা অবস্থায় এক রাক'আত সালাত আংটিবিহীন সত্তর রাক'আতের সমান সাওয়াব।

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালী বলেন, এটা রাসূল (সাঃ)-এর কোন বাণী নয় বরং জাল হাদীস।

ইরাকী বলেন ঃ এটা জাল হাদীসের অর্ন্তভুক্ত।

৬৭। যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন হযরত আদম (আ.)-এর সাথে পঞ্চাশবার হজ্জ করল। আর যে ব্যক্তি যোহরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন হযরত নূহ (আ.) এর সাথে ৩০/৪০ বার হজ্জ করল।[৭৯]

আল্লামা শাওকানী, আল্লামা সাগানী বলেন ঃ এটা জাল হাদীস।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে জাল বলে স্বীকৃতি দেন। জাম'আতে সালাত আদায় করার ফযীলাত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু এই জাল হাদীস বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। তবে অধিকাংশ ওয়ায়েজ এই জাল হাদীস বলে থাকেন। যা গুনাহের কাজ।

৬৮। **من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي.**[৮০]

---

৭৬. উকায়লী, **আয-যো'আফা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫; নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯।

৭৭. হায়সামী, **মাজমাউয যাওয়ায়েদ**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৭৮. মাওলানা মুতীউর রহমান, **প্রচলিত জাল হাদীস**, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮।

৭৯. ঐ।

৮০. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

– যে ব্যক্তি কোন মুত্তাকী আলিমের পিছনে সালাত আদায় করল, সে যেন কোন নবীর পিছনে সালাত আদায় করল।

মুহাদ্দিসদের নিকটে এটা ভিত্তিহীন হাদীস। আল-মাকাসিদুল হাসানা গ্রন্থে আল্লামা সাখাবী বলেন ঃ এরূপ শব্দে রাসূল (সা.) কোন হাদীস বলেননি। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনুবী হিদায়াহ গ্রন্থের পাদটীকায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৮১]

৬৯। আরাফার দিবস যদি জুম'আর দিবসের সাথে মিলে যায় তাহলে তা সর্বোত্তম দিবস এবং সেটি জুম'আর দিবসহীন সত্তরটি হজ্জের চেয়েও উত্তম।

এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থে নেই। এ জন্য মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে বাতিল হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মানাবী অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।[৮২]

যঈফ হাদীসসমূহ ঃ

৭০। যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বেই ছয় রাক'আত সালাত আদায় করবে, তা দ্বারা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৮৩]

এই হাদীসের সনদে ইবনু গাযুওয়ান দামেস্কী রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে মুনকারুল হাদীস।

৭১। বান্দা যখন তার সিজদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তাকে নিয়ে তাঁর ফেরেশতাদের সামনে অহংকার করেন। বলেনঃ তার আত্মা আমার নিকট আর তার দেহ আমার আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে।[৮৪]

---

৮১. আলী ইবন আবূ বকর, আল-মারগীনানী, **আল-হিদায়াহ**, (দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে রশীদিয়া, ১৪০১/১৯৮১), পৃ. ১২২।

৮২. ইবনুল কাইয়্যিম, **যাদুল মা'আদ, ১ম** সংস্করণ, (কায়রো ঃ আল-মাকতাবা'আতুল মিসরিয়া, ১৩৪৭/১৯৮২), ১ম খন্ড, পৃ. ১৭; নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩।

৮৩. ইবনু আবী হাতীম, **আল-ইলাল**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৮৪. সুয়ূতী, **আল-লাআলী**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ ভেদাভেদ ভুলে একই লাইনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ের মাধ্যমে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এটাই সলাতের শিক্ষা। অথচ জাল ও যঈফ হাদীস মুসলিম সমাজে দলাদলির বীজ বপন করে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

মাসজিদ বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

৭২। কিয়ামতের দিন মাসজিদগুলো ছাড়া সমস্ত মাটিই হয়ে যাবে ধ্বংস, তবে মাসজিদগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশে যাবে।[৮৫]

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। পবিত্র কুরআন বিরোধী বক্তব্য। আল্লাহর ঘোষণা ঃ ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল। আর যদি মাসজিদ থাকত। তাহলে রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবে উল্লেখ থাকত। সুতরাং এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৭৩। যে ব্যক্তি মাসজিদের মধ্যে পার্থিব কথা বলে তার অন্য আমল নষ্ট করে দেন আল্লাহ।[৮৬]

আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা বলেন ঃ হাদীসটি অসত্য ও অবাস্তব।

মাসজিদে সামান্য দুনিয়াবী কথার কারণে অন্য আমল বাতিল হতে পারে না। লোকমুখে হাদীসটি প্রসিদ্ধ আছে। মাসজিদের আদব রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

যঈফ হাদীসসমূহ ঃ

৭৪। **لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.**[৮৭]

– মাসজিদ ছাড়া মাসজিদের প্রতিবেশীর সালাত হবে না।

এই হাদীসের সনদে সুলায়মান ইবনু দাউদ আল-ইয়ামামী রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে যঈফ। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী তাকে মুনকারুল হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

৮৫. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, আল্লামা ও মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ডক্টর, **জাল হাদীস**, (ঢাকা ঃ সোনালী সোপান প্রকাশন, ১৪৩৩/২০১২), পৃ. ৮৪।

৮৬. ঐ।

৮৭. ইবনুল জাওযী, **মাওযূ'আত**, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩; সাগানী, **মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

৭৫। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই মাসজিদের (মক্কার মাসজিদ) অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক দিনে এবং রাতে একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। ষাটটি তাওয়াফ কারীদের জন্য, চল্লিশটি সালাত আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি দৃষ্টিদান কারীদের জন্য।[৮৮]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে এই হাদীস যঈফ। ইবনুল জাওযী তার ইলালুল মুতানাহিয়া গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

মাসজিদ আল্লাহর ঘর। মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত-বন্দেগী করে। জাল ও যঈফ হাদীসের কারণে মানুষ মাসজিদ ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। যার প্রভাবে মুসলিম সমাজে অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনবে।

সূফী-সাধক বিষয়ক জাল হাদীস ঃ

৭৬। মহানবী (সা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল বাতেনী ইলম জিনিসটি কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম এই সমন্ধে জিবরাঈল বললেন, এই ইলম আমার এবং আমার বন্ধু-বান্ধব আর সেই সঙ্গে আল্লাহর ওলি সূফী ও দরবেশদের ভিতরকার এক গোপন ব্যাপার। তাদের অন্তরের মধ্যে এই বিদ্যা, এমন যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে যে, কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, মুকাররাব ফেরেশতা এবং এমনকি এটা জানেন না প্রেরিত নবী নিজেও।[৮৯]

ড. শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন ঃ এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসকে গ্রহণ করেননি। এই হাদীসকে জাল বলে অভিহিত করেন। কারণ রাসূল (সা.) জানেননি এমন বিষয় অন্য কেহ জানবে এটা অযৌক্তিক। সুতরাং এমন হাদীসের উপর বিশ্বাস রাখা যাবে না।

---

৮৮. ইবনু আবী হাতিম, **আল-ইলাল**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭।

৮৯. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, আল্লামা ও মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ডক্টর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭। আল্লাহ পৃথিবীকে বলেন ঃ হে পৃথিবীর মোহ! তুমি আমার আওলিয়ার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যাও কিন্তু তাদের ভিতরে প্রবেশ করো না, যেন কোন ফিতনা-ফ্যাসাদে তারা জড়িয়ে না যায়।[৯০]

এই হাদীসের সনদে আবূ জাফর আর-রাযী রয়েছে। সে বাতিল খবর দেয়।

আল্লামা যাহাবী বলেন ঃ আমি তাকে চিনি না। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ এই হাদীসের সনদ বানোয়াট। তিনি এই হাদীসকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ওলীগণের কোন দুনিয়াবী ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ এটা অসম্ভব। এই ধরনের বক্তব্য রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে আসেনি। এ ধরনের হাদীস আমলযোগ্য নয়।

৭৮। **موتوا قبل أن تموتوا.**[৯১]

– তোমরা মৃত্যুবরণ করার আগে মৃত্যুবরণ কর।

মুহাদ্দিসদের নিকটে এটা কোন হাদীস নয়। আল্লামা যাহাবী বলেন ঃ এটা রাসূলের হাদীস হিসেবে প্রমাণিত নয়। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন ঃ

إنه غير ثابت.

– মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী বলেন ঃ এটা কোন সূফী-সাধকের বক্তব্য।

৭৯। আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার, অতঃপর ইচ্ছে করছি পরিচিত হওয়ার, তাই আমি জগতকে সৃষ্টি করলাম, যাতে আমি সৃষ্টি জগতের মাঝে পরিচিত হই।[৯২]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে এটা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস হিসেবে স্বীকৃত নয়। যদিও আধ্যাত্মিক প্রবক্তাদের নিকট এটা হাদীসে কুদসী হিসাবে প্রসিদ্ধ।

ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ এটি রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়। ইবনে হাজার আসকালানী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

---

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২; মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফ**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৪।

৯১. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৯২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫; আজলুনী, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ওলী হিসেবে মর্যাদা পেতে পারে। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জাল ও যঈফ হাদীসের কারণে কতিপয় মানুষ নিজেদেরকে অনেক সময় আল্লাহর ওলী বলে দাবী করছে। যার কারণে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে।

সূরার ফযীলতের ক্ষেত্রে জাল হাদীস ঃ

৮০। প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে যেন দশবার কুরআন পাঠ করল।[৯৩]

এই হাদীসের সনদে ইবনু সুলায়মান রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে হাদীস জালকারী হিসেবে পরিচিত। শাইখ ওয়াকী বলেন ঃ সে মিথ্যুক। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন ঃ ইবনু সুলায়মানের কারণে হাদীসটি জাল।

আল-ইলাল গ্রন্থে ইবনু আবী হাতীম বলেন ঃ সে হাদীস জালকারী। অতএব সূরা ইয়াসীন পড়লে দশবার কুরআন পাঠ করার বর্ণনা রাসূল (সা.) হতে সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। তাই এই জাল হাদীস বর্জন করতে হবে।

৮১। যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরা আল-ইমরান পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি সূর্যাস্ত পর্যন্ত রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৯৪]

এই হাদীসের সনদে তালহা ইবনু যায়েদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে হাদীস জাল করার দোষে দোষী।

আত-তাকরীব গ্রন্থে হাফিয বলেন ঃ তালহা মাতরূক। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ সে হাদীস জাল করত। সুতরাং কুরআন তেলাওয়াত করলে সাওয়াব রয়েছে। তবে আলোচ্য জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

যঈফ হাদীসসমূহ ঃ

---

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬০।

৯৪. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, **ফাযায়িলে আ'মল,** ৬ষ্ঠ প্রকাশ, (ঢাকা ঃ আলবানী একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ৭৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

৮২। সূরা হাশরের তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকবে। ঐ দিন সে মারা গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পাঠ করবে, সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকার হবে।[৯৫]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন।

তবে রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে সহীহ সনদে এমন ফযীলত সর্ম্পকিত হাদীস প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলে আমাদের নযরে আসেনি।

৮৩। যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহ্ফ পড়বে সে আটদিন পর্যন্ত প্রত্যেক এমন ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে যা সামনে ঘটবে। এতে যদি দাজ্জালের আবির্ভাব হয় সে তার থেকেও নিরাপদ থাকবে।[৯৬]

এই হাদীসের সনদে ইব্রাহিম মুযাররামী রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ সে নির্ভরযোগ্য নয় কখনো কখনো সে বাতিল হাদীস বর্ণনা করত। ইমাম বুখারী তার হাদীস গ্রহণ করেননি।

৮৪। রাসূল (সা.)-এর নিকট কিছুদিন ওহী আসা বিরত ছিল। অতঃপর জিবরাইল (আ.) সূরা যুহা নিয়ে আসলেন। এতে রাসূল (সা.) খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন।[৯৭]

শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, হাদীসটি যঈফ। এই মর্মে সহীহ সনদে রাসূল (সা.) কর্তৃক কোন হাদীস প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নেই।

৮৫। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশের সময় সূরা ইখলাস পড়ে তার বাড়ী হতে এবং তার প্রতিবেশীর বাড়ী হতে দরিদ্রতা দূর হয়ে যায়।[৯৮]

---

৯৫. মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক (সম্পাদিত), **আহলে হাদীস দর্পণ**, ৮ম বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, (ঢাকা ঃ আহলে হাদীস লাইব্রেরি, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৪), পৃ. ৩৬; আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৪।

৯৬. হুসাইন বিন সোহরাব, (সম্পাদিত), **আল-মাদানী**, ২য় বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, (ঢাকা ঃ হুসাইন আল-মাদানী, জুন, ২০০৪), পৃ. ২৪।

৯৭. আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, **তাওযীহুল কুরআন**, ২য় প্রকাশ, (রাজশাহী ঃ নওদাপাড়া, ১৪৩৩/২০১২), ৩০তম পারা/খন্ড, পৃ. ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

৮৬। যে ব্যক্তি কবরস্থান অতিক্রম করবে এবং সূরা ইখলাস ১১ বার পড়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য এর সাওয়াব বখশিয়ে দেবে, তাকে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ সাওয়াব দান করা হবে।[৯৯]

এই হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ও তার পিতা আহমাদ রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে তারা চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। হাফেজ সাখাবী ও সুয়ূতী এই হাদীসকে মৌযূ বলে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফজীলতে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাবে মানুষ বিভ্রান্তির মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা মুসলিম সমাজের জন্য অশান্তির বাতাস বয়ে আনবে।

বিবিধ

৮৭। যার পীর নেই, তার পীর শয়তান।[১০০]

খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন ঃ এটি রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়।

রাসূল (সা.) থেকে এমন বক্তব্য কোন হাদীসের গ্রন্থে নেই। সমাজে খুব প্রসিদ্ধ এ ধরনের বক্তব্য। আলোচ্য জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস রাখা যাবে না।

৮৮। মুশরিকগণ এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপরে পাগড়ী। কিয়ামতের দিন মাথার উপর পাগড়ীর প্রতিটি আবর্তণের বা পেঁচের জন্য নূর প্রদান করা হবে।[১০১]

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন ঃ হাদীসটি বানোয়াট। সুতরাং এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৮৯। যখন শেষ যামানা আসবে এবং মানুষের মনোবৃত্তি ভিন্নতর হবে তখন গ্রাম্য লোকদের এবং মহিলাদের ধর্ম পালন করা তোমাদের কর্তব্য।[১০২]

---

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৫।

৯৯. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪।

১০০. মুযাফফর বিন মুহসিন, (সম্পাদিত), **তাওহীদের ডাক**, ১৮তম সংখ্যা, (রাজশাহী ঃ তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, বা.আ.যুব., মে-জুন, ২০১৪). পৃ. ৭; আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫।

১০১. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনু বাইলুমানী রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে গ্রহণীয় নয়। মোলা আলী কারী বলেন, এই হাদীস মৌযূ। ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীস শুদ্ধ নয়।

৯০। হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আমি (মুহাম্মদ (সা.) নূর আকারে ছিলাম।[১০৩]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে এটি জাল হাদীস হিসেবে পরিচিত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল-গুমারী বলেন ঃ এটি জাল হাদীস।

৯১। আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর নূর হতে আর আমার নূর হতে সবকিছু সৃষ্ট। অন্যত্র রয়েছে রাসূল (সা.) থেকে গোটা সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করা হয়েছে।[১০৪]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে এ ধরনের বক্তব্য জাল হিসেবে পরিচিত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ ধরনের বক্তব্য নেই। রাসূল (সা.)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

৯২। আপনাকে সৃষ্টি করা না হলে আমি আসমানগুলোকে সৃষ্টি করতাম না।[১০৫]

ভিন্নভাবে আপনি না হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।

মুহদ্দিসগণের নিকটে এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। সাগানী, মোল্লা আলী বলেন ঃ রাসূল (সা.) থেকে এর কোন ভিত্তি নেই। কোন প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে নেই।

৯৩। রাত্রে কিছুক্ষণ জ্ঞানচর্চা সারা রাত্রির নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[১০৬]

---

১০২. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

১০৩. মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ (সম্পাদিত), **ত্রৈমাসিক মাত্রা**, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (ঢাকা ঃ মাত্রা সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রকাশনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮), পৃ. ৩০; মুতীউর রহমান, মাওলানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪।

১০৪. মোহাম্মদ শরিফ হোসেন. (সম্পাদিত), **মাসিক দারুস সালাম**, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, (ঢাকা ঃ দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, জুলাই, ২০০০), পৃ. ৩০; মুতীউর রহমান, মাওলানা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০।

১০৫. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪; আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪; সাগানী, **মাওযূ'আত**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২; আহমদ শফী, আল্লামা, (সম্পাদিত), **মাসিক মুঈনুল ইসলাম,** ২২ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (চট্টগ্রাম ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, আগস্ট, ২০১২), পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিসদের নিকটে এই হাদীস বানোয়াট হিসেবে প্রসিদ্ধ। রাসূল (সা.) কর্তৃক সহীহভাবে বর্ণনাকৃত হলে প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবে উল্লেখ থাকত। লোকমুখে প্রসিদ্ধ হলেও হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৯৪। যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে।[১০৭]

মুহাদ্দিসদের নিকটে হাদীস হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই। ইমাম নববী বলেন ঃ এটি হাদীস হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। মাওযূ'আহ গ্রন্থে সুয়ূতী অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। মোল্লা আলী কারী ও ইবনু তাইমিয়া বলেন ঃ অত্র হাদীসটি বানোয়াট। সুতরাং লোকমুখে এর প্রসিদ্ধতা থাকলেও হাদীস হিসেবে কোন ভিত্তি নেই।

৯৫। আপন বাচ্চাদেরকে আশুরার দিনে হযরত হুসাইন (রা.)-এর ভিক্ষুক সাজিয়ে ভিক্ষা করায়। কারণ এ কাজ করলে বাচ্চা দীর্ঘায়ূ হবে।[১০৮]

মুহাদ্দিসদের নিকটে এই কথার কোন ভিত্তি নেই। যদিও কোন কোন মানুষ এই ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস করে থাকে।

৯৬। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে চোখে ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করবে কখনোই তার চোখে রোগ হবে না।[১০৯]

মুহাদ্দিসগণের নিকট এই হাদীস জাল বা বানোয়াট হিসেবে পরিচিত।

যেকোন সময় সুরমা ব্যবহার করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এই জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।

৯৭। আল্লাহ সর্বত্র স্বশরীরে বিরাজমান।[১১০]

---

১০৬. শাযলী রিফাত ওসমান মুহাম্মদ (সম্পাদিত), **আল-ইস্তিকামাহ্**, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকা ঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, মার্চ, ২০০৫), পৃ. ১৩।

১০৭. মোল্লা আলী, **মাওযূ'আত**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩; সুয়ূতী, **যায়লুল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩; নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিস যঈফা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫।

১০৮. সাইফউদ্দিন ইয়াহইয়া (সম্পাদিত), **মাসিক কাবার পথে**, ৮ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, (ঢাকা ঃ মার্চ-এপ্রিল, ২০০১), পৃ. ১৩।

১০৯. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এটা কোন সহীহ আকিদা নয়। এটা হুলুলিয়াদের আকিদা।[১১১] এমন বিশ্বাস আরো কেহ কেহ করে থাকে।

অথচ আল্লাহ আরশে সমাসীন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ তিনিই ছয় দিবসে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নীত হয়েছেন।[১১২] তবে তিনি কীভাবে আছেন আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.[১১৩]

– বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ যদি কেহ বলে আল্লাহ আকাশে না যমীনে তাহলে সে কাফের। কেননা আল্লাহ আরশে সমাসীন। কোন সন্দেহ করা যাবে না।[১১৪] এছাড়া মহান আল্লাহ যে সর্বত্র বিরাজমান নন বরং তিনি সপ্তম আকাশের উপর আরশে অবস্থান করছেন তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে রাসূল (সা.) আল্লাহর নির্দেশে ইসরা ও মিরাজ গমন। রাসূল (সা.) প্রথম আকাশ ----- এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত। তারপরে সপ্তম আকাশের পর আরো উপরে যার দূরত্ব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।[১১৫] সুতরাং আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন মতামত গ্রহণ করার সুযোগ ইসলামে নেই। রাসূলের স্ত্রী যয়নব গর্ব করে বলতেন ঃ তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের

---

১১০. আ.ন.ম. রশীদ আহ্মাদ (সম্পাদিত), **মাসিক হারামাইন কণ্ঠ**, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, (ঢাকা ঃ সউদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০০২), পৃ. ১০।

১১১. হুলুলিয়া ঃ জাহমিয়া সম্প্রদায়ের একটি অংশ হল হুলুলিয়া। যাদের বিশ্বাস হল আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তিনি স্বশরীরে পৃথিবীর যমীনে বিরাজ করেন।

১১২. সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪; সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩।

১১৩. সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১১।

১১৪. আল-হারামাইন কণ্ঠ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫; আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন, আল্লামা, **সূরা মূলক এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা**, ২য় প্রকাশ, (নারায়ণগঞ্জ ঃ ১৪২৪ হিজরি), পৃ. ৩৩।

১১৫. রশীদ আহমাদ, আ.ন.ম, **প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদাহ**, ২য় প্রকাশ, (ঢাকা ঃ ১৪২৫/২০০৪), পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

লোকজন বিয়ে দিয়েছেন। আর আমাকে (রাসূল (সা.)-এর সাথে বিয়ে দিয়েছে আল্লাহ, সাত আকাশের উপর থেকে (বুখারী)।

এরপরেও ভিন্ন আকীদা পোষণ করা অযৌক্তিক।

৯৮। স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত।[১১৬]

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে বলেন ঃ এটি ভিত্তিহীন হাদীস।

মুহাদ্দিসদের নিকটে এই হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। লোকমুখে বহুল প্রচলিত, এমনকি বহু বক্তা ওয়াজে এমন হাদীস বলে থাকে। সহীহ সনদে রাসূল (সা.) থেকে এমন হাদীস খুজে পাওয়া যায় না।

৯৯। স্বামী-স্ত্রী অমুক সময়ে, অমুক তিথিতে মিলন করবে না। করলে অমুক প্রকারের ক্ষতি হবে।[১১৭]

'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এগুলো ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা।

এই বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। এইগুলি কুসংস্কার মাত্র। মুসলিম যা কিছু করবে তা ইসলামী শরী'আতের অনুমোদন থাকা জরুরী।

১০০। আংটি পরে সালাতে ৭০ গুণ সাওয়াব।[১১৮]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে ভিত্তিহীন হাদীস হিসেবে পরিচিত। রাসূল (সা.) আংটি ব্যবহার করেছেন। যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তিনি আংটি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন এমন প্রমাণ নেই।

১০১। রবিবারের প্রার্থনা আলী ও ফাতিমার জন্য। যুহরের নামায হাসানের জন্য, আসরের নামায হুসাইনের জন্য, মাগরিবের নামায জয়নাল আবেদীনের জন্য এবং এশার নামায মুহাম্মদ আল-বাকেরের জন্য নির্দিষ্ট।[১১৯]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে এমন বক্তব্য ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত। রাসূল (সা.) থেকে সহীহ সনদে এমন বক্তব্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে এ

---

১১৬. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ডক্টর, **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪৪।

১১৭. ঐ।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৯।

১১৯. মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ডক্টর, **বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ**, (ঢাকা ঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের আকীদাহ হল শীয়াদের এক শ্রেণি ইসনা আশারিয়াদের আকীদাহ। এমনকি তারা ইমামদের মাযারে গমন বিশেষ সাওয়াবের কাজ মনে করে।

১০২। একদিন রোগ হওয়া ৩০ বছরের গোনাহ মাফের জন্য কাফফারা বা প্রায়চিত্ত।[১২০]

মুহাদ্দিসদের নিকটে এটা জাল হাদীস হিসেবে পরিচিত। আল্লামা সুয়ূতী বলেন ঃ এ হাদীস সহীহভাবে প্রমাণিত নয়। সুতরাং এমন মনগড়া হাদীসের উপর বিশ্বাস করা যাবে না।

১০৩। প্রত্যেক মাসের শেষ বুধবার হচ্ছে কুলক্ষণযুক্ত দিন।[১২১]

আল্লাহর সৃষ্ট কোন দিনই অপবিত্র নয়। কুলক্ষণ বা ক্ষতিকারক দিন হিসেবে কোন দিন চিহ্নিত হতে পারে না।

১০৪। ঐ ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করবে যার চেহারা সুন্দর।[১২২]

মুহাদ্দিসদের নিকটে এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সনদে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান সুদ্দী রয়েছে। সে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত। আজলূনী বলেন ঃ হাদীসটি মৌযূ। ইমাম সুয়ূতী ও মোল্লা আলী কারী অনুরূপ মন্তব্য করেন।

১০৫। যে ব্যক্তি একজন বেনামাজীকে এক লোকমা খাদ্য দিয়ে সাহায্য করবে সে যেন নবীগণকে হত্যা করেছে।[১২৩]

এই হাদীসের সনদে রতন হিন্দী রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকট সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। মোল্লা আলী কারী ও আজলূনী বলেন ঃ হাদীসটি মৌযূ। সুয়ূতী আল-লাআলী-গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি মৌযূ।

১০৬। আল্লাহ সূফীদের অন্তরেই বিরাজমান। এমনকি সমস্ত প্রাণী আত্মার মধ্যেই আল্লাহ বর্তমান।[১২৪]

---

১২০. আল্লামা গোলাম আহমাদ মোর্তজা ও ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আব্দুর রাহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

১২২. মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, পূর্বোক্ত,, পৃ. ১০৭।

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

১২৪. মুরাদ বিন আমজাদ, **তাবলীগী নিসাব**, ২য় প্রকাশ, (বাগেরহাট ঃ মফিদুল মুসলিম একাডেমী, ২০০৯), ১ম ও ২য় খন্ড, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাদ্দিসদের নিকটে এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূল (সা.) থেকে সহীহ সনদে কোন হাদীস এর পক্ষে প্রমাণিত নয়। এটা মুশরিকদের আকীদা।

১০৭।

قلب المؤمن عرش الله.[১২৫]

– মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।

আল্লামা আজলূনী বলেন, এই হাদীস জাল। কাশফুল খাফা গ্রন্থে আল্লামা সাগানী বলেন ঃ এটি জাল হাদীস। লোকমুখে প্রসিদ্ধ রয়েছে হাদীস হিসেবে। তবে এটা রাসূল (সা.)-এর হাদীস নয়। সুতরাং এমন জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস করা ঠিক নয়।

১০৮। আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুসতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হন তিনি।[১২৬]

মুহাদ্দিসদের নিকটে এই কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদীস হিসেবে পরিচিত। এছাড়া এটা শিরকী আকীদা। রাসূল (সাঃ) থেকে কোন সহীহ সনদে এইরূপ হাদীস প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি।

১০৯। নবী-রাসূলগণের চেয়ে সুফীরাই শ্রেষ্ঠ।[১২৭]

মুহাদ্দিসগণের নিকটে এটা কোন হাদীস নয়। বরং এটা সূফীদের বক্তব্য। যেমন বায়যীদ বুস্তামী বলেন ঃ আমার পতাকা (মর্যাদা) মুহাম্মদের পতাকার চেয়ে অধিকতর উঁচু। (নাউযুবিল্লাহ) এমন বিশ্বাস কথিত সুফীরা করে থাকে। এসব মিথ্যা কথা ও গল্প কাহিনী নিয়ে তারা ব্যস্ত।

১১০। যে ব্যক্তি একজন পরহেযগার আলেমের সাতে সাক্ষাত করল সে যেনো নবীর সাথে সাক্ষাত করলো।[১২৮]

---

১২৫. আজলূনী, **কাশফুল খাফা**, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১০০; মাওলানা মুতীউর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

১২৬. মুযাফফর বিন মুহসিন, **ভ্রান্তির বেড়াজালে ইকামতে দ্বীন**, ২য় সংস্করণ, (রাজশাহী ঃ নওদাপাড়া, ২০১৪), পৃ. ১০২; ইহসান এলাহী যহীর, আল্লামা, **ব্রেলভী মাসলাক কে আকাঈদ**, (ইউপি, মৌনাতভঞ্জন ঃ ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, ২০১৩), পৃ. ৯৯।

১২৭. ঐ।

১২৮. মুহিউদ্দিন খান (সম্পাদিত), **মাসিক মদীনা**, ৫১ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, (ঢাকা ঃ মদীনা প্রিন্টার্স, নভেম্বর, ২০১৫), পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীসের সনদে হাফস বিন ওমর আদানী নামক ব্যক্তি রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, হাদীসটি জাল। আল্লামা আজলুনী, আল্লামা শাওকানী তাদের কিতাবে হাদীসটিকে জাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১১১।

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له (منه) العرش.[১২৯]

– তোমরা বিবাহ কর, কিন্তু তালাক দিও না। কারণ তালাকের কারণে আরশ প্রকম্পিত হয়।

এই হাদীসের সনদে আমর ইবনু জামী রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। ইমাম সাগানী ও শাওকানী তাদের গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল হিসেবে সংকলন করেছেন। অতএব এই জাল হাদীসের উপর বিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১২। রাসূল (সাঃ) একটি সঙ্গীতের মাজলিসে উপস্থিত হন এবং সঙ্গীতের তালে নর্তন করেন, এমনকি ভাবাবেগে নিজের জামা ছিড়ে ফেলেন।[১৩০]

এই হাদীসটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ যে ব্যক্তি হাদীসটি বানিয়েছে আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুণ। রাসূল (সা.) গান-বাজনাকে নিষেধ করেছেন। যা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর তিনি নিজে সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হয়ে নেচে জামা ছিড়বেন, এটা বিশ্বাস করা যায় না। অতএব, এই হাদীস যে, রাসূল (সা.)-এর নামে বানানো তা সহজে বুঝা যায়।

বিবিধ ঃ

যঈফ হাদীসসমূহ ঃ

---

১২৯. আবূ জাফর সিদ্দীকী, **আল-মাউযূআত**, পর্যালোচক, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, (ঝিনাইদহ ঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৪৩০/২০০৯), পৃ. ২২৩।

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

১। ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন ঃ কোন অজুহাত ছাড়াই যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করে সে কবীরা গুণাহের স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তরে পৌঁছে যায়।[১৩১]

এই হাদীসের সনদে হানাশ নামে একজন রাবী রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে যঈফ রাবী হিসেবে পরিচিত। তার নাম হুসাইন ইবনু কাইস। উপনাম আবূ আলী আল-রাহবী। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ সে যঈফ রাবী। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ সে দুর্বল বর্ণনাকারী।

২। ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন এক ওয়াক্ত সালাত ছেড়ে দিল সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি ঐ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত থাকবেন।[১৩২]

এই হাদীসের সনদে সাহল ইবনু মাহমুদ ও সিমাক নামক দুজন ব্যক্তি রয়েছে। মুহাদ্দিসগদের নিকটে তারা উভয়ে যঈফ বর্ণনাকারী।

৩। রাসূল (সা.) মদীনার গোরস্তানের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ

السلام عليكم يا أهل القبور- يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.[১৩৩]

সালাতুর রাসূল গ্রন্থে যঈফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান গরীব। এই হাদীসের সনদে ইবনু আবী যাবইয়ান নামক ব্যক্তি যঈফ বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। কবর যিয়ারত করার সময় রাসূল (সা.) থেকে সহীহ দু'আ রয়েছে। অতএব এই যঈফ হাদীস আমল না করে সহীহ হাদীসে বর্ণিত দু'আটি পড়া আমাদের কর্তব্য।

৪। যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কথা বলার পূর্বেই ছয় রাক'আত সলাত আদায় করবে, তা দ্বারা তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১৩৪]

---

১৩১. মুযাফফর বিন মুহসিন, **জাল হাদীসের কবলে রাসূল (সা.)-এর সলাত**, (রাজশাহী ঃ বাউসা হেদাতী পাড়া, ২০১৩), পৃ. ৭৪।

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫।

১৩৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর, **সালাতুর রাসূল (সা.)**, ৪র্থ সংস্করণ, (রাজশাহী ঃ হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪৩২/২০১১), পৃ. ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীসের সনদে ইবনু গাযুওয়ান দামেস্কী নামক ব্যক্তি রয়েছে। যাকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বর্ণনাকারী বলেছেন। সালাতুর রাসূল গ্রন্থেও যঈফ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

৫।

عن خلاد بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلام كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه.[১৩৫]

– খাল্লাদ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) যখন দু'আ করতেন, তখন তার দু'হাত মুখের সামনে উঠাতেন।

এই হাদীসের সনদে হাফস ইবনে হাশেম ইবনে উতবা নামক ব্যক্তি রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে যঈফ বর্ণনাকারী হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া দু'আতে হাত মুখের সামনে তুলে ধরতে হবে এটা অযৌক্তিক কথা।

৬। হাত উঠিয়ে দু'আ করার সময় হাত দিয়ে মুখমন্ডল মাসাহ করা।[১৩৬] মুহাদ্দিসদের নিকটে হাদীসটি যঈফ। এছাড়া ইরওয়া গ্রন্থে বিস্তারিত এসেছে যে, মুখে হাত মুসার কোন সহীহ হাদীস নেই।[১৩৭] তবে রাসূল (সা.) হাত তুলে দু'আ করেছেন এ মর্মে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে।

৭। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে কলমকে হুকুম দিলে সে কুরআন লিখে ফেলে এবং ঐ কুরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত করেন। অতঃপর নবীজি (সা.)-এর নিকটে তেইশ বছর ধরে তা নাযিল করেন।[১৩৮]

মুহাদ্দিসদের নিকট এই হাদীস অত্যন্ত যঈফ হিসেবে পরিচিত। যদিও এটা লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

---

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫; নাসিরুদ্দীন আলবানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮০।

১৩৫. আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, **আইনে রাসূল (সা.) দু'আ অধ্যায়**, ৩য় সংস্করণ, (রাজশাহী ঃ নওদাপাড়া, ২০০৮), পৃ. ১১৮।

১৩৬. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালীব, **সালাতুর রাসূল (সা.)**, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩৩।

১৩৭. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, **ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল**, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫), ২য় খন্ড, পৃ. ১৭৮-৮২।

১৩৮. মুহিউদ্দিন খান (সম্পাদিত), **মাসিক মদীনা**, ৩৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (ঢাকা ঃ মদীনা ভবন, মে, ২০০১), পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আল্লাহ একদিন জিবরীল (আ.) কে কয়েকটি শহর ধ্বংস করতে বললে তিনি ঘুরে এসে বললেন শহরগুলির একটিতে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু তাকেসহ শহরটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন।[১৩৯]

এই হাদীসের সনদে উবাইদ বিন ইসহাক ও আম্মার বিন সাইফ নামক দুজন ব্যক্তি রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে তারা দুজন যঈফ বর্ণনাকারী। হাফেয ইরাকী বলেন ঃ এটি যঈফ বর্ণনা। হায়সামীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

৯। একজন হাফেজে কুরআন তাঁর পরিবারের দশজন মানুষের জন্য শাফা'আত করবেন।

এই হাদীসের সনদে হাফস ইবনু সুলাইমান রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকটে সে যঈফ রাবী।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়। এহইয়াউস সুনান গ্রন্থে হাদীসটি যঈফ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪০]

১০। তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তিন বার তাঁর পুরুষাঙ্গ টান দেয়। যামআ হাদীসের বর্ণনায় একবার বলেন ঃ এভাবে তিনবার টান দেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট।[১৪১]

এই হাদীসের সনদে ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ ব্যক্তি রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে অজ্ঞাত হিসেবে পরিচিত। আর অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইয়াযদাদ নামক ব্যক্তি সাহাবী নন। তিনিও অপরিচিত। মুহাদ্দিসগণ তার পরিচয় খুজে পাননি। রাসূল (সা.) থেকে ইস্তিঞ্জার বিষয়ে অগণিত সহীহ হাদীস রয়েছে। কিভাবে বসবে, কিভাবে পানি ব্যবহার করবে। এমনকি আড়াল করে বসতে হবে তাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং

---

১৩৯. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন, ডক্টর, (সম্পাদিত) ঃ **মাসিক আত-তাহরীক**, ১৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (রাজশাহী ঃ হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি, ২০১৫), পৃ. ৫২।

১৪০. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ডক্টর, **এহইয়াউস সুনান**, ৫ম সংস্করণ, (ঝিনাইদহ ঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭), পৃ. ১৯৩।

১৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫২।

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির হাদীস বিশ্বাস না করে রাসূল (সা.)-এর সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা প্রয়োজন।

১১।

إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما دخل.[১৪২]

– কিছু বের হলে তাতে আমাদেরকে ওযূ করতে হবে। কিছু প্রবেশ করলে তাতে আমাদেরকে ওযূ করতে হবে না।

এই হাদীসের সনদে ওবায়দুল্লাহ্ ইবনু যাহার রয়েছে। মুহাদ্দিসদের নিকটে সে যঈফ হিসেবে পরিচিত। এই হাদীস সম্পর্কে আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফার দ্বিতীয় খন্ডে অত্যন্ত যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১২।

إنما الإفتطار مما دخل۔ وليس مما خرج.[১৪৩]

– কিছু প্রবেশ করলে সওম ছেড়ে দিতে হবে, কিছু বের হলে ছাড়তে হবে না।

এই হাদীসের সনদে সুলামী নামক ব্যক্তি রয়েছে। সে মাযহুল। তার কারণে সনদটি যঈফ। সিলসিলাতুল যঈফা গ্রন্থের ২য় খন্ডে হাদীসটিকে যঈফ হিসাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

---

১৪২. হায়সামী, **আল-মাজমা**, ১ম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।

১৪৩. পূর্বোক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ঃ ৮

বর্তমান সময়ে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন ও আমাদের প্রস্তাবনা

বর্তমান সময়ে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা পূর্বে কোন কিছু সম্প্রচার করার তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। বর্তমান সময়ে অতি অল্পসময়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীতে যাবতীয় তথ্য ছড়িয়ে দেয়া যায়। সকল প্রকারের ভাল কথা যেমনিভাবে সম্প্রচার হয়ে থাকে তেমনিভাবে মন্দ কথা তথা জাল ও যঈফ বক্তব্যও অতি সহজে সম্প্রচার হয়ে থাকে। এতে করে সর্বসাধারণের নিকটে ইসলামের নামে জাল ও যঈফ হাদীস তুলে ধরা হচ্ছে। শরী'আতের নামে জাল ও যঈফ হাদীস যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হয় সেই জন্য পূর্বেকার মুহাদ্দিসগণ নিরলসভাবে পরিশ্রম করে জাল ও যঈফ হাদীস বাছাই করে নির্ণয় করেছেন।

বর্তমান সময়েও মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ইমাম, খতীব, ওয়ায়েজীন, ছাত্র-শিক্ষক, লেখক, গবেষক ও মিডিয়াসহ সকল স্তরের দায়িত্বশীল সচেতন হলে সমাজ থেকে জাল ও যঈফ হাদীস উপড়িয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। নিম্নে আমাদের প্রস্তাবনাগুলো তুলে ধরছি।

১। হাদীস অস্বীকারকারীদেরকে বয়কট করা ঃ যে সকল ব্যক্তি বলে থাকে যে, পবিত্র কুরআনই যথেষ্ট। হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি অনেকে হাদীসকে অস্বীকার করে থাকে। এমন ব্যক্তিদেরকে সকল ক্ষেত্রে বয়কট করতে হবে। কারণ তারা হিংসা বা শত্রুতামী করে জাল ও যঈফ হাদীস প্রচার করে থাকে।

২। সনদ বিহীন হাদীস বর্জন ঃ যে সকল ক্ষেত্রে সনদ বিহীন হাদীস রয়েছে। সন্দেহ হলে সাথে সাথে এমন সনদ বিহীন হাদীস বর্জন করতে হবে। সনদ সম্পর্কে ইমাম যুহ্‌রীকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন ; তুমি কি সিঁড়ি ছাড়া উপরে উঠতে পারবে।[১] মদীনায় কোন একদিন ইমাম যুহরীর[২]

---

১. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ডক্টর, **হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ ঃ প্রকৃতি ও পদ্ধতি**, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩০/২০০৯), পৃ. ১২২।

২. ইমাম যুহ্‌রী ঃ পুরো নাম মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন উবাইদিল্লাহ ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী। মুয়াবিয়ার খিলাফত কালের শেষদিকে ৫৮ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পখর মেধার অধিকারী ছিলেন। কোন কোন জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, সে মাত্র ৮০ রাত্রে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। তিনি হাদীসে হাফিজ

Dhaka University Institutional Repository

মজলিসে ইবনু ফারুয়াহ নামক এক ব্যক্তি সনদ বিহীন হাদীস বর্ণনা করলে, যুহ্‌রী তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুণ। তোমরা আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছ অথচ তার কোন লাগাম (সনদ) নেই।[৩]

৩। শিথিলতা বন্ধ করা ঃ সকল মুহাদ্দিস একমত যে, হুক্‌ম-আহকামের বেলায় যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর জাল হাদীস কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ কেহ কেহ বলে থাকে যে, অল্প যঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য। এই শিথিলতার কারণে সমাজে অধিক যঈফ হাদীস এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জাল হাদীসও প্রচার হচ্ছে। তাই যাবতীয় শিথিলতা বন্ধ করতে হবে।

৪। স্বপ্নের মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস না করা ঃ এক শ্রেণির লোক রয়েছে যারা কখনো কখনো মিথ্যা দাবী করে যে, স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন আমলের কথা রাসূল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই সকল উদ্ভট কথার মাধ্যমে জাল ও যঈফ হাদীস সমাজে প্রচার হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলি বিশ্বাস করা যাবে না।

৫। দুর্বল হাদীস কখনো শক্তিশালী হয় না ঃ কেহ কেহ বলে থাকে যে, একাধিক দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীস এক পর্যায়ে শক্তিশালী হয়ে যায়। মূলত তা নয়। দুর্বল দুর্বলই থাকে। এসব দাবী বন্ধ করতে হবে।

৬। সুবিধাবাদীদের বয়কট করা ঃ সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে এটাও সঠিক ওটাও সঠিক বলে যারা সুবিধা নিয়ে চলাফেরা করে এই ধরনের লোকদেরকে বয়কট করতে হবে।

৭। সুযোগ সন্ধানীদের বর্জন ঃ সমাজে কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে কোন জরুরী বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তখন তারা ইখতেলাফ রয়েছে বলে পাশ কেটে যায়। এই ধরনের সুযোগ সন্ধানীদেরকে বর্জন করতে হবে।

ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। অনেক সাহাবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হন। তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বহু দূর থেকে লোকজন আগমন করত।

৩. মুহাম্মদ মুহাম্মদ সুররাব, **আল-ইমাম যুহ্‌রী**, (দামিস্ক ঃ দারুল কলম, ১৪১৩/১৯৯৩), পৃ. ২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮। অজ্ঞতা দূর করা ঃ হাদীস সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য জানা না থাকলে, অনুমান করে জ্ঞানী ভাব ধরে বলা যাবে না। বরং যাবতীয় অজ্ঞতা দূর করে হাদীস বলতে হবে। অন্যথায় চুপ থাকবে।

৯। মুশরিক কে বর্জন করা ঃ মুশরিকের কোন কথা গ্রহণ করা যাবে না। সর্বস্তরে সকল মুশরিকদের বর্জন করা। যত ভালো কথা বলুক না কেন।

১০। বিদয়াতী বর্জন করা ঃ সকল বিদয়াতীকে বর্জন করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেন ঃ 'সকল বিদয়াত গোমরাহী আর সকল গোমরাহী জাহান্নাম।' এছাড়া ইতিপূর্বেও বিদয়াতীদের হাদীস বর্জন করা হতো। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিজরি) বলেন ঃ যখন ফিতনার যুগ আসল, তখন হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানা হতো। যদি বর্ণনাকারী আহলে সুন্নাত দলভুক্ত হতো তাহলে তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হতো। আর যদি দেখা যেত যে, সে বিদয়াতী দলভুক্ত তাহলে তার বর্ণিত হাদীস বর্জন করা হতো।[৪] সুতরাং আজও জাল ও যঈফ হাদীস প্রচার বন্ধ করতে হলে সকল প্রকারের বিদয়াতীকে বর্জন করা প্রয়োজন।

১১। শিক্ষকদের সচেতনতা ঃ সকল স্তরের শিক্ষকগণ হাদীস শিক্ষাদানকালে সচেতন থাকতে হবে। কোনভাবে যেন ছাত্রদেরকে জাল ও যঈফ হাদীস শিক্ষা দেওয়া না হয়।

১২। ছাত্রদের সতর্কতা ঃ সকল স্তরের শিক্ষার্থীকে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে জাল ও যঈফ হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করা না হয়।

১৩। মিথ্যাবাদী বক্তা পরিহার ঃ যে সকল বক্তা জাল ও যঈফ হাদীস প্রচার করে তাদেরকে পরিহার করা।

১৪। সন্দেহজনক হাদীস বর্জন করা ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে বর্ণনা বর্জন করতে হবে। সঠিক তথ্য প্রচার করতে হবে।

১৫। ধারণা ভিত্তিক কথা বর্জন ঃ দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেকে ধারণা ভিত্তিক কথা বলে থাকে। এ সকল ধারণাভিত্তিক কথা বর্জন করতে হবে।

---

৪. মুসলিম মুকাদ্দমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

১৬। শুনতে ভাল হলেও বাতিল কথা বর্জন করা ঃ শুনতে যত ভাল লাগে, যদি যাচাই করে দেখা যায় যে, বাতিল কথা বা বক্তব্য তাহলে বর্জন করতে হবে।

১৭। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নকারীদের সাবধানতা ঃ যাদের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন হয় তাদেরকে সাবধান হতে হবে। কোনভাবে যেন জাল ও যঈফ হাদীস সম্বলিত পুস্তক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে।

১৮। প্রকাশকদের সজাগ দৃষ্টি ঃ জাল ও যঈফ সম্বলিত কোন বই জাতে প্রকাশ না হয়। সেইদিকে প্রকাশকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৯। পাঠকের সতর্কতা ঃ সকল পাঠককে সতর্ক থাকতে হবে। জাল ও যঈফ হাদীস সম্বলিত কোন পুস্তক পাঠ করা যাবে না। বরং বর্জন করতে হবে। তাহলে সমাজ থেকে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করা সহজ হবে।

২০। লেখকের সর্তকতা ঃ লেখকদের সতর্ক থাকতে হবে। কোনভাবে যেন লেখাতে জাল ও যঈফ হাদীস না আসে। জাল ও যঈফ হাদীস প্রচার-প্রসার বন্ধ করার এটা অন্যতম উপায়।

২১। **বিক্রেতাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা ঃ** জাল ও যঈফ হাদীস বন্ধ করার অন্যতম উপায় হল বিক্রেতাদের সজাগ দৃষ্টি রাখা। যাতে করে এ ধরনের কোন বই ক্রেতাদের হাতে তুলে না দেওয়া হয়। পাশাপাশি জাল ও যঈফ হাদীস সম্বলিত সকল বই বিক্রয় করা থেকে বিরত থাকা। তাহলে সমাজে সহীহ হাদীস প্রতিষ্ঠিত হবে।

২২। **মিডিয়া ঃ** বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে জাল ও যঈফ হাদীস প্রচার বন্ধ করার অন্যতম উপায় হল মিডিয়া। সুতরাং মিডিয়াতে যাতে এ ধরনের হাদীস প্রচার বন্ধ থাকে, এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি যেসকল বক্তা জাল ও যঈফ হাদীস বলে তাদের বক্তব্য সম্প্রচার না করা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকাসহ মোট ৮টি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশ্ববাসীর জন্য এক অনুপম আদর্শ হলেন মানবতার মহান বন্ধু নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.), যার নবূওয়াতী জীবনের সকল কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদন নিদ্রিত ও জাগ্রত সব কর্মকান্ডই অনুসরণীয়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনুল কারীমের পর হাদীসের বিকল্প কিছু নেই।

রাসূল (সা.)-কে আমরা দেখেনি। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও যাবতীয় আমল-আখলাক বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছি সাহাবীদের মাধ্যমে। তাদের মাধ্যম ছাড়া রাসূল (সা.)-এর মহামূল্যবান হাদীস আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

প্রথম অধ্যায়ে হাদীসের পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে হাদীস শব্দের উৎপত্তি, পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহার, নামকরণ, আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাল ও যঈফ হাদীসের পরিচিতি, আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জাল ও যঈফ হাদীসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে হাদীস মৌযূ হওয়া এবং যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণসমূহ কারা হাদীস মৌযূকারী এবং কারা যঈফ হাদীস বর্ণনাকারী উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে হাদীস জাল ও যঈফ হতে পারে কিনা– আর যদি হয়েও থাকে তাহলে আমলযোগ্য কিনা– মনীষীদের মন্তব্যসহ আলোচনা তুলে ধরেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করার মূলনীতিগুলো সুবিন্যস্তভাবে ব্যাখ্যা করেছি ইহা বর্জন করার উপকার এবং বর্জন না করার অপকারের দিকগুলো পয়েন্ট আকারে বর্ণনা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব এবং যেসকল ক্ষেত্রে বেশি প্রভাব পড়েছে তা বিস্তারিতভাবে উদাহরণসহ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্তমান সময়ে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা ও সমাজ থেকে বিতাড়িত করার প্রস্তাবসমূহ আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, 'মুসলিম সমাজে জাল ও যঈফ হাদীসের প্রভাব ঃ একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা' নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনুকরণীয় মাইলফলক ও মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। কারণ মুসলিম সমাজ থেকে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করা ছাড়া সহীহ হাদীস প্রতিষ্ঠা করা, এর মর্যাদা তুলে ধরা ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করা, মুসলিম সমাজের ঐক্য, প্রশান্তি ও ভালবাসা টিকিয়ে রাখার বিকল্প কিছু হতে পারে না।

এই গবেষণার মাধ্যমে নতুন অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ উদ্দীপনা যুগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। অনাগত ভবিষ্যতের গবেষক, হাদীস অনুসন্ধিৎসু ও সাধারণ পাঠকের চাহিদা পূরণে এ গবেষণা কর্মটি যেমন সহায়ক হবে, তেমনি হাদীসের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রেও সমাজ থেকে জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করার ক্ষেত্রেও সন্দর্ভটি এক নতুন মাত্রার সংযোজন হবে বলে আমরা প্রত্যাশী। এ গবেষণায় আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজ তাদের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সন্ধান পাবে। জাল ও যঈফ হাদীস বর্জন করে সহীহ হাদীসের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আমলের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ফলে দেশ ও জাতির মধ্যে নেমে আসবে শান্তির সুবাতাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

প্রকাশিত যেসব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

আল-কুরআনুল কারীম ঃ

আহমদ ইবন ফারিস, আবুল হাসান ঃ **মু'জামু মিকইয়াসিল লুগাহ**, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯/১৯৭৮)।

আব্দুল কারীম মুরাদ ও আব্দুল মুহসিন আল ইবাদ ঃ **মিন আত্বইয়াবিল মানহি ফী ইলমিল মুসতালাহ**, (ঢাকাঃ তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১)।

আব্দুস সামাদ, আবূ বকর, ডক্টর ঃ **আল-ওয়াযউ ওয়াল ওয়াযউন,** (মদীনা ঃ দারুল বুখারী, ১৪১০/১৯৯০)।

আহমাদ আমীন, অধ্যাপক ঃ **ফাজরুল ইসলাম**, (বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৯/১৯৬৯)।

আহমাদ ইবন মুহাম্মদ, আত-তাহাবী ঃ **মুশকিলুল আসার**, (হিন্দুস্থান ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৩/১৯১৫)।

আব্দুল আযীয, শাহ ঃ **আত-তুহফাতুল ইসনা আশারিয়াহ**, (সৌদি আরব ঃ ১৪০৪/১৯৮৪)।

আহমাদ ইবন আলী, খতীব বাগদাদী ঃ **তারীখ বাগদাদ, তারিখ বিহীন**।

ঃ **আল-জামিউ লি আখলাকির রাবী**, (মিশর ঃ দারুল কুতুব, তারিখ বিহীন)।

আবুল হাসান, আল-আশআরী ঃ **মাকানাতুল ইসলামিঈন ওয়া ইখতিলাফিল মুসাল্লিঈন**, (কায়রোঃ মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, তারিখ বিহীন)।

আব্দুল হাই লাখনাবী ঃ **আজবিবাতুল ফাদিলা**, (কায়রো ঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৩)।

আব্দুর রহমান ইবনু আলী, ইবনুল জাওযী ঃ **আল-মাওযূ'আত**, (করাচী ঃ মুহাম্মদ সাঈদ এন্ড সন্স, ১৩৮৬/১৯৬৬)।

আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ, ইমাম যায়লাঈ ঃ **নাসবুর রায়া**, (কায়রো ঃ দারুল হাদীস, ১৩৫৭)।

আলী-কারী, মোল্লা ঃ **আল-আসরারুল মারফু'আহ ফিল আখবারিল মাওযু'আহ**, (বৈরুত ঃ দারুল কালাম, ১৯৯১/১৯৭১)।

ঃ **আল-মাওযূ'আতুল কাবীর**, (করাচী ঃ মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তারিখ বিহীন)।

আশরাফ ইবনু সাঈদ ঃ **হুকমুল আমাল বিল হাদীসিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আমাল**, (কায়রো ঃ মাকতাবুস সুন্নাহ, ১৪১২/১৯৯২)।

আব্দুর রশীদ, ফকীর ঃ **সূফী দর্শন**, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪)।

আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মদ, ইবনু আবী হাতীম ঃ **আল-ইলাল,** (বৈরুত ঃ দারুল মারিফাহ, ১৪০৫ হিজরী)।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খোন্দকার, ঃ **হাদীসের নামে জালিয়াতি**, ৪র্থ সংস্করণ, (ঝিনাইদহ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৪৩৪/২০১৩)

ঃ **এহইয়াউস সুনান**, ৫ম সংস্করণ, (ঝিনাইদহ ঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭)।

আলী ইবন আবূ বকর, আল মারগীনানী ঃ **আল-হিদায়াহ**, (দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে রশীদিয়া, ১৪০১/১৯৮১)।

আলী ইবনু আবী বকর, হায়সামী ঃ **মাজমাউয যাওয়াইদ**, ৩য় প্রকাশ, (বৈরুত ঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী , ১৯৮২)

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ ঃ **ফায়ায়িলে আ'মল**, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, (ঢাকা ঃ আলবানী একাডেমী, ২০১৪)।

আলী ইবন মুহাম্মদ, আল-কেনানী ঃ **তানযীহুশ শরীআতিল মারফু'আহ**, (বৈরুত ঃ ১৩৯১/১৯৭৯)।

আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ঃ **তাওযীহুল কুরআন**, ২য় প্রকাশ, (রাজশাহী ঃ নওদাপাড়া, ১৪৩৩/২০১২)।

ঃ **আইনে রাসূল (সা.) দু'আ অধ্যায়**, ৩য় সংস্করণ, (রাজশাহী ঃ নওদাপাড়া, ২০০৮)।

আবূ জাফর, সিদ্দীকী ঃ **আল-মাউযূআত**, পর্যালোচক, ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, (ঝিনাইদহ ঃ আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১৪৩০/২০০৯)।

আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন, আল্লামা ঃ **সূরা মূলক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা**, ২য় প্রকাশ, (নারায়ণগঞ্জ, ১৪২৪ হিজরি)।

ইবন হাজার আল-আসকালানী ঃ **ফাতহুল বারী**, (কায়রো ঃ মাতবা'আ মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৭৮/১৯৫৯)।

ঃ **তালখীসুল হাবীর**, (মদিনা ঃ সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪)।

ঃ **হাশিয়াতু নুযহাতুন নযর ফী তাওযিহী নুখবাতুল ফিকর**, (দেওবন্দ ঃ মাকতাবা থানবী, তারিখ বিহীন)]।

ঃ **আত-তাহযীব**, (পাকিস্তান ঃ আবদূত তাওয়াব একাডেমী, তারিখ বিহীন)।

ইহসান এলাহী যহীর, আল্লামা ঃ **ব্রেলভী মাসলাক কে আকাঈদ**, (ইউপি, মৌনাতভঞ্জন ঃ ইদারা দাওয়াতুল ইসলাম, ২০১৩)।

ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর ঃ **তাফসীরু কুরআনিল আযীম**, (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯২)।

ইবন কুতায়বা ঃ **তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীস**, (মিশর ঃ ১৯০৮)

ইবন তাইমিয়া ঃ **মিনহাজুস সুন্নাহ**, (মিসর ঃ মাকতাবাতুল আমীরিয়াহ, ১৩২১/১৯০৩)।

ঃ **কায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ**, তারিখ বিহীন)।

ইবনু হিব্বান ঃ **আল মাজরূহীন**, (হালাব ঃ সিরিয়া, দার আল-ওয়াঈ, তারিখ বিহীন)।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনুল কাইয়ুম ঃ **আল-মানার আল মুনীফ**, (সিরিয়া ঃ হালব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১৯৭০)।

ঃ **যাদুল মা'আদ,** ১ম সংস্করণ, (কায়রো, আল-মাতবা'আতুল মিসরিয়া, ১৩৪৭/১৯৮২)।

ইমাম মুসলিম ঃ **সহীহ মুসলিম**, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৪০৩/১৯৮৩)

ইমাম তিরমিযী ঃ **জামে আত-তিরমিযী**, (দিল্লী ঃ আসাহহুল মাতাবে, তারিখ বিহীন)।

ইমাম মালেক ঃ **মুয়াত্তা**, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তারিখ বিহীন)।

ইমাম নববী ঃ **আল-আযকার আল-মুনতাখাব মিনকালামি সাইয়্যিদিল আবরার,** তাহকীক ড. মুহাম্মদ তামের ও তার সহযোগী, দারুত তাকওয়া, তারিখ বিহীন)।

ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ, আল-আজলূনী ঃ **কাশফুল খাফা ওয়া মুযীনুল আলবাস আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদীস আলা আল সিনাতিল নাস**, (বৈরুত ঃ আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৪২০/২০০০)।

উমার ইব্ন হাসান, ফালাতা, ডক্টর ঃ **আল ওয়াযউ ফিল হাদী**স, (দিমাশ্ক ঃ মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১/১৯৮১)।

ওসমান বিন আব্দুর রহমান, আবূ আমর, ইবনুস সালাহ ঃ **মুকাদ্দমাহ ইবনুস সালাহ**, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তারিখ বিহীন)।

ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ঃ **মিশকাতুল মাসাবীহ**, (দিল্লী ঃ আসাহহুল মাতাবে প্রেস ঃ ১৩৫০/১৯৩২)।

গোলাম আহমাদ মোর্তজা, আল্লামা ও মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, ডক্টর ঃ **জাল হাদীস**, (ঢাকা ঃ সোনালী সোপান, ১৪৩৩/২০১২)।

জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান, আস-সুয়ূতী ঃ **আল-লা'আলী উল মাসুন'আহ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ**, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৩/১৯৮৩)।

ঃ **আদ-দুররুল মানছুর**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০)।

ঃ **তাদরীবুর রাবী ফী শরহে তাকরীবিন নববী**, (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল কাওসার, ১৪১৭)।

জামালুদ্দীন ইবন মানযূর ঃ **লিসানুল আরাব**, (বৈরুত ঃ দারু-সাদির, ১৪১০/১৯৯০)।

জুবরান মাসউদ ঃ **আর-রাইদ,** (বৈরুত ঃ ১৩৬৮/১৯৭৮)।

তরিকুল ইসলাম ঃ **হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি**, ১ম প্রকাশ (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩১/২০১০)।

তাহের পাট্টনী ঃ **তাজকিরাতুল মাওযূ'আত**, ৩য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪১৫/১৯৯৫)।

নূর মোহাম্মদ আজমী, মাওলানা ঃ **হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস**, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লি, ২০০৮)।

ফাউওয়ায আহমাদ যামরালী ঃ **আল-কাওলুল মুনীফ ফী হুকমিল আমাল বিল হাদীসিয**

Dhaka University Institutional Repository

যঈফ, (বৈরুত ঃ দারু ইবন হাযম, ১৪১৫/১৯৯৫)।

বতরূস আল-বুস্তানী ঃ **দাইরাতুল মা'আরিফ**, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১২৯৯/১৮৮২)।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ডক্টর ঃ **আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান**, (ঢাকা ঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২)।

মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসিমী ঃ **কাওয়া'ইদুত তাহদীস মিন ফুনূনি মুসতালাহিল হাদীস**, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৩৯৯/১৯৭৯)।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী ঃ **সহীহ বুখারী,** (মিরাট ঃ হাশেমী প্রেস, ১৩২৮ হিজরি)।

মুহাম্মদ আদীব সালিহ, ডক্টর ঃ **লামহাত ফী উসূলিল হাদীস**, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবা আল-ইসলামী, ১৩৯৯)।

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, মাওলানা ঃ **হাদীস সংকলনের ইতিহাস**, (ঢাকা ঃ খায়রুণ প্রকাশনী, ২০১২)।

মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ, ডক্টর ঃ **আল-হাদীস আন-নাবভী মুস্তালাহুহু, বালাগাতুহু, কুতুবুহু,** (বৈরুত ঃ আল-মাকতাব আল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২)।

মুহাম্মদ ইবন আলী, আল-বায়দানী ঃ **ইলমুল মুস্তালাহিল হাদীস**, (কায়রো ঃ দারুল ইমাম আহমাদ, ২০০৭)।

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, শেখ ঃ **ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ**, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)।

মুহাম্মদ আলী ঃ **শীয়া মতবাদ ও ইসলাম**, (ঢাকাঃ দারুল ইফতা বাংলাদেশ, ১৯৮৪)।

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ডক্টর ঃ **সালাতুর রাসূল (সা.)**, ৪র্থ সংস্করণ, (রাজশাহী, হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪৩২/২০১১)।

ঃ **হাদীসের প্রামাণিকতা**, (রাজশাহী, হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫/২০০৪)।

মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার ঃ **গাউসুল আজম জিলানী (রহঃ)'র সংস্কার ও তরীকা**, (চট্টগ্রাম ঃ আন্দরকিল্লাহ, ২০০২)।

মুহাম্মদ ইবন আলী, আশ-শাওকানী ঃ **আল-ফাওয়াইদুল মাজমু'আহ**, (মক্কা আল-মুকাররমা, তারিখ বিহীন)।

মুহাম্মদ ইবন আহমদ শামসুদ্দীন, আয-যাহাবী ঃ **দিওয়ানুয-যু'আফা মাকতাবাতুন নাহদাতিল হাদীসাহ**, ১৩৮৭/১৯৬৭)।

ঃ **আল-মুগনী**, (হালাব ঃ মাতবা'আতুল বালাগাহ, ১৩৯১/১৯৭১)।

ঃ **আত-তাজরীদ**, ১ম সংস্করণ, (হায়দারাবাদ ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফাতিন নিযামিয়াহ, ১৩৩৫/১৯১৭)

মুহাম্মদ ইবন আবদিল করিম, আশ-শাহরিস্তানী ঃ **আল-মিলাল ও ওয়ান নিহাল**, ২য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৬৫/১৯৭৫)।

মুহাম্মদ ইবন জারীর, আবূ জাফর, আত-তাবারী ঃ **তারীখুত তাবারী**, (কায়রো ঃ দারুল মা'রিফা, তারিখ ঃ বিহীন)।

Dhaka University Institutional Repository

তাহযীবুল আ-সা-র, (কায়রো ঃ মাতবা'আতুল মাদানী, তারিখ বিহীন)।

মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, ডক্টর ঃ **রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪২৬/২০০৫)।

মুহাম্মদ আকরাম খাঁ ঃ **মোস্তফা চরিত**, (ঢাকা ঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮)।

মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, আলবানী ঃ **সিলসিলাতুল আহাদীসিস যঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ**, ২য় প্রকাশ, (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২০/২০০০)।

ঃ **তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লাক আলা ফিকহিস সুন্নাহ**, (বৈরুত ঃ দারুর রাইয়াহ, ১৪০৯)।

ঃ **ইরওয়াউল গালীল ফি তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল** (বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫/১৯৮৫)।

মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী ঃ **প্রচলিত জাল হাদীস**, ২য় প্রকাশ, (চট্টগ্রাম ঃ আফকার প্রকাশনী, ১৪৩২/২০১১)।

মুহাম্মদ আজ্জাজ, আল খতীব, ডক্টর ঃ **আস-সুন্নাহ কাবলাত তাদবীন**, (মক্কাতুল মুকাররমা, ১৩৮৩/১৯৬৩)।

মুহাম্মদ আল হাকিম, নিশাপুরী ঃ **মা'আরিফাতু উলুমিল হাদীস**, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবাতুল হিলাল, ১৪০৯/১৯৮৯)।

মো. আবদুল বাতেন, মাওলানা ঃ **আল-কাওসার**, (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৭)।

মো. শফিকুল ইসলাম, ডক্টর ঃ **হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান**, ২য় সংস্করণ, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৩১/২০১০)।

মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ডক্টর ঃ **বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ**, (ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০০৯)।

মুযাফফর বিন মুহসিন ঃ **যঈফ ও জাল হাদীস বর্জনের মূলনীতি**, (রাজশাহী, বাঘা, ২০০৯)।

ঃ **জাল হাদীসের কবলে রাসূল (সাঃ) এর সলাত**, (রাজশাহী, বাউসা হেদাতী পাড়া, ২০১৩)।

ঃ **ভ্রান্তির বেড়াজালে ইকামতে দ্বীন**, ২য় সংস্করণ, (রাজশাহী, নওদাপাড়া, ২০১৪)।

মুস্তফা আস-সুবাঈ, ডক্টর ঃ **আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিঈল ইসলামী**, (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২)।

মুতীউর রহমান, মাওলানা ঃ **প্রচলিত জাল হাদীস**, ১ম প্রকাশ, (ঢাকা ঃ মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, ১৪২৪/২০০৩)।

মুরাদ বিন আমজাদ ঃ **তাবলীগী নিসাব**, ২য় প্রকাশ, (বাগেরহাট, মফিদুল মুসলিম একাডেমী, ২০০৯)।

মাহমুদ আত-ত্বহান, ডক্টর ঃ **তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস**, (দিল্লী ঃ কুতুবখানা ইশআতুল ইসলাম, তারিখ বিহীন)।

যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন, ইরাকী ঃ **আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ**, (বৈরুত ঃ মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭)।

ঃ **তাখরীজুল ইহইয়া**, (বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

রফীকুর রহমান, প্রফেসর ঃ **আশ্ শিরক**, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪৩২/২০১১)।

রশীদ আহমাদ, আ.ন.ম ঃ **প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদাহ**, ২য় প্রকাশ, (ঢাকা ঃ ১৪২৫/২০০৪)।

হাসান ইবনু মুহাম্মদ, সাগানী ঃ **আহাদীসুল মওযূ'আহ**, (দামেস্ক ঃ দারুল মামূন, ১৯৮৫)।

হাসান মুহাম্মদ মাকবুলী, ডক্টর ঃ **মুসতালাহুল হাদীস ও রিজালুহু**, (সান'আ- সৌদী আরব ঃ মাকতাবাতুল জীল আল-জাদীদ, ১৪১৪/১৯৯৩)।

হাফিজ সাখাবী ঃ **আল-কাওলুল বালাগ ফী ফাযলিস সলাতি আলাল হাবীবিশ শাফি**, তারিখ বিহীন)।

যে সব পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ (সম্পাদিত) ঃ **ত্রৈমাসিক মাত্রা,** ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (ঢাকা ঃ মাত্রা সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রকাশনা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০০৮)।

মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসাইন ডক্টর (সম্পাদিত) ঃ **আত-তাহরীক,** ১৮তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (রাজশাহীঃ হাদীস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি, ২০১৫)।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (সম্পাদিত) ঃ **আহলে হাদীস দর্পণ**, ৮ম বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, (ঢাকা ঃ আহলে হাদীস লাইব্রেরি, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৪)।

মোহাম্মদ শরিফ হোসেন (সম্পাদিত) ঃ **মাসিক দারুস সালাম**, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, (ঢাকা ঃ দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, জুলাই, ২০০০)।

মুহিউদ্দিন খান (সম্পাদিত) ঃ **মাসিক মদীনা**, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (ঢাকা ঃ মদীনা ভবন, মে, ২০০১)।

মুযাফফর বিন মুহসিন (সম্পাদিত) ঃ **তাওহীদের ডাক**, ১৮ তম সংখ্যা, (রাজশাহী ঃ তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, বাং. আ. যুব, মে-জুন, ২০১৪)।

রশীদ আহমাদ, আ.ন.ম (সম্পাদিত) ঃ **মাসিক হারামাইন কণ্ঠ**, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (ঢাকা ঃ সউদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০২)।

লুৎফর রহমান, সরকার, (সম্পাদিত) ঃ **ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা**, ৫৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (ঢাকা ঃ গবেষণা বিভাগ, ই.ফা. বাং, এপ্রিল-জুন, ২০১৫)।

শাযলী রিফাত ওসমান মুহাম্মদ (সম্পাদিত) ঃ **আল-ইস্তিকামাহ**, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, মার্চ, ২০০৫)।

শাহ আহমদ শফী, আল্লামা, (সম্পাদিত) ঃ **মাসিক মুঈনুল ইসলাম**, ২২তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (চট্টগ্রাম ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, আগস্ট, ২০১২)।

সাইফ উদ্দিন ইয়াহইয়া (সম্পাদিত) ঃ **মাসিক কাবার পথে,** ৮ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা (ঢাকা ঃ মার্চ-এপ্রিল, ২০০১)।

হুসাইন বিন সোহরাব (সম্পাদিত) ঃ **আল-মাদানী,** ২য় বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, (ঢাকা ঃ হুসাইন আল-মাদানী, জুন, ২০০৪)।